

কুম্ভকারী নাটক

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে ।

প্রকাশক
ঐরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫০
তৃতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৫২

মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর—গৌরচন্দ্র পাল
নিউ মহামায়া প্রেস, ৬৫।৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৭,২—২৩২।১৯৪৬

ভূমিকা

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ‘ব্রজকুমারী কাব্য’ রচনার সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদন তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক ‘কৃষ্ণকুমারী’ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই নাটক রচনা প্রসঙ্গে সে যুগের সুবিখ্যাত নট, বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্বপ্রধান অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই উৎসাহে মধুসূদন পুনরায় নাটক-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এ বিষয়ে ‘জীবন-চরিত’-লেখক বলিয়াছেন—

...কেশব বাবুর অভিনয়-নৈপুণ্যে এবং নাটকীয় দোষ, গুণ বিচার শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া মধুসূদন তাঁহার একান্ত গুণপক্ষপাতী ছিলেন। গম্ভীরা ও একেই কি বলে সভ্যতা রচনার সময়ে তিনি, অনেক স্থলে, কেশব বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নতুন নাটক রচনার সঙ্গত্ব হৃদয়ে উদ্ভিত হইলে মধুসূদন প্রথমে মহাভারতীয় হৃতদ্রা-উপাখ্যান অমিত্রচন্দ্রে লিখিয়া তাহা কেশব বাবুকে দেখিবার জন্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু, কাব্য্যাংশে স্তম্ভর হইলেও, তাহা অভিনয়ের উপযোগী হইবে না, কেশব বাবু হৃতদ্রা নাটক সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মধুসূদন ইহার পর সম্রাট আলটামাসের হুহিতা, সুলতানা রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বনে আর একখানি নাটক আরম্ভ করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত আদর্শ কেশব বাবুকে এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে দেখাইবার জন্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান-চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক সাধারণ হিন্দু-দর্শকের প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া রিজিয়া সম্বন্ধেও তাঁহার কেহই উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। রিজিয়ার পরিবর্তে কোন হিন্দু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করিলে তাহা অধিকতর আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা, তাঁহার মধুসূদনকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কেশব বাবু মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন যে, “রাজপুত জাতির ইতিহাস একরূপ বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, মধুসূদনের জায় প্রতিভাবানু পুরুষ তাহা হইতে অনায়াসেই গ্রন্থরচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।” ইহা হইতেই মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন। মধুসূদনকে লিখিত কেশব বাবুর সেই পত্র নিয়ে সন্নিবিষ্ট হইল ;—

My dear Dutt,

The synopsis of your Rizia was made over to Jotindra bahu the day that I received it from you, with a request that he would consult the Chota Raja and acquaint you with their united opinion in respect to the Drama. I saw them both, day before yesterday, at the

Emerald Bower, and had a talk on the subject. They say that the synopsis is not sufficiently full to enable them to judge of the nature and merits of the play. Besides, Baboo Jotindra thinks, and the Raja seems to participate in the opinion, that Mahomedan names will not perhaps hear well in a Bengalee Drama, and they doubt whether an experiment of doubtful success, is worth being hazarded by the author of শর্মিষ্ঠা and তিলোত্তমা। They also anticipate impediments in the way of success from the too numerous characters in the play, and believe that the female parts, at least a majority of them, cannot be expected to be well represented. By the bye, a thought strikes me, Can't we cull out a subject from the history of the Rajputs? I believe the field is pretty extensive and may yield innumerable hints for the imagination of a writer like yourself.

Yours affectionately

Keshob Chandra Ganguly.

—‘জীবন-চরিত’ পৃ. ৪৩৮-৪২।

কেশব বাবুর এই পত্র সম্ভবতঃ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের প্রথমেই লিখিত। মধুসূদন পত্রপ্রাপ্তি মাত্রেরি টড-প্রণীত রাজস্থান হইতে নাটকের উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী মনোনীত করেন। ঐ বৎসরের ৬ আগষ্ট আরম্ভ করিয়া ৭ সেপ্টেম্বর তিনি ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক’ রচনা সমাপ্ত করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রচিত হইলেও প্রায় এক বৎসর পরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১১৫। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

কৃষ্ণকুমারী নাটক। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / অপরিতোষাধিহুবাং
ন সাধু মন্ত্রে প্রয়োগবিজ্ঞানং। / বলবদপি শিক্ষিতানামাশ্চর্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥ /
কালিদাস। কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক /
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ বক্সে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৮ সাল। /

কেশবচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ মধুসূদন নাটকটি তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। কেশবচন্দ্রের নিকট লিখিত একখানি পত্রেরে তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন—

My dear Gangooly, Here is Kissen Cumari—your Kissen Cumari, I dedicate her to the first actor of the age, to a gentleman of whose friendship I am proud, and whose modesty, cheerfulness and talents endear him to all who know him. Should we ever have a

national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress, may be associate my humble name with yours !
God bless you, old boy !

And now work away like a jolly fellow, and set Jotinder Baboo to write the songs. He is sure to do every justice to the play.—
Don't depend upon me, for I am going to plunge deep into Heroic Poetry again.

Yours ever affectionately,

Michael M. S. Dutt

—‘জীবন-চরিত’, পৃ. ৪৭০।

যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন,—“কৃষ্ণকুমারী সঙ্গীতগুলি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত” (পৃ. ৪৪৩)। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সোম বলেন, মাত্র দুইটি সঙ্গীত যতীন্দ্রমোহন রচনা করিয়াছিলেন। (‘মধু-স্মৃতি’, পৃ. ৩০২-৩)। নগেন্দ্রবাবুর উক্তিই ঠিক বলিয়া মনে হয় ; কারণ, “মঙ্গলাচরণে” মধুসূদন স্বয়ং লিখিয়াছেন—

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এ দেশে এত দূর পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি।

‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ের মুদ্রাস্থান-ব্যয়ভার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বহন করিয়াছিলেন। এই নাটক সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ইহা পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত ; ‘শশ্মিষ্ঠা নাটক’ ও ‘পদ্মাবতী’র দ্বারা ইহাতে সংস্কৃত আদর্শ অবলম্বিত হয় নাই। সঙ্গীতগুলি সব কয়টিই নেপথ্যে গেল। ‘পদ্মাবতী’ রচনার পর তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন (১৫ মে, ১৮৬০)—

If I should live to write other Dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great Dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre.—‘মধু-স্মৃতি’, পৃ. ৩০১।

‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ এই আদর্শ অবলম্বিত হইয়াছিল।

মধুসূদনের জীবনীকারেরা ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’কে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম “বিদ্যাসক্ত” নাটক বলিয়াছেন। এই উক্তি ঠিক নহে। ১২৫৮ বঙ্গাব্দে (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে) যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের ‘কীর্ত্তিবিলাস নাটক’ প্রকাশিত হয়।

ইহা পঞ্চাঙ্গে বিভক্ত একটি “করুণাভিনয় প্রবন্ধ”। এই নাটকের “ভূমিকা”য় গ্রন্থকার বিয়োগান্ত নাটক রচনার বিরুদ্ধে যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে সৌদামিনী ও রাজপুত্রের যুগপৎ মৃত্যুতে নাটকটি অতিশয় বিষাদান্ত হইয়াছে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ নাটক’ও বিয়োগান্ত। বিধবা সুলোচনার বিষ পানে আত্মহত্যা এই নাটকের পরিণতি ও সমাপ্তি ঘটিয়াছে। সুতরাং ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’কে প্রথম বিষাদান্ত নাটক কিছুতেই বলা চলে না। তবে প্রথম “ঐতিহাসিক” বিষাদান্ত নাটক বলিলে ভুল হইবে না।

‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ের রচনা ও অভিনয় সম্পর্কে অনেক সংবাদ বিভিন্ন সময়ে বন্ধুদের নিকট লিখিত মধুসূদনের পত্রে আছে। তন্মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা নিম্নে ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাংশ ‘মধু-স্মৃতি’ হইতে উদ্ধৃত করিলাম। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্রগুলি সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত হইল; শেষের পত্রগুলি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

(ক) মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে—

১। My dear Gangooly, Last Sunday, I submitted another “Synopsis” of a Drama on an entirely Hindu subject. I dare say you have already seen it. If so, is it not beautiful? For two nights, I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about 1. A. M. last Saturday, the *Muses smiled*! As a true realizer of the Dramatist's conceptions you ought to be quite in love with কৃষ্ণকুমারী, as I am. Lord! What a romantic Tragedy it will make; I have made the List of Dramatis Personæ as short as I could, for I wish to leave no loop-whole for our Manager to escape through. Fancy, only 5 or 6 males, and but 4 Females in a historic tragedy! If the Chota Raja should grumble about the Females, please tell him I undertake to find 3 out of the 4!

I wish you would stir them up, যথেষ্ট যথব্য! It is a down-right shame that such a theatre, as that at Belgatchia, should be the abode of Bats, or what is tantamount to it, the gaze of Bat-like men! as the boatswain says the “*Tempest*,”

“Heigh, my hearts; cheerly, cheerly, my hearts; yare, yare. Take in, the top-sail; tend to the Master's whistle. Blow, till thou burst thy wind, if room enough!”

কৃষ্ণকুমারী নাটক : ভূমিকা



If you all like the plot, I promise you the play in six weeks, if not earlier. But I must be met half-way. *বীমা তেতালা* is not the tale for me.

If you have not seen the "Synopsis," run to Jotinder Baboo and he will show it to you.

With sentiments of very kind regards to self and friend *Deenomeah* Yours very sincerely.

P. S. We must have a farce with the tragedy. I tell you what, friend Garriok, even if we prolong the play to 2 A. M. no one will grumble. The farce will make the old fellows laugh away all sorts of ill humours, but I shall make the tragedy as short as I can.
—*পৃ. ১৫৮-৫৯।*

২। You must know, my brilliant friend, that just now I have no time to write a Drama "*on spec*" as they call it. I am engaged in writing a poem on the death of Meghanad, the celebrated son of Ravan, generally known as "Indrajit"—besides, it is high time that I should resume my legal studies, seeing that the year is nearly at an end, and I may be called up for an examination next January. But if the Chota Raja really makes up his mind to reopen his theatre, I am his man! This, I wish, you would ascertain next Sunday, when I suppose you will have an opportunity of seeing both him and Jotinder. Ask the Chota Rajah candidly what his real intentions are. There is no use writing a play and then leaving it to rot in my desk. All this you must ascertain next Sunday, and communicate to me the result of the mission, next Monday. If the Chota Rajah, is for a play, and I *sincerely hope* he is, you shall have Krishna Koomary before you are many weeks older.

You suggest an under-plot, the suggestion is good—*what* can be bad that comes from you, O thou *avatar* of the Roman Roscius and the English Garrick!—But it will involve the necessity of two more females. The story of Krishna, though tragic, is barren of incidents. Instead of lengthening it, I would rather write a Farce to be acted with it. But *Master's Hookum* is my motto.—*পৃ. ১৬০।*

৩। My dear Gangooly, Many thanks to you and Jotinder Baboo though I am not particularly interested in the question of getting the work printed. This I look upon as a secondary matter. What I want is to have it acted and acted by such an actor as your noble-self. The play would be an experiment, and, unless well

supported by great histrionic talent, could not be expected to create any very great sensation.

To complicate the Plot, by the introduction of one or two more characters (male), would be to complicate it in every sense of the word ; for you must remember that the play is a historical one, and to introduce battles and political discussions would be to astonish the weak senses of the audience and the reader. I am for two more females. This कण्वसिंह of कदपुर had a favourite mistress. Tod gives her name as the "Essence of Camphor" ; I think we may bring her in and allow her jealousy full play. Her arts would offer a fine contrast to the innocence of our Heroine—though they are never to be brought together, and I also intend to make her contribute an air of comicality to some of the scenes—and she should have her "Familiar" or गौ ।

A "synopsis" can hardly be supposed to give a reader a full idea of the Plot as it rises in the Dramatist's mind. But if you examine the one, forwarded by me, carefully, you will find the Queen a very necessary character ;—so also the उषस्विनी । And here, I must make a few remarks on the disadvantages we, "Indian Bards," labour under, with reference to Female characters :—

The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different. It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle around me, beyond the boundary line of which I cannot step. The consequence is, I am obliged to have a larger number of females to give my Plot an air of fulness, and I must here tell you, my dear G., what, I dare say, you will allow at least to some extent, viz., that we Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours. Look at the splendid Shakespearean Drama. If you leave out the *Midsummer Night's Dream*, *Romeo and Juliet* and perhaps one or two more, what play would deserve the name of *Romantic* ? Romantic in the sense in which *Sacountala* is Romantic ? In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems ; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the

Sarmista, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere Poet. I often forget the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry ; if I find her before me I shall not drive her away ; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry. The proof of the Pudding, however, is in the eating, and I hope to send you the First Act in time to enable you to read with Jotinder Baboo, next Sunday. As for the language, the Drama to be written in, I shall follow Dr. Johnson's advice :—"If there be," says he, "what I believe there is, in every nation a style which never becomes obsolete, a certain mode of phraseology so consonant and congenial to the analogy and principles of its respective language, as to remain settled and unaltered, this style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, without the ambition of elegance." And he commends Shakespeare for having adopted this language ; and this advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction, and that will be in the more Tragic parts of the play.

You must remember these remarks, my dear fellow, when you sit down to peruse the Play, and I must at the same time beg of you, to treat me with the *utmost* candour. No human being is infallible, and I the last man to feel heart when my faults are pointed out to me, either by friend or foe. If this Tragedy be a success, it must ever remain as the foundation-stone of our National Theatre. Excuse this long letter, and believe me,

Ever yours most sincerely.

P. S. Blank verse only in soliloquies ? What say you ? As this play will be full of acting and dialogue, there won't be many openings for Blank verse ; but a little of it won't hurt anybody, I think.—'सङ्-कृति', पृ. १००-७२ ।

१ । My Dear Gangooly, Tho' I have nearly finished the First three Acts, I have not had time to make a fair copy of them. The pleasure of composition is outweighed by the trouble of copying ! Here is the First Act. That अंगिका will play the Duce with धनराज । I hope the portion of the play I am sending, would not disappoint you and other friends. You will find the Second Act more solemn.

The most beautiful plays in the world are combination of Tragedy, and Comedy. I have not given any verse—of that, by and by. Let me know by Monday, what you think of this Act. You are welcome to strike off, add, alter and all that. In great haste. Ever yours sincerely.—‘মধু-স্মৃতি’ পৃ. ৭৬৩।

৮। My dear Gangooly, Here you are. This is Act No. 3. The Fourth Act has also been completed, but I must make a copy of it before I send it to you.

Jotinder Baboo writes to me to say that he is not well enough to read the play just now, and that he has made it over to the Chota Rajah. Now, from what I know of the Chota Rajah, I am afraid he will not look into it at all, unless there is some one at him. This task you must undertake, you and Deenoo Baboo. You must *force* him to read the scenes with you. If not, I have laboured in vain.

If the Chota Rajah *really* wishes to reopen his Theatre, he ought to send the Mss. at once to the Printers and then read over the proofs with you. Yours as ever.

P. S. I do not know how it is, but I fancy that everything will end in smoke.—‘মধু-স্মৃতি’, পৃ. ৭৬৩।

৯। My dear G. Here is the Fourth Act. As a humble member of the noble Belgatchia Amateur Company, I am doing what I can to promote its glory. If the other members won't stir themselves, it is no fault of mine. By Jove! Here is a play—if meritorious in no other respect, at least *brimful* of acting, acting, acting! I shall soon finish the Last Act; it will be highly Tragic. Poor Kissen Kumari will die. Yours in haste.—‘মধু-স্মৃতি’, পৃ. ৭৬৩।

১০। My dear Gangooly, I wish you had not thought of Shakespeare so much, as you appear to have done, when you sat down to peruse poor Kissen Kumari. Some of the defects you point out, are defects indeed, but it does not fall to the lot of every one to rise superior to them, and even Shakespeare himself does not do so often. As a first rate actor, you are, as a matter of course, a first rate dramatic critic: but do not believe for a moment that there are *three* men in all Bengal who would discover these *secret* failings of the play.

As for “variety of action” there is not much of it, to be sure, but that result I could not very well avoid, owing to the original barrenness of the Plot. I do not pretend to understand much about

acting, that is your province ; but I am disposed to believe that you are mistaken in thinking that the play would not succeed on the stage. With the actors we have, we cannot expect very great amount of success ; but I fancy it would create a deeper sensation than any Play yet produced. If all our actors were like yourself, it would be a different thing. Most of the Shakespearean Dramas were no better acted, at first, I suspect, than ours are. As for the male characters, that is another inconvenience of the Plot. I have tried to represent Juggut Sing as I find him in history, a somewhat silly and voluptuous fellow ; Bheem Sing as a sad, serious man. The other characters are invented, but I had to conform them to the principal characters. As for Dhanadass, I never dreamt of making him the counterpart of Yago. The plot does not admit of such a character, even I could invent it—which I gravely doubt ! I wish *Bullender* to be serious and light, like the "Bastard" in King John. Dhanadass is an ordinary rogue, indeed, but he will do admirably, if you take him by the hand !

As for the females, there I am on my own element, and I hope you will like them all. The Queen of such an unfortunate Prince, as the Rana Bheem Sing, cannot but be sad and grave ; the princess, I hope is dignified, yet gentle. But that Madanika is my favourite. Kishore Kumari falling in love with a man she has never seen before, is by no means uncommon in our own ancient History of Fable ; the name of Rukmini will occur to you at once ; I believe there are allusions to her in the play. I am aware that it will be hard to get good female actors ; but we must make the most of what we have. This is a misfortune I cannot remedy. I have great faith in you as a Teacher.

I am happy you like the language. Ease can be only obtained by practice ; and I am as yet a mere novice. But I hope I am a *progressive animal*. As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being *comic* ; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the Play. But whenever in the course of the dialogue a pleasant remark has suggested itself I have not neglected it. The only piece of criticism I shall venture upon, is this ;—never *strive* to be *comic* in a tragedy ; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan.

Perhaps, you will not find many scenes in his higher tragedies in which he is *studiously* comic. However, both yourself and our friend Tagore are welcome to brush up into a comic glow any scene, that would admit of such a thing. I am not such an ungrateful fellow as to find fault with my friends for trying to make me look handsomer !

As for beginning the play with a soliloquy, that is of little consequence ; little mannerism does no harm, and I promise you, I shan't do it again.

Perfection, my dear fellow, can only be attained by long practice. So you must not be very severe upon poor me. If spared, perhaps, I shall yet do better !

I am truly happy that you like the play upon the whole. I hope Jotinder Baboo and our Manager will sail in the same boat with you. The style of criticism you bring to bear upon the play, is the very highest possible ; such an *aesthetic storm* would sink the ship of every dramatist in the world, save and except Shakespeare ; and even he would suffer considerable damage ! A word about the Scenes :—I am very fond of busy and varied scenes ; and as for the French idea of not allowing one set of actors to retire and introduce another, I have no great respect for it, and yet I like to preserve "unity of place" and, as far as I can, that of time also. Examine each Act and you will find unity of place if not of time.

Your letter fills my heart with hope. I fancy you can move the Chota Rajah, if you really wish it. As for Jotinder Baboo, his enthusiasm requires little pushing from behind. If these two gentlemen like it, they can make this an age of glory in the literary annals of their country ! Let them but seriously encourage the drama, and they will see wonders ! If not, we must strike our heads and say,—“Alas ! born an age too soon” !

I am quite ready to undertake another drama, but this must be acted first. We ought to take up Indo-Mussulman subjects. The Mohomedans are a *fiercer* race than ourselves, and would afford splendid opportunity for display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.

Excuse this scrawl. Hoping you are quite well personally and domestically.

1st September, 1860

Yours most sincerely.

P. S. 1. I shall alter the opening soliloquy and remove it to some other place.

P. S. II. I am sorry Jotinder Baboo is still ailing. I hope to go and see him to-morrow. I wish you would begin the work of revision at once;—I am so impatient! After this, we must look to "Rizia"—I hope that will be a drama after your own heart! The prejudice against Moslem names must be given up. If you like, I can pick up other subjects from Tod. But I must first finish my *Meghanada*. That will take me some months.

४। My dear Gangooly, You must not fancy that I have been idle. *Kissen Cumari* was finished two days ago. Begun 6th August finished 7th September—rather quick work, old fellow! But in these days of steam and other stimulating powers, a man must keep pace with the times. But though I have finished the drama you can't have it for some days yet. I have to make a fresh or fair copy and that is really bothersome. In the mean time let me know how you are getting on. Have you seen our Manager? What saith the man of Millions? Verily, brother Keshub, my heart is set upon seeing *Kissen Cumari* acted at *Belgatchia*, and the Chota Rajah ought to do it. I wish you would make it a point to see him to-morrow on the subject. Take Denoo Meah with you and go like a good fellow. If Jotinder Baboo is better, as I hope he is, take him with you also. Mind you, you all broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese! If you see the Chota Rajah to-morrow and he shows symptoms of a yielding spirit, we can have a meeting Sunday after next (to-morrow week) at *Belgatchia*, and I shall go over. If the Chota Rajah begins to talk of his brother's absence, silence him by saying—"Pooh, my lord, we know your brother never says "nay," to anything you wish to do. This sort of *bosh* won't go down with boys like ourselves! Ha! Ha!"—

I flatter myself you will like the Fifth act. I shed tears when poor *Kissen Cumari* stabbed herself and fell on her bed! And then the poor queen also dies—but behind the scenes. There are three scenes in this act. I am afraid the play has grown longer than I intended, but never mind. No one would grumble at a good play for being a little too long. What more?—as we say in Sanskrit—किमधिक? —'यद्-वृत्ति', पृ. १७७-७१।

५। My dear Gangooly, Many thanks for your letter with enclosure. By Jove, this act is really brilliant! I have written to

our friend Baboo J. M. Tagore about the songs. The first and second acts are already in type.

It strikes me that if the drama is to be acted, you had better at once organise your company and begin operations with the two acts already printed. Go on rehearsing at Jotinder's and then you can settle whether we are to do something in the Town Theatre or blaze out at dear old Belgatchia. I vote for Belgatchia.

Now master Dhanadas, allow me to give you a bit of advice. Put down Issur Chunder Sing as "Jagat Sing", and then you will very soon find yourself at Belgatchia! Do you see him now? I hope Preonath will take up ভীষ্মসিংহ। Denoo সত্যদাস; Jodoo বদেস্ত; Sreenath the other মহী। By the bye—do you think Kissendhon will do for Kissen Kumari? Make Kali মলিনিকা। Under your guidance, he is sure to do very well. (16 January 1861.) —‘মধু-স্মৃতি’, পৃ. ৭৬৮।

১০। And now old boy, *what* about Kissen Kumari? What has our elegant friend Baboo J. M. Tagore done? What does he intend doing? What says our "Manager"? I am afraid, brother Keshub, we are all losing that fine enthusiasm we once had in matters dramatic! As for me, excuse my vanity; I think I have some little excuse—another branch of the art is seducing my soul at present from the "Old Love"; how will *you* answer at the Bar of Posterity!

If Kissen Kumari does not satisfy our friend, I am just now comparatively free, and don't mind plunging in again! However give me all the news you can. I should be sorry to see the play acted in rainy weather, and the cold weather has fairly commenced.

If the Rajahs of Paikparah are bent upon shutting their doors against দেবকী, I hope the poor Goddess will still find a warm friend in Baboo Jotindra Mohan Tagore! —‘মধু-স্মৃতি’ পৃ. ৭৬৮-৬৯।

(খ) মধুসূদন রাজনারায়ণকে :

১। My dear Raj, It is many weeks since I last wrote to you or heard from you, but I have been dramatizing, writing a regular tragedy in—prose! The plot is taken from Tod, Vol. I, P. 461. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumari. There is one more Act to be written—viz. the fifth.—‘মধু-স্মৃতি’ পৃ. ৭৬৯।

२। ...I have finished my Tragedy on the death of the Rajput Princess Kissen Kumari. Babu J. M. Tagore and his friends have got hold of it and it will be shortly printed. They speak of it in a very flattering manner. But you must judge for yourself.—‘सू-सू-ति’, पृ. १२२।

३। ...Kissen Kumari will be ready for publication in a week or two and the Odes are now in the hands of the printer. I think I deserve some credit even for doing so much in this really fearful weather.—‘सू-सू-ति’, पृ. १२६।

४। You will be glad to hear that Kissen Kumari, the beautiful Rajput Princess, will be out in a day or two. I shall instruct my printer to send you a copy, as early as possible, and then you must tell me what you think of it.—‘सू-सू-ति’, पृ. १२९।

५। You surprise me. Is it possible that Kissen Kumari has not yet reached you? I must write to my printer again on the subject.—‘सू-सू-ति’, पृ. १२९।

६। You must take the trouble of writing to me again, for I am anxious to know what you think of the Tragedy; but if not, you must allow me to ask you the meaning of this long silence. Has the book disappointed you? Here people speak well of it; tho’ I must say that men of your stamp are anything but common here.

How [Here?] you a old boy, a Tragedy, a volume of Odes, and one half of a real Epic poem! All in the course of one year; and that year only half old! If I deserve credit for nothing else, you must allow that I am, at least, an *industrious dog*.—‘सू-सू-ति’, पृ. १३२-६०।

७। ...I am not at all dissatisfied with your criticism on Kissen Kumari, but I flatter myself you will thank more highly of her as you grow more acquainted with the piece. I have certain Dramatic notions of my own, which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them, as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the masterpieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape. But hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.—‘सू-सू-ति’, पृ. १६३।

উপরোক্ত পত্রাবলীতে ‘কৃষ্ণকুমারী নাটকে’র অভিনয় সম্পর্কে মধুসূদন যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ সত্য হইয়াছিল। ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহার সম্পষ্ট আভাস পত্রে আছে। ‘কৃষ্ণকুমারী নাটকে’র প্রতি এই অবহেলার জন্তই মধুসূদন কয়েকটি নাটকের খসড়া প্রস্তুত করিয়াও রচনা সম্পূর্ণ করেন নাই। শোভাবাজার নাট্যশালায় (শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি) ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি সোমবার ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। জীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত ‘বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস’ (২য় সং, পৃ. ৬৩-৬৪) হইতে এই অভিনয়ের বিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—

গত শুক্রবার রাত্রিতে শোভাবাজারের সখের থিয়েটারের দল সম্রাট ও হুনির্বাচিত দর্শকদের সমক্ষে, বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত সুপরিচিত বিয়োগাক্ষর ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় দেখাইয়া সকলকে আনন্দিত করেন। ‘কৃষ্ণকুমারী’ বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র মৌলিক নাটক।... নাট্যক্ষেত্রে এই নাটকটির বিচিত্র ঘটনাবলীর অভিনয় কম কৃতিত্বের কথা নয়। একান্ত শোভাবাজারের অভিনেতাদের যে-সকল ক্রটিবিচ্যুতি হইয়াছে, সেগুলি ক্ষমার চক্ষে দেখা উচিত। কোন অভিজ্ঞ শিক্ষাদাতার সাহায্য বাতিরেকে যাহা করা সম্ভব, তাঁহারা তাহা করিয়াছেন।...এই দলের অভিনেতাদের মধ্যে যাহারা ধনদাস, মদনিকা, ভীমসিংহ, বেলেন্দ্র ও সত্যদাস-চরিত্রের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিনয়ের বেশ ক্ষমতা আছে। চেষ্টা করিলে তাঁহারা কালে সুদক্ষ অভিনেতা হইবেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ হইতে অনূদিত)

‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানিধির ‘সন্দর্ভ-সংগ্রহ’ পুস্তকে দেওয়া আছে। আমরা তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি,—

(পুরুষগণ)

সুত্রধার	...	বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু
ভীমসিংহ	(উদয়পুরের রাণা)	শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
বেলেঙ্গসিংহ	(ঐ রাণার ভ্রাতা)	বাবু প্রিয়মোহন বসু মল্লিক
সত্যদাস	(রাণার মন্ত্রী)	কুমার আনন্দকৃষ্ণ
জগৎসিংহ	(জয়পুর-মহারাজ)	... শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ
নারায়ণ মিশ্র	(জগৎসিংহ-মন্ত্রী)	বাবু বেণীমাধব ঘোষ
ধনদাস	(মহারাজের পারিষদ)	বাবু মণিমোহন সরকার
দত্ত	...	... বেণীমাধব ঘোষ
ভূতা	...	শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেব

কৃষ্ণকুমারী নাটক : ভূমিকা

১৮৪

(ভূগণ)

কৃষ্ণকুমারী	(রাণা-কন্যা)	কুমার ব্রজেনকৃষ্ণ
অহল্যা বাই	(রাণার সান্নিধ্য)	কুমার অনন্তকৃষ্ণ
তপস্বিনী	...	শ্রীউদয়কৃষ্ণ দেব
বিলাসবতী	(মহারাজের রক্ষিতা বেঙ্গা)	বাবু হরলাল সেন
মদনিকা	(বিলাসবতীর পরিচারিকা)	বাবু রামকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রথম সহচরী	...	শ্রীহরলাল সেন
দ্বিতীয় সহচরী	...	বাবু নকুচক্র মুখোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতেও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হইয়াছিল ; এই অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণকুমারীর মাতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়—গ্রাশনাল থিয়েটারে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ ফেব্রুয়ারি শনিবার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভৌমসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাধারণ রঙ্গক্ষেত্রে ইহাই তাঁহার প্রথম আবির্ভাব। গ্রেট গ্রাশনাল থিয়েটারও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'র (২৪ জানুয়ারি, ১৮৭৪) অভিনয় করিয়াছিলেন।

সাধারণ রঙ্গক্ষেত্রে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'র আর একটি অভিনয় উল্লেখযোগ্য মধুসূদনের মৃত্যুর পর তাঁহার অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহায্যকল্পে গ্রাশনাল থিয়েটার কর্তৃক ১৬ জুলাই ১৮৭৩ তারিখে কলিকাতার অপেরা হাউসে মহা সমারোহে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে হিন্দু গ্রাশনাল থিয়েটারের অর্জুনশেখর মুস্তফী-প্রমুখ কয়েক জন খ্যাতনামা অভিনেতাও যোগদান করিয়াছিলেন। মহাকবির উদ্দেশ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ-রচিত এই গানটি সর্বপ্রথমে গীত হয় :—

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

কে রচিবে মধুচক্র মধুর মধু বিনে।

মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এত দিনে ॥

কুহকী কল্পনাবলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে,

কুমারী কৃষ্ণা-কমলে, মোহিতে মনে।

বীরমদে অধুনাদে, কে আনিবে সেধনাদে,

কাহ্নিবে প্রবীলা মনে, কেলিবিপিনে ॥

—গিরিশ-গীতাবলী, ১ম ভাগ (২য় সং), পৃ. ৪৫৬।

মধুসূদনের জীবিতকালে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ ১২৬৮ সালে (পৃ. ১১৫), দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৭২ সালে (পৃ. ১১৫) ও তৃতীয় সংস্করণ ১২৭৬ সালে (পৃ. ১১৮) প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে খুঁটিনাটি পরিবর্তন আছে, কিন্তু তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয়েরই পুনর্মুদ্রণ মাত্র। অনাবশ্যক বোধে পাঠভেদ দেওয়া হইল না।

মঙ্গলাচরণ

মাস্তবর জীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়,

মহাশয়েষু ।

মহাশয় !

আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক বঙ্গদেশীয় নট-কুল শিরোমণি ; ইহার দোষ গুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবেক না। বিশেষতঃ, আমার এই বাঙ্কা, যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিতসম্প্রদায় জানিতে পারেন, যে আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য-বিশারদ এক জন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ প্রকাশ করিতেন।

আমাদিগের পরমাত্মীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, দর্শনকাব্যের উন্নতি বিষয়ে যে কত দূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দর্শনকাব্যপ্রিয় মহাশয়গণের অবিদিত নহে। আমি এই ভরসা করি, যে মৃত রাজা মহাশয় যে সুবীজ রোপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে অশ্রান্ত মহাশয়েরা যত্নবান্ হন। এই কাব্য-বিষয়ে উক্ত রাজা মহাশয় আমাকে যে কত দূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না, যে আর এ পথের পথিক হই। হায় ! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কেন প্রতিকূলতা প্রকাশ করিলেন ?

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্ম রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্মই নাটকের উপযুক্ত পদ্ম ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্ম এখনও এ দেশে এত দূর পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। তথাচ ইহাও বক্তব্য, যে আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গল্প অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি, অল্প কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন। যাহা হউক, এ অভিনব কাব্য আপনার এবং অশ্রান্ত গুণগ্রাহী মহোদয়গণ সমীপে আদরণীয় হইলে, পরিজ্ঞান সফল বোধ করিব, ইতি।

প্রণয়কর

নিবেদনমিতি।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

ভীমসিংহ	...	...	...	উদয়পুরের রাজা ।
বলেশ্বর সিংহ	...	...	...	রাজপ্রাতা ।
সত্যদাস	...	...	...	রাজমন্ত্রী ।
জগৎ সিংহ	...	...	...	জয়পুরের রাজা ।
নারায়ণ মিশ্র	...	...	...	রাজমন্ত্রী ।
ধনদাস	...	...	...	রাজসহচর ।
অহল্যা দেবী	...	...	...	ভীমসিংহের পাত্রদেবী ।
কৃষ্ণকুমারী	...	...	...	ভীমসিংহের ছদ্মদেবী ।
তপস্বিনী ।				
বিলাসবতী ।				
মদনিকা ।				

ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ন্যাসী, ইত্যাদি ।

কৃষ্ণকুমারী নাটক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—রাজগৃহ।

(রাজা জয়সিংহ, পশ্চাতে পত্র হস্তে মন্ত্রী প্রবেশ ।)

রাজা। আঃ কি আপদ ! তোমরা কি আমাকে এক মুহূর্তের জন্তেও
বিশ্রাম কত্তে দেবে না ? তুমিই যা হয় একটা বিবেচনা করগে না ।

মন্ত্রী। মহারাজ, অনন্তদেব পৃথিবীর ভার সর্বদা সহ্য করেন। তা আপনি
এতে বিরক্ত হবেন না ।

রাজা। হা ! হা ! মন্ত্রিবর, অনন্তদেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি প্রকারে
সঙ্গত হয় ? তিনি হলেন দেবাংশ, আমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য মাত্র। আহা,র,
নিজা, সময়বিশেষে আরাম—এ সকল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা দুষ্কর।
তা দেখ, আমার এখন কিঞ্চিৎ অলস ইচ্ছা হচ্ছে। এ সকল পত্র না হয় সন্ধ্যার
পর দেখা যাবে, তাতে হানি কি ? যবনদল কিম্বা মহারাষ্ট্রের সৈন্য ত এই
মুহূর্তেই এ নগর আক্রমণ কত্তো আসচে না——

(ধনদাসের প্রবেশ ।)

আরে, ধনদাস ? এস এস, তবে ভাল আছ ত ?

ধন। আজ্ঞা, এ অধীন মহারাজের চিরদাস। আপনার ত্রিচরণগ্রসাদে এর
কি অমঙ্গল আছে ?

মন্ত্রী। (স্বগত) সব প্রতুল হলো—আর কি ? একে মনসা, তায় আবার ধূনার গন্ধ ! এ কৰ্ম্মনাশাটা থাকতে দেখছি কোন কৰ্ম্মই হবে না। দূর হোক ! এখন যাই। অনিচ্ছুক ব্যক্তির অনুসরণ করা পণ্ড পরিশ্রম।

[প্রস্থান।

রাজা। তবে সংবাদ কি, বল দেখি ?

ধন। (সহাস্ত বদনে) মহারাজ, এ নিকুঞ্জবনের প্রায় সকল ফুলেই আপনার এক একবার মধুপান করা হয়েছে, নৃতনের মধ্যে কেবল ভেরেণ্ডা, ধুতুরা প্রভৃতি গোটা কতক কদর্য ফুল বাকি আছে। কৈ ? জয়পুরের মধ্যে মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক ত আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না।

রাজা। সে কি হে ? সাগর বারিশ্রুত হলো না কি ?

ধন। আর, মহারাজ ! এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুযতে লাগলে, সাগরে কি আর বারি থাকে ?

রাজা। তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি, বল দেখি ?

ধন। আজ্ঞা, তার জ্যেষ্ঠে আপনি চিন্তিত হবেন না। এ পৃথিবীতে একটা ত নয়, সাতটা সাগর আছে !

রাজা। ধনদাস, তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। তবে এখন উপায় কি, বল দেখি ?

ধন। আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন করছি। আপনি অগ্রে এই চিত্রপটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন দেখি। এখানি একবার আপনাকে দেখাবার নিমিত্তেই আমি এখানে আনলেম।

রাজা। (চিত্রপট অবলোকন করিয়া) বাঃ, এ কার প্রতিমূর্তি হে ? এমন রূপ ত আমি কখন দেখি নাই।

ধন। মহারাজ, আপনি কেন ? এমন রূপ, বোধ হয়, এ জগতে আর কেউ কখন দেখে নাই।

রাজা। তাই ত ! আহা ! কি চমৎকার রূপ ! ওহে ধনদাস, এ কমলিনীটি কোন্ সরোবরে ফুটেছে, আমাকে বলতে পার ? তা হলে আমি বায়ুগতিতে এখনই এর নিকটে যাই।

ধন। মহারাজ, এ বিষয়ে এত ব্যস্ত হলে কি হবে ? এ বড় সাধারণ ব্যাপার

নয়। এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে। এর চারি দিকে রক্তচক্র অহর্নিশ ঘুরছে।
একটি ক্ষুদ্র মাছিও এর নিকটে যেতে পারে না।

রাজা। কেন? বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি শুনি?

ধন। আজ্ঞা, মহারাজ—

রাজা। বলই না কেন? ভায় দোষ কি?

ধন। মহারাজ, ইনি উদয়পুরের রাজহুহিতা—এঁর নাম কৃষ্ণকুমারী!

রাজা। (সমস্ত্রমে) বটে? (পট অবলোকন করিয়া) ধনদাস, তুমি যে বলছিলে এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহা! যে মহাংশে শত রাজসিংহ জন্ম গ্রহণ করেছেন; যে বংশের যশঃমৌরভে এ ভারতভূমি চির পরিপূর্ণ; সে বংশে এরূপ অমুপমা কামিনীর সম্ভব না হলে আর কোথায় হবে? যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পের সৃজন করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি করেছেন। আহা, দেখ, ধনদাস—

ধন। আজ্ঞা করুন।

রাজা। তুমি এ বংশনিদান বাপ্পা রায়ের যথার্থ নাম কি, তা জান ত?

ধন। আজ্ঞা—না।

রাজা। সে মহাপুরুষকে লোকে আদর করে বাপ্পা নাম দিয়াছিল; তাঁর যথার্থ নাম শৈলরাজ। আহা! তিনি যে শৈলরাজ, তা এ চিত্রপটখানি দেখলেই বিলক্ষণ জানা যায়!

ধন। কেমন করে, মহারাজ?

রাজা। মর্যুর্ষ! ভগবতী মন্দাকিনী শৈলরাজের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন কি না?

ধন। (স্বগত) মাছ ভায়া টোপটি ত গিলেছেন। এখন এঁকে কোন ক্রমে ডাঙায় তুলতে পালো হয়!

রাজা। দেখ, ধনদাস!

ধন। আজ্ঞা করুন, মহারাজ!

রাজা। তুমি এ চিত্রপটখানি আমাকে দাও—

ধন। মহারাজ, এ অধীন আপনার ক্রীত দাস; এর যা কিছু আছে, সে সকলই মহারাজের। তবে কি না—তবে কি না—

রাজা। তবে কি, বল?

ধন। আজ্ঞা, এ চিত্রপটখানি এ দাসের নয় ; তা হলে মহারাজকে এক্ষণেই দিতেম। উদয়পুর থেকে আমার এক জন বান্ধব এ নগরে এসেছেন। তিনিই আমাকে এ চিত্রপটখানি বিক্রয় কৃত্যে দিয়েছেন।

রাজা। বেশ ত। তোমার বান্ধবকে এর উচিত মূল্য দিলেই ত হবে ?

ধন। (স্বগত) আর যাবে কোথা ? এইবার ফাঁদে ফেলেছি। (প্রকাশে) আজ্ঞা, তা হবে না কেন ? তিনি বিক্রয় কৃত্যে এসেছেন ; যথার্থ মূল্য পেলেন না দেবেন কেন ? তবে কি না, তিনি যে মূল্য প্রার্থনা করেন, সেটা কিছু অধিক বোধ হয়।

রাজা। ধনদাস, এ চিত্রপটখানি একটি অমূল্য রত্ন। ভাল, বল দেখি, তোমার বান্ধব কত চান ?

ধন। (স্বগত) অমূল্য রত্ন বটে ? তবে আর ভয় কি ? (প্রকাশে) মহারাজ, তিনি বিশ সহস্র মুদ্রা চান। এর কমে কোন মতেই বিক্রয় কৃত্যে স্বীকার করেন না। অনেক লোকে তাঁকে ষোল সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি—

রাজা। ভাল, তবে তিনি যা চান তাই দেওয়া যাবে। আমি কোষাধ্যক্ষকে এক পত্র দি ; তুমি তার কাছ থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার বন্ধুকে দিও। কৈ ? এখানে যে লিখবার কোন উপকরণ নাই।

ধন। মহারাজ, আজ্ঞা করেন ত আমি এখনই সব এনে প্রস্তুত করে দি।

রাজা। তবে আন।

ধন। যে আজ্ঞা, আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) মহারাজ ভীমসিংহের যে এমন একটি সুন্দরী কন্যা আছে তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। হে রাজলক্ষ্মি, তুমি কোন্ ঋষিবরের অভিশাপে এ জলমিতলে এসে বাস কচ্যো ?

(মনোভাজন প্রভৃতি লইয়া ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ।)

ধন। মহারাজ, এই এনেছি। (রাজার উপবেশন এবং লিপিকরণ— স্বগত) মন্ত্রণার প্রথমই ত ফল লাভ হলো। এখন দেখা যাক, শেষটা কিরূপ দাঁড়ায়। কৌশলের ক্রটি হবে না। তারপর আর কিছু না হয়, জানলেম যে চোরের

কুমারী নাটক



রাজবাসই লাভ ! আর মন্দই বা কি ? কোন ব্যয় নাই অথচ বিবাহ লাভ হলো !

রাজা । এই নাও । (পত্রদান ।)

ধন । মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ !

রাজা । তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ন প্রদান করলে, এতে তোমার কাছে আমি চিরবাসিত থাকলেম ।

ধন । মহারাজ, আমি আপনার দাস মাত্র ! দেখুন মহারাজ, আপনি যদি এ দাসের কথা শোনেন, তা হলে আপনার অনায়াসে এ জ্বরীকট লাভ হয় ।

রাজা । (উঠিয়া) বল কি, ধনদাস ? আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে ?

ধন । মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয় ইচ্ছা প্রকাশ করবামাত্রই, আপনার সে আশা ফলবতী হবে, সন্দেহ নাই । আপনার পূর্ব-পুরুষেরা ঐ বংশে অনেক বার বিবাহ করেছেন ; আর আপনি কুলে, মানে, রূপে, গুণে সর্বপ্রকারেই কুমারী কুমার উপযুক্ত পাত্র । যেমন পঞ্চালদেশের ঈশ্বর দ্রুপদ তাঁর কুমারকে পৌরবকুলতিলক পার্থকে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুনে মহারাজ ভীমসেনও সেইরূপ হবেন ।

রাজা । হাঁ—উদয়পুরের রাজসংসারে আমার পূর্বপুরুষেরা বিবাহ করেন বটে ; কিন্তু মহারাজ ভীমসেন নিতান্ত অভিমানী, যদি তিনি এ বিষয়ে অসম্মত হন, তবে ত আমার আর মান থাকবে না ।

ধন । মহারাজ, আপনি সূর্য্যবংশচূড়ামণি ! মহোদয় ব্যক্তির আপনি আপনার গুণবিষয়ে প্রায়ই আত্মবিশ্বস্ত । এই জন্তে আপনি আপন মাহাত্ম্য জানেন না । জনক রাজা কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন ?

রাজা । (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা—তুমি একবার মন্ত্রিবরবে ডাক দেখি ।

ধন । যে আজ্ঞা, মহারাজ ।

[প্রস্থান ।

রাজা । (স্বগত) দেখি, মন্ত্রী কি মত হয় । এ বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয় । আহা, যদি ভীমসিংহ এতে সম্মত হন, তবে আমার জন্ম সফল হবে । (উপবেশন ।)

(মন্ত্রীর সহিত ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ ।)

মন্ত্রী । দেব, অল্পমতি হয় ত, এ পত্র কথানি রাজসম্মুখে পাঠ করি ।

রাজা। (সহাস্ত্র বদনে) না, না। ও সব সন্ধ্যার পরে দেখা যাবে। এখন বসো। তোমার সঙ্গে আমার অন্য কোন কথা আছে।

মন্ত্রী। (বসিয়া) আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেখ, মন্ত্রিবর, মহারাজ ভীমসিংহের কি কোন সম্ভাব্য সম্ভূতি আছে ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ আছে।

রাজা। কয় পুত্র, কয় কন্যা, তা তুমি জান ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, এ আশীর্বাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রুত আছে।

ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণা নাকি পরম সুন্দরী ?

মন্ত্রী। লোকে বলে যে বাজ্ঞসেনী স্বয়ং পুনরায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েছেন !

ধন। তবে, মহাশয়, আপনি আমাদের মহারাজের সঙ্গে এ রাজকুমারীর নিবাহের চেষ্টা পান না কেন ? মহারাজও ত স্বয়ং নরনারায়ণ অবতার !

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি ? তবে কি না এতে যৎকিঞ্চিৎ বাধা আছে।

রাজা। কি বাধা ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, মরুদেশের মৃত অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই রাজকুমারীর পরিণয়ের কথা উপস্থিত হয়েছিল ; পরে তিনি অকালে লোকান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে, সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। আমি পরপরায় শুনেছি যে, সে দেশের বর্তমান নরপতি মানসিংহ নাকি এই কন্যার প্রণিগ্রহণ কৃত্যে ইচ্ছা করেন।

রাজা। বাটে ? বামন হয়ে চাঁদে হাত ! এই মানসিংহ একটা উপপত্নীর দন্তক পুত্র, এ কথা সর্বত্র রাষ্ট্র। তা এ আবার কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ কৃত্যে চায় ? কি আশ্চর্য্য ! ছরাস্তা রাবণ কি বৈদেহীর উপযুক্ত পাত্র ? দেখ, মন্ত্রী, তুমি এই দণ্ডেই উদয়পুরে লোক পাঠাও ! আমি এ রাজকন্যাকে বরণ করবো। (উঠিয়া) মানসিংহ যদি এতে কোন অত্যাচার করে, তবে আমি তাকে সমুচিত প্রতিকূল না দিয়া ক্ষান্ত পাব না।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, এ কি ঘরাও বিবাদের সময় ? দেখুন, দেশবৈরিদল চতুর্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।

রাজা। আঃ, দেশবৈরিদল ! তুমি যে দেশবৈরিদলের কথা ভেবে ভেবে একবারে বাতুল হলে ! এক যে দিল্লীর সম্রাট, তিনি ত এখন বিবাহীন ফণী। আর যদি মহারাজের রাজ্যের কথা বল, সেটা ত নিতান্ত লোভী।

যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পেলেই ত তার সন্তোষ। তা যাও। তুমি এখন যথাবিধি দূত প্রেরণ করগে। মানসিংহের কি সাধ্য যে, সে আমার সঙ্গে বিবাদ করে?

ধন। (জনাস্তিকে) মহারাজ, এ দাসকে পাঠালে ভাল হয় না?

রাজা। (জনাস্তিকে) সে ত ভালই হয়। তুমি একজন সৎশক্তিত ক্রিয়, তোমার যাওয়ায় হানি কি? (প্রকাশে) দেখ, মন্ত্রী, তুমি ধনদাসকে উদয়পুরে পাঠিয়ে দাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আপনি তবে আমার সঙ্গে আসুন! এ বিষয়ে যা কর্তব্য সেটা স্থির করা যাকগে।

রাজা। যাও, ধনদাস, যাও।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[মন্ত্রী এবং ধনদাসের প্রস্থান।]

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা, এমন মহাই রত্ন কি আমার ভাগ্যে আছে? তা দেখি, বিধাতা কি করেন। ধনদাস অত্যন্ত সুচতুর মানুষ; ও যদি সুচারুরূপে এক কর্মটা নির্বাহ কত্যা না পারে, তবে আর কে পারবে?

(ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ।)

ধন। মহারাজ,—

রাজা। কি হে, তুমি যে আবার ফিরে এলে?

ধন। আজ্ঞা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা কথার ঐক্য হচে না। তারই জন্তে আবার রাজসম্মুখে এলেম।

রাজা। কি কথা?

ধন। আজ্ঞা, এ দাসের বিবেচনায় কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে নিলে ভাল হয়; কিন্তু মন্ত্রী এতে এই আপত্তি করেন যে, তা কত্যা গেলে অনেক অর্থের ব্যয় হবে।

রাজা। হা! হা! হা! বুদ্ধ হলে লোকের এমন বুদ্ধিই ঘটে! তবে মন্ত্রীর কি ইচ্ছা যে তুমি একলা যাও?

ধন। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

রাজা। কি লজ্জার কথা! একে ত মহারাজ ভীমসেন অত্যন্ত অভিমानी, তাতে এ বিষয়ে যদি কোন ত্রুটি হয়, তা হলেই বিপরীত ঘটে উঠবে।

ধন। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি ? এ দাসও তাই বলছিল

রাজা। আচ্ছা—তুমি মন্ত্রীকে এই কথা বলগে, তিনি তো সন্ধে এক শত অশ্ব, পাঁচটা হস্তী, আর এক সহস্র পদাতিক প্রেরণ করেন। বিষয়ে কৃপণতা কল্যাণে কাঁচ হবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি প্রতাপে ইন্দ্র, ধনে কুবের, আর বুদ্ধেও স্বয়ং বৃহস্পতি অবতার! বিবেচনা করে দেখুন, যখন সুরপতি বাসব সাগর মন্থন করো অমৃতলাভের বাসনা করেছিলেন, তখন কি তিনি সে বৃহৎ ব্যাপারে একলা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ?

রাজা। দেখ, ধনদাস,—

ধন। আজ্ঞা করুন—

রাজা। যেমন নলরাজা রাজহংসকে দময়ন্তীর নিকটে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনি পাঠাচ্ছি। দেখ, ধনদাস, আমার কৰ্ম্ম যেন নিফল না হয়।

ধন। মহারাজ, আপনার কৰ্ম্ম সাধন কত্রে যদি প্রাণ যায়, তাতেও এ দাস প্রস্তুত ; কিন্তু রাজচরণে একটি নিবেদন আছে।

রাজা। কি ?

ধন। মহারাজ, নলরাজা যে হংসকে দূত করে পাঠিয়ে গেলেন, তার সোনার পাখা ছিল ; এ দাসের কি আছে, মহারাজ ?

রাজা। (সহাস্ত্র বদনে) এই নাও। তুমি এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর।

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ!

রাজা। তবে আর বিলম্ব কেন ? তুমি মন্ত্রীর নিকট গিয়ে, অতুই যাতে যাত্রা করা হয়, এমন উদ্ভোগ করগে। যাও, আর বিলম্ব করো না। আমি এখন বিলাসকাননে গমন করি।

ধন। (স্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, গমন কর। আমার যা কৰ্ম্ম তা হয়েছে। (পরিক্রমণ) ধনদাস বড় সামান্য পাত্র নন। কোথায় উদয়পুরের একজন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত করা হলো ; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় করে বিলম্ব অর্থ সংগ্রহ করলেন ! এ কি সামান্য বৃদ্ধির কৰ্ম্ম ! হা ! হা ! হা ! বিশ সহস্র মুদ্রা ! হা ! হা ! হা ! মধ্যে থেকে আবার এই অঙ্গুরীটিও লাভ হয়ে গেল। (অবলোকন করিয়া)

আহা! কি চমৎকার মণিখানি! আমার প্রপিতামহও এমন বহুমূল্য মণি কখন দেখেন নাই! যা হোক, ধন্য ধনদাস! কি কৌশলই শিখেছিল! জ্যোতির্বেত্তারা বলে থাকেন যে গ্রহদল রবিদেবের সেবা করে তাঁর প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন; আমরাও রাজ-অম্লচর; তা আমরা যদি রাজপুজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব? তা এই ত চাই! আরে, এ কালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে! কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয়; কখন বা অহেতু দোষারোপ কতো হয়; কারো বা দুটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয় আর কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয়; এই ত সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ, যেমন করো হোক, আপনার কার্য উদ্ধার করা চাই! তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে, সেটা কি মাল্লুষ? হুঁঃ! তার মন তো বেঞ্জার দ্বার বলোই হয়! কোন আবরণ নাই। যার ইচ্ছা সেই প্রবেশ কতো পারে! একরূপ লোকের ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার আর পরকালে—পরকাল কি? পরকালে বাপ নির্বংশ—আর কি! হা! হা! যাই, অগ্রে ত টাকাগুলো হাত করিগে; পরে একবার মন্ত্রী কাছে যেতে হবে। আঃ, সেটা আবার এক বিষম কটক! ভাল, দেখা যাক, মন্ত্রীভায়ার কত বুদ্ধি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—বিলাসবতীর গৃহ

(বিলাসবতী ।)

বিলা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে আজ এত বিলম্ব কটোন, এর কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল—আমি এ লম্পট জগৎসিংহের প্রতি এত অম্লরাগিনী হলেম কেন? এ নবযৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস করবো, মনে করেছিলাম, পোড়া মদনের কৌশলে আমিই আবার তাঁর দাসী হলেম যে! আমি কি পাখীর মতন আহারের অন্বেষণে জালে পড়লেম? তা না হলে রাজাকে না দেখে আমার মনঃ এত চঞ্চল হয় কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস)

রাজার আসবার ত সময় হয়েছে ; আমাকে আজ কেমন দেখাচো কে জানে ?
(দর্পণের নিকট অবস্থিত ।)

(মদনিকার প্রবেশ ।)

(প্রকাশে) ওলো মদনিকে, একবার দেখত, ভাই, আমার মুখখানা আজ আরসিতে কেমন দেখাচো ?

মদ। আহা, ভাই, যেন একটি কনকপদ্ম বিমল সরোবরে ফুটে রয়েছে ! তা ও সব মরুক্ গে যাক ! এখন আমি যে কথা বলতে এলেম, তা আগে মন দিয়ে শোন।

বিলা। কি, ভাই ? মহারাজ বুদ্ধি আসচেন ?

মদ। আর মহারাজ ! মহারাজ কি আর তোমার আছেন যে আসবেন ?

বিলা। কেন ? কেন ? সে কি কথা ? কি হয়েছে, শুনি—

মদ। আর শুনবে কি ? ঐ যে ধনদাস দেখচো, ওকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ও পোড়ারমুখের মতন বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর ছুটি আছে ?

বিলা। কেন ? সে কি করেছে ?

মদ। কি আর করবে ? তুমি যত দিন তার উপকার করেছিলে, তত দিন সে তোমার ছিল ; এখন সে অত পথ ভাবচে।

বিলা। বলিস্ কি লো ? আমি ত তোর কথা কিছুই বুঝতে পাল্যো না।

মদ। বুঝবে আর কি ? তুমি উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের নাম শুনেছ ?

বিলা। শুনবো না কেন ? তিনি ইন্দুকুলের চূড়ামণি ; তাঁর নাম কে না শুনেছে ?

মদ। তোমার প্রিয় বন্ধু ধনদাস সেই রাজার মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্ছে।

বিলা। এ কথা তোকে কে বললে ?

মদ। কেন ? এ নগরে তুমি ছাড়া বোধ হয়, এ কথা সকলেই জানে ! ধনদাস যে স্বয়ং কাল সকালে পত্র কত্যা উদয়পুরে যাত্রা করবে। ও কি ও ? তুমি যে কাঁদতে বসলে ? হি। হি। এ কথা শুনে কি কাঁদতে হয় ? মহারাজ ত আর তোমার স্বামী নন, যে তোমার সতীনের ভয় হলো ?

বিলা। যা, তুই এখন যা—(রোদন)।

মদ। ও মা! এ কি? তোমার চক্ষের জল যে আর থাকে না! কি আপদ। আমি যদি, ভাই, এমন জানতেম, তা হলে কি আর এ কথা তোমাকে শোনাই?—ঐ যে ধনদাস এ দিকে আসচে। দেখ, ভাই, তুমি যদি এ বিষয় নিবারণ কতো চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল চক্ষের জল ফেললে কি হবে? তোমার চক্ষের জল দেখে কি মহারাজ ভুলবেন, না ধনদাস ডরাবে?

বিলা। আয়, ভাই, তবে আমরা একটু সরে দাঁড়াই। ঐ ধনদাস আসচে। দেখি না, ও এখানে এসে কি করে? (অন্তরালে অবস্থিতি)।

(ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। (স্বগত) হা! হা! মন্ত্রীভায়া আমার সঙ্গে অধিক সৈন্য পাঠাতে নিতান্ত অসম্মত ছিলেন; কিন্তু এমনি কৌশলটি করলেম যে ভায়া আমার মতেই শেষ মত দিতে হলো! হা! হা! রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের কাঁদে সকলকেই পড়তে হয়! শর্মা আপন কর্মটি ভোলেন না! এই ত আপাততঃ সৈন্যদলের ব্যয়ের জন্তে যে টাকাটা পাওয়া যাবে, সেটা হাত কতো হবে; আর পথের মধ্যে যেখানে যা পাব, তাও ছাড়া হবে না। এত লোক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কি? (চিন্তা করিয়া) বিলাসবতীর উপর মহারাজের যে অমুরাগটি ছিল, তার ত দিন দিন হ্রাস হয়ে আসছে। এখন আর কেন? এর দ্বারায় ত আমার আর কোন উপকার হতে পারে না। তবে কি না—স্ত্রীলোকটা পরমসুন্দরী। ভাল—তা একবার দেখাই যাক না কেন? (প্রকাশে) কৈ হে? বিলাসবতী কোথায়? কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না?

(বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ।)

বিলা। কি হে, ধনদাস? তবে কি ভাবছিলে, বল দেখি শুনি?

ধন। আর কি ভাববো, ভাই? তোমার অপরূপ রূপের কথাই ভাবছিলেম।

বিলা। আমার অপরূপ রূপের কথা? এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিলে, বল দেখি?

ধন। আর কে শিখিয়ে দেবে, ভাই? আমার এই চক্ষু ছুটিই শিখিয়ে দিয়েছে।

বিলা। বেশ! বেশ! ওহে ধনদাস, তুমি যে একজন পরম রসিক পুরুষ হয়ে পড়লে হে?

ধন। আর ভাই, না হয়ে করি কি? দেখ, গৌরীর চরণ স্পর্শে একটা পাশাণ মহারাজের শোভা পেয়েছিল, তা এ ধনদাস ত তোমারই দাস!

বিলা। ভাল ধনদাস, তুমি নাকি মহারাজের কাছে একখানা চিত্রপট বিশ হাজার টাকায় বিক্রী করেছ?

ধন। আঁ—তা—না! এ—এ কথা তোমাকে কে বললে?

বিলা। যে বলুক না কেন? এ কথাটা সত্য ত?

ধন। না, না। এমন কথা তোমাকে কে বললে? তুমিও যেমন ভাই! আজকাল বিশ হাজার টাকা কে কাকে দিয়ে থাকে?

বিলা। এ আবার কি? তুমি ভাই, এ অঙ্গুরীটি কোথায় পেলে?

ধন। (স্বগত) আঃ, এ মাগী ত ভারি জ্বালাতে আরম্ভ কল্যে হে? (প্রকাশে) এ অঙ্গুরীটি মহারাজ আমাকে রাখতে দিয়েছেন।

বিলা। বটে? তাই ত বলি! ভাল, ধনদাস, মরুভূমি আকাশের জল পেলে যেমন যত্নে রাখে, বোধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্তু পেলে তেমনি যত্নে রাখ না?

ধন। কে জানে, ভাই? তুমি এ কি বল, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

বিলা। না—তা পারবে কেন? তোমার মতন সরল লোক ত আর ছুটি নাই। আমি বলছিলাম কি, যে মরুভূমি যেমন জল পাবামাত্রই তাকে একবারে শুষে নেয়, তুমিও রাজার কোন জব্বাদি পেলে ত তাই কর? সে যাক মেনে; এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি নাকি উদয়পুরের রাজকন্টার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যো?

ধন। (স্বগত) কি সর্বনাশ! এ বাঘিনী আবার এ সব কথা কেমন করে শুনলে?

বিলা। কি গো ঘটক মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন?

ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে বললে বল ত?

বিলা। মিছে কথা বৈ কি? আমি তোমার ধুস্তপনা এত দিনে বিলক্ষণ করে

টের পেয়েছি ; তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছ, আর আমাকে যে সব কথা বলেছ, সে সব মহারাজ শুনলে, তোমাকে উদয়পুরে ঘটকালি কত্যা না পাঠিয়ে, একেবারে যমপুরে পাঠাতেন ! তা তুমি জান ?

ধন। তা এখন তুমি বলবেই ত ? তোমার দোষ কি, ভাই ? এ কালের ধর্ম ! এ কলিকাল কি না ? এ কালে যার উপকার কর, সে আবার অপকার করে ! মনে করে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কি ছিলে, আর কি হয়েছে ! এখন যে তুমি এই রাজ-ইন্দ্রাণীর সুখভোগ কচো, সেটি কার প্রসাদে ? তা এখন আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে কেন ? তুমি যদি আমার অপবাদ না করবে, ত আর কে করবে ? তুমিও ত একজন কলিকালের মেয়ে কি না :

বিলা। হাঁ—আমি কলিকালের মেয়ে বটে ; কিন্তু তুমি যে স্বয়ং কলি অবতার ! তুমি আমাকে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাও, কিন্তু সে সব কথা তুমি আপনি একবার মনে করে দেখ দেখি। তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ম নষ্ট করালে ? আমি যদিও হুঃখী লোকের মেয়ে, তবুও ধর্মপথে ছিলাম। এখন, ধনদাস, তুমিই বল দেখি, কোন্ হুঃষ্ট বেদে এ পাখীটিকে কাঁদ পেতে ধরে এনে এ সোনার পিঞ্জরে রেখেছে ? (রোদন।)

ধন। (স্বগত) এ মেয়েমানুষটিকে আর কিছু বলা ভাল হয় না ; এ যে সব কথা জানে, তা মহারাজ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না। (প্রকাশে) আমি ত ভাই তোমার হিত বৈ অহিত কখন করি নাই ; তা তুমি আমার উপর এ বৃথা রাগ কর কেন ?

বিলা। এ বিবাহের কথা তবে কে তুললে ?

ধন। তা আমি কেমন করে জানবো ?

বিলা। কেমন করে জানবে ? তুমি হচ্যো এর ঘটক, তুমি জানবে না ত আর কে জানবে ?

ধন। হা ! হা ! তোমাদের মেয়েমানুষের এমনি বুদ্ধিই বটে ! আর আমি যে ঘটক হয়েছি, সে কেবল তোমার উপকারের জন্তে বৈ ত নয় ! তুমি কি ভেবেছ, যে আমি গেলে আর এ বিবাহ হবে ? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক ! তার পর তখন টের পাবে, ধনদাস তোমার কেমন বন্ধু।

নেপথ্যে। ওগো, ধনদাস মহাশয় এ বাড়ীতে আছেন ? মহারাজ তাঁকে একবার ডাকচেন।

ধন। ও শোন! আমি ভাই, এখন বিদায় হই। তুমি এ বিষয়ে কোন মতেই ভাবিত হইও না। যদিও মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবু আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে এই নবযৌবন আর রূপ, এ মনপতির ভাণ্ডার! (স্বগত) এখন রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও; আমি ত এই তোমার মাথা খেতে ছালাম।

[প্রস্থান।]

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ও স্বগত) এখন কি যে অদৃষ্টে আছে কিছুই বলা যায় না! কৈ? মহারাজ ত আজ আর এলেন না।

(মদনিকার পুনঃপ্রবেশ।)

মদ। কেমন, ভাই? আমি যা বলেছিলেম, তা সত্য কি না? তবে এখন এর উপায় কি? এ বিবাহ হলে, তুমি চিরকালের জেছো গেলে।

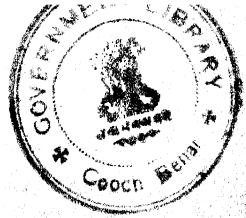
বিলা। আর উপায় কি?

মদ। উপায় আছে বৈ কি? ভাবনা কি? ধনদাস ভাবে যে ওর মতন সুচতুর মানুষ আর ছুটি নাই; কিন্তু এইবার দেখা যাবে ও কত বুদ্ধি ধরে। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ও ছুটকে ঠকান বড় কথা নয়।

বিলা। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

ইতি প্রথমাক্ষ।



দ্বিতীয়াক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজগৃহ।

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ ।)

অহ। ভগবতি, আমার দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন ! আমি যে বেঁচে আছি, সে কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে বৈ ত নয় ! আহা ! মহারাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় ! ভগবতি, আমরা কি পাপ করেছি, যে বিধাতা আমাদের প্রতি একেবারে এত বাম হলেন !

তপ। রাজমহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। সংসারের নিয়মই এই। কখন সুখ, কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আছেই ত ! লোকে বাকে রাজভোগ বলে, সে যে কেবল সুখভোগ, তা নয়। দেখুন, যে সকল লোক সাগর-পথে গমনাগমন করে, তারা কি ঈর্ষদাই শাস্ত্র বায়ু সহযোগে যায়। কত মেঘ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি, সময়বিশেষে যে তাদের গতি রোধ করে, তার কি সংখ্যা আছে ?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, সেই প্রলয় ঝড় যে দেখেছে, সেই জানে, যে সে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ ! আপনি যদি আমাদের দুঃখবস্তার কথা শোনেন, তা হলো—

তপ। দেবি, আমি চির-উদাসিনী। এ ভবসাগরের কল্লোল আমার কর্ণকুহরে প্রায়ই প্রবেশ কতে পারে না ! তবে যে—

অহ। (অতি কাতরভাবে) ভগবতি, মহারাজের বিরস বদন দেখলে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না ! আহা ! সে সোনার শরীর একেবারে যেন কালি হয়ে গেছে ! বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা !

তপ। মহিষি, সুবর্ণকাস্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জ্বল হয় ! তা আপনাদের এ দুঃখবস্থা আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখন হ্রাস করবে না ! দেখুন, স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি পর্য্যন্ত ক্লেশ না সহ করেছিলেন !

অহ। ভগবতি, আমার বিবেচনায় এ রাজভোগ করা অপেক্ষা হাথজীবন বনবাস করা ভাল। রাজপদ যদি সুখদায়ক হতো, তা হলে কি আর ধর্মরাজ, রাজ্যত্যাগ করে মহাশত্রুর প্রবৃত্ত হতেন।

তপ। হাঁ—তা সত্য বটে। ভাল, রাজমহিষি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; বলি, আপনারা রাজকুমারীর বিবাহের বিষয়ে কি স্থির করেছেন, বলুন দেখি?

অহ। আর কি স্থির করবো? মহারাজের কি সে সব বিষয়ে মন আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আপনাকে আর কি বলবো, আমি এমন একটু সময় পাই না, যে মহারাজের কাছে এ কথাটিরও প্রসঙ্গ করি।

তপ। সে কি মহিষি? এ কর্মে অবহেলা করা ত কোন মতেই উচিত হয় না। শূকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার যৌবনকাল উপস্থিত; তা তার এ সময় বিবাহ না দিলে, আর কবে দেবেন?—ঐ না মহারাজ এই দিকে আসছেন?

অহ। ভগবতি, একবার মহারাজের মুখপানে চেয়ে দেখুন! হে বিধাতঃ, এ হিন্দুকুলসূর্য্যাকে তুমি এ রাজগ্রাস হত্যে কবে মুক্ত করবে? হায়, এ কি প্রাণে সয়! (রোদন।)

তপ। দেবি, শাস্ত হউন! আপনার এ সময়ে এত চঞ্চলা হওয়া উচিত নয়। মহারাজ আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে যে কত দূর ক্ষুব্ধ হবেন, তা আপনিই বিবেচনা করুন!

অহ। ভগবতি, মহারাজের এ দশা দেখলে কি আর বাঁচতে ইচ্ছা হয়! হে বিধাতঃ, আমি কোন্ জন্মে কি পাপ করোছিলাম, যে তুমি আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে? (রোদন।)

তপ। (স্বগত) আহা! পতির দুঃখ দেখে পতিপরায়ণা স্ত্রী কি স্থির হতো পারে? (প্রকাশে) মহিষি, আপনি এখন একটু সরে দাঁড়ান, পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবেন। (হস্ত ধরিয়া) আসুন, আমরা দুজনেই একবার সরে দাঁড়াই গে। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(ভূত্যসহিত রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ।)

রাজা। রামপ্রসাদ!—

ভূত্য। মহারাজ!

রাজা। এই পত্র কথানা সত্যদাসকে দে আয়। আর দেখ, তাঁকে বলিস্, যে এ সকলের উত্তর যেন আজিই পাঠিয়ে দেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা। উত্তরের মর্ম্ম যা যা হবে, তা আমি প্রতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে বিধাতঃ, একেই কি লোকে রাজভোগ বলে।

তপ। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ, চিরজীবী হউন।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, বহুদিনের পর আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলাম, তার আর কি বলবো? রাজমহিষী কোথায়? তাঁকে যে এখানে দেখ্‌চি নে?

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি, আবার এখনি আসবেন।

রাজা। ভগবতি, আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা—আমি তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করেছিলাম। মহারাজের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল ত?

রাজা। এই যেমন দেখছেন। ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে রাজলক্ষ্মী এখনও এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এর পর থাকবেন কি না, তা বলা দুষ্কর।

তপ। মহারাজ, এমন কথা কি বলতে আছে? মন্দাকিনী কি কখন শৈলরাজগৃহ পরিত্যাগ করেন; কমলা এ রাজভবনে ত্রেতাযুগ অবধি অবস্থিতি কচেন। পরংকালের শব্দীর স্রায় বিপদমেঘ হতো পুনঃ পুনঃ মুক্তা হয়ে পৃথিবীকে আপন শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপুল রাজকুল কি কখন ক্রীড়ন্ত হতে পারে? আপনি এমন কথা মনেও করবেন না।

(অহল্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ।)

আম্বন, মহিষী আম্বন।

অহ। (রাজার হস্ত ধরিয়া) নাথ, এত দিনের পর যে একবার অন্তঃপুরে পদার্পণ কল্যে, এও এ দাসীর পরম সৌভাগ্য।

রাজা। দেবি, আমি যে তোমার কাছে কত অপরাধী আছি, তা মনে কল্যে

অত্যন্ত লজ্জা হয়। কিন্তু কি করি? আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছাকৃত দোষে দোষী নই। তা এসো, প্রিয়ে বসো। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসন পরিগ্রহ করুন। (সকলের উপবেশন।)

(ভূত্যের পুনঃ প্রবেশ।)

ভূত্য। ধর্মাবতার, মন্ত্রীমহাশয় এই পত্রখানি রাজসম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজা। কৈ? দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) আঃ, এত দিনের পর, বোধ হয়, এ রাজ্য কিছু কালের জন্তে নিরাপদ হলো।

[ভূত্যের প্রস্থান।]

অহ। নাথ, এ কি প্রকারে হলো?

রাজা। মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে একপ্রকার সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করেছেন, যে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পোলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। দেবি, এ সংবাদে রাজা দুর্ঘোষনের মতন আমার হৃদযিহাদ হলো। শত্রুবলস্বরূপ প্রাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যো, এ হর্ষের বিষয় বটে; কিন্তু যে হেতুতে ত্যাগ কল্যো, সে কথাটি মনে হল্যো আমার আর এক দণ্ডের জন্তেও প্রাণধারণ কতো ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়! হায়! আমি ভূবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে এক জন ছুট, লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্যরক্ষা কতো হলো? শিক্ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে?

তপ। মহারাজ, আপনি ত সকলই অবগত আছেন। ছাপরে চন্দ্রবংশপতি যুধিষ্ঠির বিরাট রাজ্যের সভাসদপদে নিযুক্ত হয়ে কালযাপন করেন। এই সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি নলও সারথিপদ গ্রহণ করেছিলেন। তা এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়।

রাজা। আন্তা, হাঁ, তার সন্দেহ কি?

অহ। মহারাষ্ট্রের অধিপতি যে সসৈন্তে স্বদেশে গেলেন, এ কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের অমুগ্রহে।

রাজা। (সহাস্ত বদনে) দেবি, তুমি কি ভেবেছ, যে ও নরাদম আমাদের একেবারে পরিত্যাগ করে গেল? বিড়াল একবার যেখানে ছুধের গন্ধ পায়, সে স্থান কি আর ছাড়তে চায়? ধনের অভাব হল্যোই ও যে আবার আসবে, তার সন্দেহ নাই।

তপ। মহারাজ, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের কৰ্ত্তা, তিনিই আপনাকে ভবিষ্যতে রক্ষা করবেন ; আপনি সে বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হবেন না।

অহ। নাথ, এ জঞ্জাল ত এক প্রকার মিটে গেল। এখন তোমার কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে মনোযোগ কর।

রাজা। তার জন্মে এত ব্যস্ত হবার আবশ্যক কি ?

অহ। সে কি, নাথ ? এত বড় মেয়ে হলো, আরো কি তাকে আইবড় রাখা যায় ? (নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি ।)

রাজা। এ কি ? আহা ! এ বংশীধ্বনি কে কচ্যে ?

অহ। (অবলোকন করিয়া) ঐ যে তোমার কৃষ্ণা তার সখীদের সঙ্গে উঠানে বিহার কচ্যে !

তপ। আহা, মহারাজ, দেখুন, যেন বনদেবী আপন সহচরীগণ লয়ে বনে ভ্রমণ কচোন !

অহ। নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছা যে কোন পাষণ্ড মবন এসে এই কমলটিকে এ রাজসরোবর থেকে তুলে নে যায় ?

রাজা। সে কি, প্রিয়ে ?

অহ। মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি, কিম্বা অগ্র কোন যবনরাজ, জনরববশতঃ বায়ুসহযোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে ? কেন, তোমার পূর্বপুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনীদেবীর কথা তুমি কি বিস্মৃত হলে ? (নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি ।)

রাজা। আহা ! কি মধুর ধ্বনি !

(নেপথ্যে গীত ।)

[ধানী মৃগতানী—কাঙগানী]

শুনিয়ে মোহন, মুরলী গান।

করি অলুমান, গেল বুঝি কুলমান।

প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে,

ধৈর্য মন না ধরে ;

সাধ সতত হয় শ্রাম দরশনে,

লাজ ভয় হলো অবসান।

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

নারি, সহচরী, রহিতে ভবনে,

ত্রিভঙ্গ শ্রাম বিহনে,

চিত যে বঞ্চিত তুরিত মিলনে,

না দেখি তাহার সুবিধান ॥

তপ। আ, মরি, মরি! কি সুধাবর্ষণ! মহারাজ, আমরা তপোবনে কখন কখন এইরূপ সুস্বর আকাশমার্গে শুনে থাকি! তাতে করে আমার জ্ঞান ছিল, যে সুরসুন্দরী ভিন্ন এ স্বর অস্ত্রের হয় না।*

রাজা। আহা, তাই ত! ভাল, মহিষি, কৃষ্ণার এখন বয়েস কত হলো।

অহ। সে কি, মহারাজ? তুমি কি জান না? কৃষ্ণা যে এই পোনেরতে পা দিয়েছে!

তপ। মহারাজ, এ কলিকালে স্বয়ম্বরের প্রথাটা একেবারেই উঠে গেছে; নতুবা আপনার এ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ লোভে এত দিন সহস্র সহস্র রাজা এসে উপস্থিত হতেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে স্ত্রী আছে! এ দেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হলো, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই ত এ বিশ্বাস হয় না! জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন গবগাছু-তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ হতে কখন অব্যাহতি পাবো?

অহ। হা অদৃষ্ট! এখন কি আর সে কাল আছে? স্বয়ম্বরসমারোহ নূরে থাকুক, এখন যে রাজকুলে সুন্দরী কন্যা জন্মে, সে কুলের মান রক্ষা করা ভার।

তপ। তা সত্য বটে। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। মহারাজ, ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না বসুধাকে বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ পুণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন? অত্যাধি চন্দ্রসূর্যের উদয় হচে, এখনও এক পাদ ধর্ম আছে।

রাজা। আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। দেবি, তুমি কৃষ্ণাকে একবার এখানে ডাক ত। আহা! অনেক দিন হলো, মেয়েটিকে ভাল করে দেখি নাই।

অহ। এই যে ডেকে আনি।

কৃষ্ণকুমারী নাটক

তপ। মহিষি, আপনার যাবার আবশ্যক কি ? আমিই যাচ্ছি।

অহ। (উঠিয়া) বলেন কি, ভগবতি ? আপনি যাবেন কেন ?

রাজা। (অবলোকন করিয়া) আর কাকেও যেতে হবে না। ঐ দেখ, কৃষ্ণা আপনিই এই দিকে আসচে।

তপ। আহা! মহারাজ, আপনার কি সৌভাগ্য! মহিষি, আপনাকেও আমি শত ধন্যবাদ দি, যে আপনি এ দুর্ভাগ রত্নটিকে লাভ করেছেন। আহা! আপনি কি স্বয়ং উমাকে গর্ভে ধরেছেন! আপনারা যে পূর্বজন্মে কত পুণ্য করেছিলেন, তার সংখ্যা নাই।

অহ। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে) ভগবতি, এখন এই আশীর্বাদ করুন, যেন মেয়েটি স্বচ্ছন্দ থাকে। ওর রূপলাবণ্য, সচ্চরিত্র, আর বিভাবৃদ্ধি দেখে, আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা বলতে পারি নে।

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ।)

এসো, মা এসো। মা, তুমি কি ভগবতী কপালকুণ্ডলাকে চিনতে পাচ্ছে না ?

কৃষ্ণা। ভগবতীর স্ত্রীচরণ অনেক দিন দর্শন করি নাই, তাইতে, মা, ওঁকে প্রথমে চিনতে পারি নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, আপনি এ দাসীর দোষ মার্জনা করুন।

তপ। বৎসে, তুমি চিরমুখিনী হও! (বাণীর প্রতি) মহিষি, যখন আমি তীর্থযাত্রায় যাই, তখন আপনার এ কনকপদ্মটি মুকুল মাত্র ছিল।

রাজা। বসো, মা, বসো। তুমি ও উত্তানে কি করছিলে, মা ?

কৃষ্ণা। (বসিয়া) আজ্ঞা, আমি ফুলগাছে জল দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় যে নূতন তানটি আজ শিখিয়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস করছিলাম। পিতঃ, আপনি অনেক দিন আমার উত্তানে পদার্পণ করেন নাই, তা খাজ একবার চলুন! আহা! দেখানো যে কত প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে কত আনন্দিত হবেন এখন।

অহ। ওটি কি ফুল, মা ?

কৃষ্ণা। মা, এটি গোলাব; আমার ঐ উত্তান থেকে তোমার জন্তে তুলে এনেছি। (মাতার হস্তে অর্পণ।)

রাজা। পূর্বকালে এ পুষ্প এ দেশে ছিল না। যে সর্পের সহকারে আমরা এ মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্ছে।

(দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুম্ভমরত্ন ছুটি যবনেরাই এ দেশে আনে ! (দূরে
 ছন্দুভিধ্বনি ।)

সকলে । (চকিতে) এ কি ?

রাজা । রামপ্রসাদ !

নেপথ্যে । মহারাজ !

(ভূত্যের পুনঃ প্রবেশ ।)

রাজা । দেখ, এ ছন্দুভিধ্বনি হচে কেন ?

ভূত্য । যে আজ্ঞা, মহারাজ !

[প্রস্থান ।

রাজা । এ আবার কি বিপদ উপস্থিত হলো, দেখ ? মহারাত্রিপতি সন্ধি
 অবহেলা করে, আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন না কি ? (উঠিয়া) আঃ, এ ভারত-
 ভূমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে !
 আমি শুনেছি যে কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে ; তা এ
 দেশেরও কি সেই দশ ঘটলো ! হায় ! হায় !—

(ভূত্যের পুনঃ প্রবেশ ।)

কি সমাচার ?

ভূত্য । আজ্ঞা, মহারাজ, সকলই মঙ্গল । জয়পুরের অধিপতি রাজা
 জগৎসিংহ রায় রাজসম্মুখে কোন বিশেষ কার্যের নিমিত্তে দূত প্রেরণ করেছেন ।

রাজা । বটে ? আঃ রক্ষা হোক ! আমি ভাবছিলাম, বলি বুঝি আবার কি
 বিপদ উপস্থিত হলো ।—জয়পুরের অধিপতি আমার পরম আত্মীয় । জগদীশ্বর
 করুন, যেন তিনি কোন বিপদগ্রস্ত হয়ে আমার নিকটে দূত না পাঠিয়ে থাকেন ।
 (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আমাকে এখন বিদায় দিন । (রাণীর প্রতি)
 প্রেয়সি, আমাকে পুনরায় রজসভায় যেতে হলো ।

অহ । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) জীবিতেশ্বর, এ অধীনীর এমন
 কি সৌভাগ্য, যে ক্ষণকালও নাথের সহবাসসুখ লাভ করে !

রাজা । দেবি, এ বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বুধা ! লোকে থাকে,
 নরনাতি বলে, বিশেষ বিবেচনা করে দেখলে, সে নরদাস বৈ নয় । অভ্যর্থনা

যার এত লোকের সম্ভাষণ কতো হয়, সে কি তিলাঙ্কের নিমিত্তেও বিজ্ঞান কতো পারে !

[ভৃত্যের সহিত প্রস্থান ।

অহ। ভগবতি, চলুন, তবে আমরাও যাই। (কৃষ্ণার প্রতি) এসো, না—আমরা তোমার পুষ্পাঙ্গানে একবার বেড়িয়ে আসিগে।

কৃষ্ণা। যাবে, মা ? চল না।—দেখ, মা, আজ পিতা একবার আমার উদ্যানটি দেখলেন না ?

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজপথ ।

(পুরুষবেশে মদনিকার প্রবেশ ।)

মদ। (স্বগত) হা ! হা ! হা ! তোমার নাম কি, ভাই ? আমার নাম মদনমোহন। হা ! হা ! হা !—না না ;—এমন করে হাসলে হবে না। (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বড় চমৎকার বেশটা হয়েছে, যা হোক ! কে বলে যে আমি বিলাসবতীর সখী মদনিকা ? হা ! হা ! হা !—দূর হোক !—মনে করি যে হাসবো না ; আবার আপনা আপনি হাসি পায়। ধনদাস স্বয়ং ধূর্ভূড়ামণি ; সে যখন আমাকে চিনতে পারে নাই, তখন আর ভয় কি ?—বিলাসবতীর নিতাস্ত ইচ্ছা যে এ বিবাহটা কোন মতে না হয় ; তা হলে ধনদাসের মুখে এক প্রকার চূণকালি পড়ে। দেখা যাক, কি হয়। আমি ত ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আবার রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর নামে জাল কর্যে এক পত্রও লিখেছি। হা ! হা ! হা ! পত্রখানা যে কৌশল কর্যে লেখা হয়েছে, মানসিংহ তা পাবা মাত্রেই কৃষ্ণার জন্তে একবারে অস্থির হবে। রুজ্বিগীদেবী, শিশুপালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্তে, যত্নপতিকে যেরূপ মিনতি কর্যে পত্র লিখেছিলেন, আমরাও সেইরূপ কর্যে লিখে দিয়েছি। এখন দেখা যাক, আমাদের এ শিশুপালের ভাগ্যে কি ঘটে ? ঐ যে ধনদাস মন্ত্রী সঙ্গে এ

দিকে আসচে। আমি ঐ মন্ত্রীকে বিলাসবতীর কথা যে করো বলেছি, বোধ হয়, এর মন আমাদের রাজার উপর সম্পূর্ণ চটে গেছে। দেখি না, ওদের কি কথোপকথন হয়। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। মন্ত্রীমহাশয়, যৌবনাবস্থায় লোকে কি না করে থাকে? তা আমাদের নরপতি যে কখন কখন ভগবান্ কন্দর্পের সেবক হন, সে কিছু বড় অসম্ভব নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়েস। বিশেষতঃ, আপনিই বলুন দেখি, বড় বড় ঘরে কি কাণ্ড না হচ্যে?

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে! কিন্তু আমি শুনেছি, যে জয়পুরের অধিপতি বিলাসবতী নামে একটা বারবিলাসিনীর এত দূর বাধ্য, যে—

ধন। হা! হা! বলেন কি মহাশয়? অলি কি কখন কোন ফুলের বাধ্য হয়ে থাকে?

সত্য। মহাশয়, আমি শুনেছি, যে এই বিলাসবতী বড় সমান্ত্র পুষ্প নয়!

ধন। (স্বগত) তা বড় মিথ্যা নয়! নৈলে কি আমার মন টলে! (প্রকাশে) আজ্ঞা, আপনাকে এ কথা কে বলো? সে একটা সামান্য জ্ঞী, আজ আছে, কাল নাই।

সত্য। মহাশয়, রাজনন্দিনী কৃষ্ণা রাজকুলপতি ভীমসিংহের জীবন-স্বরূপ। তা তিনি যে এ সব কথা শুনলে, এ বিবাহে সম্মত হন, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

ধন। কি সর্বনাশ! মহাশয়, এ কথা কি মহারাজের কর্ণগোচর করা উচিত?

সত্য। আজ্ঞা, তা ত নয়; কিন্তু জনরবের শত রসনা কে নিরস্ত করবে? এ বিবাহের কথা প্রচার হলো যে কত লোকে কত কথা কবে, তার কি আর সংখ্যা আছে?

ধন। মহাশয়, চক্ষে কলঙ্ক আছে বলে কি কেউ তাঁকে অবহেলা করে?

সত্য। আজ্ঞা, না। কিন্তু এ ত সেরূপ কলঙ্ক নয়। এ যে রাহুগ্রাস! এতে আপনাদিগের নরপতির জীবন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা।

ধন। (স্বগত) এ ত বিষম বিজ্ঞাট! বিজ্ঞাটই বা কেন? ধরক আমারই উপকার। মহারাজ যদি এ সারিকাটিকে পিঞ্জর খুলে ছেড়ে দেন, তা হলে আর পায় কে? আমি ত কীদ পেতেই বসে আছি।

সত্য। মহাশয় যে নিরুন্তর হলেন?

ধন। আজ্ঞা—না; ভাবছি কি বলি, এ তুচ্ছ বিষয়ে যদি আপনার এত দূর বিরাগ জন্মে থাকে, তবে না হয় আমি মহারাজকে এই সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখি, যে তিনি পত্রপাঠমাত্রেই সে তুট্টা জ্বীকে দেশান্তর করেন। তা হলে, বোধ করি, আর কোন আপত্তি থাকবে না।

সত্য। আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর সুপরামর্শ কি আছে? রাজা জগৎসিংহ যদি এ কর্ম করেন তা হলে ত আর এ বিবাহের পক্ষে কোন বাধাই নাই।

ধন। আজ্ঞা, এ না করবেন কেন? তাত্ত্বের পরিবর্তে স্বর্ণ কে না গ্রহণ করে?

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হই। আপনিও বাসায় ঘেয়ে বিজ্ঞাম করুন। মহারাজার সহিত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে এখন।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) আমাদের মহারাজের সুখ্যাতিটি দেখছি বিলক্ষণ দেদীপ্যমান! ভাল, এই যে জনরব, একে কি নীরব করবার কোন পন্থাই নাই? কেমন করোই বা থাকবে? এর গতি মহানদের গতির তুল্য। প্রথমতঃ পর্বত-নির্ব্বার থেকে জল করে একটি জলাশয়ের সৃষ্টি হয়; তা থেকে প্রবাহ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে বেগবান হয়; পরে আর আর প্রোতের সহকারে মহাকায় ধারণ করে। এ জনরবের ব্যাপারও সেইরূপ। (মদনিকাকে দূরে দর্শন করিয়া) আহা হা! এ সুন্দর বালকটি কে হে? এটিকে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্ছে।—একে কি আর কোথাও দেখেছি? (প্রকাশে) ওহে ভাই, তুমি একবার এই দিকে এলো শু।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আপনি কি আজ্ঞা কচেন?

ধন। তোমার নাম কি, ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমার নাম মদনমোহন।

ধন। বাঃ, তোমার বাপ মা বুঝি তোমার রূপ দেখিই এ নামটি রেখেছিলেন ?
তুমি এখানে কি কর, ভাই ?

মদ। আজ্ঞা, আমি রাজসংসারে থেকে লেখাপড়া শিখি।

ধন। হুঁ ! মুক্তাফলের আশাতেই লোকে সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজসংসার
অর্থরসাকর। তা তুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর ? কেন ? তোমাদের
দেশে কি টোল নাই ? সে যা হোক, তুমি রাজনন্দিনী কৃষাকে দেখেছ ?

মদ। আজ্ঞা, দেখবো না কেন ? যারা চন্দ্রলোকে বাস করে, তাদের কি আর
অমৃত দেখতে বাকি থাকে ?

ধন। বাহবা, বেশ ! আচ্ছা ভাই, বল দেখি, তোমাদের রাজকুমারী দেখতে
কেমন ?

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয় ; কিন্তু তিনি বিলাসবতীর
কাছে নন।

ধন। অ্যা—কার কাছে নন ?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কিছু কাণে খাট বটে ?—বিলাসবতী ! বিলাসবতী !
শুনতে পেয়েছেন ?

ধন। অ্যা—বিলাসবতী কে ?

মদ। হা ! হা ! বিলাসবতী কে, তা কি আপনি জানেন না ? হা ! হা ! হা !

ধন। (স্বগত) কি সর্বনাশ ! তার নাম এ ছোঁড়া আবার কোথ থেকে
শুনলে ? (প্রকাশে) আমি তাকে কেমন করে জানবো ?

মদ। আঃ, আমার কাছে আর মিছে ছলনা করেন কেন ? আপনি মন্ত্রিবরকে
যা যা বলছিলেন, আমি তা সব শুনেছি।

ধন। (স্বগত) এ কথার আর অধিক আন্দোলন কিছু নয়। (প্রকাশে)
হা দেখ ভাই, আমার দিবা, তুমি যা শুনেছ, শুনেছ, কিন্তু অশ্রের কাছে এ কথার
আর প্রসঙ্গ করো না।

মদ। কেন ? তাতে হানি কি ?

ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু মেটাই খেতে দিচ্ছি, এ সব
রাজারাজ্জার কথায় তোমার থেকে কাজ কি ?

মদ। (সরোষে) তুমি ত ভারি পাগল হে। আমাকে কি কচি ছেলে
পেয়েছো, যে মিঠাই দেখিয়ে ভোলাবে ?

ধন। তবে বল, ভাই, তুমি কি পোলে সন্তুষ্ট হও ?

মদ। আচ্ছা, তোমার হাতে ঐ যে অঙ্গুরীটি আছে, ঐটি আমাকে দেও, তা হলে আমি আর কাকেও কিছু বলবো না।

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল বলছিলে ; আবার তুমিও পাগল হলে না কি ? এ নিয়ে তুমি কি করবে ? এ কি কাকেও দেয় ?

মদ। আচ্ছা, তবে আমি এই রাজমহিষীর কাছে যাই। (গমনোচ্ছত।)

ধন। ওহে ভাই, আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, রাগ ভরেই চলেযে যে ? একটা কথাই শুনে যাও। (স্বগত) এ কথা প্রচার হলো সব বিফল হবে। এখন কি করি ? এ অমূল্য অঙ্গুরীটিই বা দি কেমন করে !—কি করা যায় ? দিতে হলো !—হায় ! হায় ! এ অঙ্গুরীটি যে কত যত্নে মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেম,—আর ভাবলেই বা কি হবে ?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কাঁদছেন না কি ? হা ! হা ! হা !

ধন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! একটা শিশু আমাকে ঠকানো হে ? ছি ! ছি ! আর কি করি ? দি। ভাল, এ কর্মটা সফল কতো পাল্যে, রাজার নিকট বিলক্ষণ কক্ষিং পাবার সম্ভাবনা আছে। (প্রকাশে) এই নাও, ভাই। দেখো, ভাই, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।

মদ। (অঙ্গুরী লইয়া) যে আজ্ঞা—তবে আমি চলোম। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

ধন। (স্বগত) দূর ছোঁড়া হতভাগা ! আজ যে কি কুলগ্নে তোর মুখ দেখেছিলেম, তা বলতে পারি নে। আর কি হবে, যাই এখন বাসায় যাই।

[প্রস্থান।]

মদ। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) হা ! হা ! ধনদাসের দুঃখ দেখলে কেবল হাসি পায়। হা ! হা ! বেটা যেমনি ধূর্ত, তেমনি প্রতিফল হয়েছে !—এখনই হয়েছে কি ? একে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে, তা নৈলে আমার নামই নয়। তা এখন কেন যাই না ! একবার নারীবেশ ধরে রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে। ভাল, আমার পরিচয়টা কি দেব ? (চিন্তা করিয়া) হাঁ ! তাই ভাল ! মরুদেশের রাজা মানসিংহের দূতী। হা ! হা ! হা !

[প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজ-উত্থান।

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ ।)

তপ। মহিষি, এ পরম আহ্লাদের বিষয় বটে। জয়পুরের রাজবংশ ভগবান অংশুমালীর এক মহাতেজোময় অংশুস্বরূপ। তা মহারাজ জগৎসিংহ যে কৃষ্ণ-কুমারীর উপযুক্ত পাত্র, তার সন্দেহ নাই।

অহ। আচ্ছা, হাঁ ; এ কথা অবশ্যই স্বীকার কত্যা হবে।

তপ। আমি শুনেছি, যে রাজার অতি অল্প বয়েস ; আর তিনি এক জন পরম ধর্মপরায়ণ ও বিদ্যাসুহৃদী পুরুষ।

অহ। আপনার আশীর্বাদে যেন এ সকল সত্যই হয়। প্রলয় বড় কমলিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে ; কিন্তু মলয়সমীরণ বইলে তার শোভা যেন দ্বিগুণ বেড়ে উঠে ! "গুণহীন স্বামীর হাতে পড়লে কি জ্বালোকের জ্বী থাকে ? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! ভগবতি, আমি এই কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে যে কত দূর ব্যগ্র ছিলাম, তার আর কি বলবো ? কিন্তু এখন যে তার বিবাহ হচ্ছে, এ কথা আবার মনে উদয় হলে, আমার প্রাণটা যেন কেঁদে উঠে। (রোদন ।)

তপ। আহা ! মায়ের প্রাণ কি না ! হতেই ত পারে।

অহ। ভগবতি, আমার এ হৃদয়সরোবরের পদ্মটি কাকে দেবো ? কে তুলে লয়ে চলে যাবে ? আমি যে সারিকাটিকে এত দিন প্রাণপণে পালন কল্যোম, তাকে আমি কেমন করে পরের হাতে দেবো ? আমার এ আঁধার ঘরের মণিটি গেলে আমি কেমন করে প্রাণধারণ করবো ? (রোদন ।)

তপ। দেবি, এ সকল বিধাতার নিয়ম। যেখানে কষ্টা, সেখানেই এ যাতনা সম্বন্ধ কত্যা হয়। দেখুন, গিরীশমহিষী মেনকা সম্বৎসরের মধ্যে তাঁর উনার চন্দ্রানন কেবল তিনটি দিন বই দেখতে পান না ! তা ও চিন্তা বুঝা। চলুন, এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই। বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ রাজসভা থেকে উঠেছেন।

অহ। যে আচ্ছা—তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান ।]

(কৃষ্ণকুমারী এবং মন্মতিকার প্রবেশ ।)

কৃষ্ণা। বল কি, দূতি ? তোমার কথা শুনলে, আমার ভয় হয়। তুমি এত ক্রোশ পেয়ে এখানে এলে ?

মদ। রাজনন্দিনি, পোষা পাখী পিঞ্জর থেকে উড়ে বেরুলে, যেমন বনের পাখীসকল তার পশ্চাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশা ঘটেছিল। কিন্তু আপনার চন্দ্রবদন দেখে, আমি সে সব হুঃখ এতক্ষণে ভুললেম।

কৃষ্ণা। ভাল দূতি, রাজা মানসিংহ, আমার পিতার কাছে দূত না পাঠিয়ে, তোমাকে আমার কাছে পাঠালেন কেন ?

মদ। আজ্ঞা, রাজনন্দিনি, আপনি অতি বুদ্ধিমতী। আপনি ত বুঝিতেই পারেন। যে যাকে ভাল বাসে, সে কি তার মন না জেনে কোন কর্মে হাত দেয় ?

কৃষ্ণা। (সহাস্তবদনে) কেন ? তোমাদের মহারাজ কি আমাকে ভাল বাসেন ?

মদ। রাজনন্দিনি, ভাল বাসেন কি না, তা আবার জিজ্ঞাসা কচোন ? আমাদের মহারাজ রাতদিন কেবল আপনার কথাই ভাবচেন, আপনার নামই কচোন। তাঁর কি আর কোন কর্মে মন আছে ?

কৃষ্ণা। কি আশ্চর্য্য ! তিনি ত আমাকে কখন দেখেন নাই। তবে যে তিনি আমার উপর এত অম্লরক্ত হলেন, এর কারণ ? ভাল দূতি, বল দেখি, তোমাদের মহারাজের কয় রাণী ?

মদ। রাজনন্দিনি, মহারাজের এখনও বিবাহ হয় নাই। আমি শুনেছি, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে আপনাকে না পেলে তিনি আর কাকেও বিবাহ করবেন না।

কৃষ্ণা। সত্য না কি ?

মদ। রাজনন্দিনি, আমি কি আপনার কাছে আর মিথ্যা কথা বলছি ? মহারাজ আপনার রূপ প্রথমে স্বপ্নে দেখেন, তার পর লোকের মুখে আপনার আবার শুণ শুনে তিনি যেন একবারে পাগল হয়ে উঠেছেন।

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, আমার মাথা খাও, তুমি যথার্থ বল দেখি, তোমাদের রাজা দেখতে কেমন ?

মদ। রাজনন্দিনি, তাঁর রূপের কথা এক এক করে আপনাকে আর কি বলবো ? তাঁর সমান রূপবান্ পুরুষ আমার চক্ষে ত কখন দেখি নাই। আহা।

রাজনন্দিনি, সে রূপের কথা আমাকে মনে করে দিলেন, আমার মনটা যেন একবারে শিহরে উঠলো। আ, মরি মরি! কি বর্ণ; কি গঠন! যেন সাক্ষাৎ কমলপ। রাজনন্দিনি, আমি সজে করে মহারাজের একখানা চিত্রপট এনেছি; আপনি যদি দেখতে চান, ত আমি কোন সময়ে এনে দেখাব। দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, যে তাঁর কেমন রূপ।

কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দূতীর কথা কি সত্য হবে? হতেও পারে। (প্রকাশে) দেখ, দূতি, তুমি আবার এসে আমার সজে দেখা করো। এখন আমি যাই। আমার সখীরা ঐ সরোবরের কূলে আমার অপেক্ষা কচ্যে।

মদ। যে আজ্ঞা।

কৃষ্ণা। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) দেখো, তুমি ভুল না, দূতি। তোমার সজে আমার অনেক কথা আছে।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী বলে। কিন্তু মহারাজ যদি এ নারীরত্নটি পান, তা হলো কি আর তার মুখ দেখতে চাইবেন? আহা! এমন রূপ কি আর এ পৃথিবীতে আছে? আবার গুণও তেমনি! যেন সাক্ষাৎ কমলা। গাহা! এমন সরলা স্ত্রী কি আর হবে? (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক। এ'র মনটা রাজা মানসিংহের দিকে একবার ভাল করে লগ্নহাতে পাল্যে হয়। নদী একবার সমুদ্রের অভিমুখী হলে, আর কি কোন দিকে ফেরে? (চিন্তা করিয়া) রাজা মানসিংহের দূত যে অতি দ্বরাই এখানে আসবে, তার কোন সন্দেহ নাই। তিনি কি আর সে পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন? এই যে মহারাজ ভীমসিংহ এই দিকে আসছেন। আমি এই গাছটার আড়ালে একটু দাঁড়াই না কেন? (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(রাজার সহিত অহল্যা দেবী এবং তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ।)

তপ। মহারাজ, রাজদূতের নামটা কি বলছিলেন?

রাজা। আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। ব্যক্তিটে অতি গুণবান আর বহুদর্শী। আর রাজা জগৎসিংহ স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তাঁর সুখ্যাতিও বিস্তর।

তপ। মহারাজ, আপনাদের প্রতি ভগবান্ একলিঙ্গের অসীম কৃপা বলতে হবে। এই দেখুন, কি আশ্চর্য ঘটনা! তিনি রঘুকুল-ভিলক রামচন্দ্রকে জ্ঞানকী

সুন্দরীর পাণিগ্রহণ কত্রে এনে উপস্থিত করে দিলেন। এ হতে আর আনন্দের বিষয় কি আছে, বলুন ?

রাজা। আজ্ঞা, সকলই আপনাদের আশীর্বাদ।

তপ। আমার মানস এই যে, এ পরিণয়-ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হলে আমি আবার তীর্থযাত্রায় নির্গত হবো। তা এতে আর বিলম্ব কি ? শুভ কৰ্ম্ম শীঘ্রই করা উচিত।

অহ। নাথ, তবে আর এ কৰ্ম্মে বিলম্বের প্রয়োজন কি ? আমার কৃষ্ণা—(রোদন।)

রাজা। (হাত ধরিয়া) প্রিয়ে, এ শুভ কৰ্ম্মের কথা উপলক্ষে কি তোমার রোদন করা উচিত ?

অহ। প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়নিধিকে কেমন করে এক জন পরের হাতে সমর্পণ করবো ? (রোদন।)

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) দেবি, বিধাতার বিধি কে খণ্ডন কত্রে পারে ? ভেবে দেখ, তুমি আপনি এখন কোথায় আছ, আর আগেই বা কোথায় ছিলে ? বিধাতার সৃষ্টি এইরূপেই চলে আসচে। কত শত কুসুমলতা, কত শত ফলবৃক্ষ লোকে এক উদ্যান থেকে এনে আর এক উদ্যানে রোপণ করে ; আর তারাও নূতন আশ্রমে ফলফুলে শোভমান হয়।

নেপথ্যে গীত।

[আশাগৌরী—আড়া।]

অসুখী ভ্রমর দলে।

নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে ॥

অবসান দিনমান, শশী প্রকাশিল,

কুমুদী হেরি হাসিলো,

যুবক যুবতী, হরষিত অতি,

বিরহিণী ভাসিছে আখিজলে।

চক্রবাক চক্রবাকী, বিরহে ভাবিত,

কপোতী পতি মিলিত,

নিশি আগমনে, কেহ সুখী মনে,

কার মনঃ দহিছে দুখানলে ॥

রাজা। আহা !

অহ। মহারাজ, আমার এ কোকিলটি এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর আমি বাঁচবো ! (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। দেখুন, আপনার হুঃখে মহারাজও অতি বিষণ্ণ হচেন।

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ।)

রাজা। এসো, মা, এসো। (শিরশ্চূষন।)

কৃষ্ণা। পিতঃ, মা আমার এমন কচেন কেন ? তুমি কাঁদ কেন মা ?

অহ। (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া।) বাছা, তুমি কি এত দিনের পর তোমার এ হুঃখিনী মাকে ছেড়ে চললে ? আমার আর কে আছে, মা, যে আমাকে এমন করে মা বলে ডাকবে ? (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি মা ? তুমাকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাব মা ? (রোদন।)

রাজা। ভগবতি, মোহনরূপ কুসুমের কণ্টক কি সামান্য তীক্ষ্ণ !

তপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি ? এই জন্তেই পূর্বকালে মহর্ষিকুলে প্রায় অনেকেই সংসারধর্ম পরিত্যাগ করে, বনবাসী হতেন।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

রাজা। কি সমাচার, রামপ্রসাদ ?

ভৃত্য। ধর্মাবতার, মরুদেশের ঈশ্বর রাজা মানসিংহ রায় রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন কেন ? (প্রকাশে) আচ্ছা, সত্যদাসকে দূতের যথাবিধি সমাদর কত্যা বলগে যা। আমি স্বরায় যাচ্ছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।]

রাজা। প্রিয়ে, চল, আমরা অন্তঃপুরে যাই। আমাকে আবার রাজসভায় যেতে হলো।

কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দূতীর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে, বোধ হয়, এ দূত আমার জন্তেই এসেছে। এখন পিতা কি স্থির করেন, বলা যায় না।

কৃষ্ণকুমারী নাটক



অহ। চলুন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আশুন।

[সকলের প্রস্থান।]

মদ। (চিত্রপট হস্তে অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! রাজমহিষীর শোক দেখলে বুক কেটে যায়! তা এমন মেয়েকে মা বাপে যদি এত স্নেহ না করবে তবে আর করবে কাকে? এই যে নূতন দূত কোন দেশ থেকে এলো, সেটা ভাল করে জানতে পেলেম না। যাই, দেখিগে বৃত্তান্তটা কি? আমার ত বিলম্বণ বিশ্বাস হচ্ছে যে এ দূত রাজা মানসিংহই পাঠিয়েছেন।—আহা, পরমেশ্বর যেন তাই করেন। এখন গিয়ে ত আবার পুরুষ-বেশ ধরিগে। এ যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে আজ ধনদাসের সর্বনাশ করবো! হা! হা! যারা স্ত্রীলোককে অবোধ বলো ঘৃণা করে, তারা এটা ভাবে না, যে স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে জন্ম! যে মহাদেব ত্রিভুবনকে এক নিমিষে নষ্ট করতে পারেন, ভগবতী কৌশলক্রমে তাঁকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন। হায়! হায়! স্ত্রীলোকের বুদ্ধির কাছে কি আর বুদ্ধি আছে? এই দেখাই যাবে, ধনদাসেরই কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধি।—এই যে রাজ-নন্দিনী আবার এই দিকে ফিরে আসছেন। হয়েছে আর কি!—মুখ দেখে বেশ বোধ হচ্ছে, মনটা যেন একটু ভিজ্জেচে। তাই যদি না হবে, তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন? এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। দেখি না, তাতে কি ভাব দাঁড়ায়। হা, হা, হা! এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্তি নয়। নাই বা হলো বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হোক না কেন, ইঁদুর ধরতে পাল্যেই হয়।

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ।)

কৃষ্ণা। এই যে! দূতি, তুমি আমার তল্লাস কচ্যো না কি? তোমাদের মহারাজ যে দূত পাঠিয়েছেন আমি এই শুনে এলেম। আমি ভেবেছিলাম, তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই কইতেছিলে—

মদ। রাজনন্দিনি, তাও কি কখন হয়। আমাদের মতন লোকের কি কখন এমন সাহস হয়ে থাকে?

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, এ বিষয়ে আমি দেখছি, একটা না একটা বিষম বিবাদ ঘটে উঠবে! তুমি কি শোন নি যে জয়পুরের রাজাও আমার জন্মে দূত পাঠিয়েছেন?

মদ। রাজনন্দিনি, তাতে কি আমাদের মহারাজ ডরাবেন? আপনি অল্পমতি দিলে তিনি জয়পুরকে এক মুহূর্তে ভস্মরাশি করে ফেলতে পারেন।

কৃষ্ণা। (সহাস্তবদনে) তুমি ত তোমার রাজার প্রশংসা সর্বদাই কচো। তা দেখি, কি হয়।

মদ। রাজনন্দিনি, আপনি মহারাজের দিকে হলে, তাঁকে আর কে পায় ?

কৃষ্ণা। (হাসিয়া) দেখ, দূতি, পারিজাত ফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যত্নপতির বিবাদ ত আরম্ভ হলো। এখন দেখি, কে জেতেন ! তুমি তবে এখন তোমাদের রাজদূতের সঙ্গে একবার দেখা করগে।

মদ। যে আজ্ঞা। (কিঞ্চিং গিয়া পুনরাগমনপূর্বক) রাজনন্দিনি, আপনাকে যে আমাদের মহারাজের একখানা চিত্রপট দেখাব বলেছিলাম, এই দেখুন। (হস্তে প্রদান) এখানি এখন আপনার কাছে থাক্ ; আমাকে আবার ফিরে দেবেন।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! রাজা মানসিংহের কথা শুনে আমার মনটা যে এত চঞ্চল হলো এর কারণ কি ? (চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) অ্যা ! এমন রূপ ! আহা ! কি অধর ! কি হাস্য ! এমন রূপবান্ পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে ? আ মরি, মরি !—ও দূতী যা বলেছিল, তা সত্য বটে ! হায় ! হায় ! আমার অদৃষ্টে কি তা হবে ?—আমার মনটা যে অতি চঞ্চল হয়ে উঠলো।—না—এখানে আর থাকা উচিত নয় ; কে আবার এসে দেখবে। যাই, আপনার ঘরে যাই। সেখানে নির্জনে চিত্রপটখানি দেখিগে। আহা ! কি চমৎকার—

[চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়স্ক

প্রথম গর্ভাস্ক

উদয়পুর - রাজনিকেতন-সম্মুখে ।

(মরুদেশের দূত এবং [পুরুষবেশে] মদনিকার প্রবেশ ।)

দূত । কি আশ্চর্য্য ! তবে এ পত্রের কথাটা সত্য ?

মদ । আজ্ঞা, হাঁ, সত্য বৈ কি ? রাজকুমারী পত্র লিখে প্রথমে আমাকে দেন ; তার পর আমি একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে পাঠাই ।

দূত । যা হউক, আমাদের মহারাজের অতি সৌভাগ্য বলতে হবে, তা না হলে তোমাদের সুকুমারী কি তাঁর প্রতি এত অমুরক্ত হন! আহা ! বিধাতার কি অদ্ভুত লীলা ! কেউ বা মহামণির লোভে অন্ধকারময় খনিতে প্রবেশ করে, আর কেউ বা তা পথে কুড়িয়ে পায় । এ সকল কপালগুণে ঘটে বৈ ত নয় ! মহারাজ এ পত্র পাওয়া অবধি যেক্রপ হয়ে উঠেছেন, তার আর তোমাকে কি বলবো ?

মদ । দেখুন দূত মহাশয়, আপনি একটু সাবধান হয়ে চলবেন । এ পত্রের কথা এখানে প্রকাশ করবেন না, তা হলে রাজনন্দিনী লজ্জায় একেবারে প্রাণত্যাগ করবেন ।

দূত । হাঁ ! সে কি কথা আমি ত পাগল নই । এ কথাও কি প্রকাশ কত্যা আছে ?

মদ । এই যে জয়পুরের দূত ধনদাস, ওকে, বোধ হয়, আপনি ভাল করে চেনেন না ।

দূত । না, ঠাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই ।

মদ । মহাশয়, ওটা যে আপনাদের রাজ্যের কত নিন্দা করে, তা শুনেলে বোধ হয়, আপনি অগ্নির স্নায় জ্বলে উঠেন !

দূত । বটে ?

মদ । আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ, তা আর আপনাকে কি বলবো । মহাশয়, ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন ? তা হলে বড় ভাল হয় ।

দূত । কেন ? ওটা বলে কি ?

মদ। মহাশয়, ওটা যা বলে, সে কথা আমাদের মুখে আনতে লজ্জা করে। ও লোকের কাছে বলে বেড়ায় কি যে মহারাজ মানসিংহ একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীর দন্তক পুত্র মাত্র; আর তিনি মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী নন।

দূত। ঠ্যা—কি বললে? ওর এত বড় যোগ্যতা! কি বলবো? আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নতুবা এই দণ্ডেই ওর মস্তকচ্ছেদ কতোম!

মদ। মহাশয়, এতে এত রাগলে কাজ চলবে না। যদি বাক্যবাণ দ্বারা ও ছুরাচারকে কোন দণ্ড দিতে পারেন, ভালই; নচেৎ অণ্ড কোন অত্যাচার করাটা ভাল হয় না।

দূত। আচ্ছা, আমি এখন রাজমন্ত্রীরা কাছে যাই। এর পর যা পরামর্শ হয়, করা যাবে। শৃগালের মুখে সিংহের নিন্দা! এ কি কখন সহ্য হয়।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) বাঃ! কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর এই করুন, যেন এতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাঘাত না জন্মে। ভাল, এও ত বড় আশ্চর্য্য! আমি একজন বেণ্ডার সহচরী, বনের পাখীর মতন কেবল স্বেচ্ছার অধীন; কখনই সংসার-পিঞ্জরে বদ্ধ হই নাই। কিন্তু এ শ্রুকুমারী রাজকুমারীর প্রকৃতি দেখে আমার মনটা এমন হলো কেন?—সত্য বটে!—লজ্জা আর শূন্যতাই স্ত্রীজাতির প্রধান অলঙ্কার। আহা! এ ছুটি পদ্ম এ সরোবর থেকে যে আমি কি কুলগ্নে তুলে ফেলেছিলাম, তা কেবল এখন বুঝতে পাচ্ছি। এই যে ধনদাস এ দিকে আসচে।

(ধনদাসের প্রবেশ।)

মহাশয়, ভাল আছেন ত?

ধন। আরে মদন যে! তবে ভাল আছ ত? ভাই, তুমি সে অঙ্গুরীটি কোথায় রেখেছো?

মদ। আজ্ঞা, আপনাকে বলতে লজ্জা করে! আর বোধ হয়, আপনি তা শুনেও রাগ করবেন!

ধন। সে কি? কেন? রাগ করবো কেন?

মদ। আজ্ঞা, তবে শুধুন। এই নগরে মদনিকা বলে একটি বড় সুন্দরী মেয়ে মানুষ আছে, তাকে আমি বড় ভাল বাসি। সেই আমার কাছ থেকে সে অঙ্গুরীটি কেড়ে নিয়েছে।

ধন। কি সর্বনাশ! তেমন অমূল্য রত্ন কি একটা বেশ্যাকে দিতে হয়? তোমার ত নিতান্ত শিশুবুদ্ধি হে। হি! হি! আর তুমি এত অল্প বয়সে এমন সব লোকের সঙ্গে সহবাস কর?

মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বললেন, রাগ করবো না, তবে আবার রাগ করেন কেন?

ধন। (স্বগত) তাও বটে; আমিই বা রাগ করি কেন? (প্রকাশে) হা! হা! ওহে আমি তামাসা কচ্ছিলেম। যা হউক, তুমি যে, দেখচি, এক জন বিলক্ষণ রসিক পুরুষ হে। ভাল, তোমার এ মদনিকা কোথায় থাকে, বল দেখি, ভাই।

মদ। আজ্ঞা, তার বাড়ী গড়ের বাইরে।

ধন। (স্বগত) স্ত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান পেলে অঙ্গুরীটা না হয় কিছু দিয়ে কিনে লওয়ার চেষ্টা পাওয়া যায়। আর যদি সহজে না দেয়, তারও উপায় করা যেতে পারে। (প্রকাশে) হাঁ! কোথায় বললে ভাই?

মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে।

ধন। ভাল, সে মেয়েমানুষটি দেখতে ভাল ত?

মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয়, এ দিকে দেখছেন, রাজা মানসিংহের দূত মন্ত্রীসঙ্গে এই দিকে আসছেন।

ধন। ভাল কথা মনে কল্যে, ভাই। তোমাকে আমি যে যে কথা অন্তঃপুরে বলতে বলেছিলেম, তা বলেছো ত?

মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার কি কখনও অবহেলা আছে?

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ, তা আমি একমুখে কত বলবো?—তা বল দেখি, তোমার মদনিকা কোথায় থাকে?

মদ। তার জন্তে আপনি এত ব্যস্ত হচেন কেন? এক দিন, না হয়, আপনার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেবো, তা হলেই ত হবে? আমি এখন যাই, আর দাঁড়াব না। (স্বগত) দেখি, এ ঘটক ভায়ার ভাগ্যে আজ কি ঘটে।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) অঙ্গুরীটির উদ্ধার না কল্যে আমার মন কোন মতেই স্থির হচে না। সেটির মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। তা সহজে কি ত্যাগ করা যায়। আহা! মাহারাজকে যে কত প্রকারে ভুলিয়ে সেটি পেয়েছিলাম, তা মনে পড়লে

চক্ষে জল এসে। তা বড় দায়ে না পড়লে আর সে আমার হাতছাড়া হতে পারতো না। দেখি, এই মদনিকার বাড়ীর সন্ধানটা পেলে একবার বুঝতে পারি। ধনদাসের চতুরতা কি নিতান্তই বিফল হবে ?

(সত্যদাসের সহিত দূতের পুনঃ প্রবেশ ।)

সত্য। এই যে ধনদাস মহাশয় এখানে রয়েছেন। তা চলুন, একবার রাজসভাতে যাওয়া যাউক।

দূত। মহাশয়, ইনিই রাজা জগৎসিংহের দূত না ?

সত্য। আজ্ঞা, হাঁ !

দূত। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আমরা যখন উভয়েই একটি অমূল্য রত্নের আশায় এ দেশে এসেছি, তখন আমরা উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটি, কিন্তু তা বল্যে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসদ্ব্যবহার করা উচিত ?

ধন। আজ্ঞা, তাও কি হয় ?

দূত। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি ;—বলি, আপনি যে নিরস্তর মরুদেশের রাজ্যেস্থরের নিন্দা করেন, সেটা কি আপনার উপযুক্ত কর্ম ?

ধন। বলেন কি মহাশয় ? এ কথা আপনাকে কে বললে ?

দূত। মহাশয়, বাতাস না হলে বৃক্ষপল্লব কখনই লড়ে না।

ধন। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতান্ত বিবাদ করবার ইচ্ছা বটে ?

দূত। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ করায় কি ফল ? কিন্তু আপনি যে এ দুঃখের সমুচিত ফল পাবেন, তার সন্দেহ নাই। আপনাদের নরপতি বেণুদাস ; নৃত্য, গীত, প্রেমালাপ—এই সকল বিদ্যাতেই পরম নিপুণ ; তা তিনি কি রাজেন্দ্র-কেশরী মানসিংহের সমতুল্য ব্যক্তি ? না স্নকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র ?

ধন। (সত্যদাসের প্রতি) মহাশয়, শুনলেন ত ? (কর্ণে হস্ত দিয়া দূতের প্রতি) ঠাকুর, কি বলবো, তুমি বুদ্ধ ব্রাহ্মণ, তা না হলে তোমাকে আমি আজ অমনি ছাড়তেম না !

দূত। কেন ? তুমি কি কতো ? ওঃ ! বড় স্পর্ধা যে ?

সত্য। মহাশয়রা ক্ষান্ত হউন। আপনাদের এ বৃথা বাগ্‌দস্তে প্রয়োজন কি ? বিশেষতঃ, এ স্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করা উচিত ?

কৃষ্ণকুমারী নাটক

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, তা সত্য বটে। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন, আমার এ বিষয়ে অপরাধ কি? উনিই ত বিবাদ কচেন।

(বলেন্দ্র সিংহের প্রবেশ।)

বলে। এ কি এ, মহাশয়! আপনাদের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত যে? আপনারা কি লক্ষ্য ভেদ হতে না হতেই যুদ্ধ আরম্ভ কলোন?

দূত। আজ্ঞা, না। যুদ্ধ আরম্ভ হবে কেন? তবে কি না, এই জয়পুরের দূত মহাশয়কে আমি ছুই একটা হিতোপদেশ দিচ্ছিলাম।

বলে। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন দেখি? আপনার ত এই ইচ্ছা, যে উনি এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন? হা! হা! হা!

ধন। হা! হা! হা! আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

দূত। আজ্ঞা, হাঁ! আমার বিবেচনায় ওঁর তাই করা উচিত হচে। মহাশয়, মান বড় পদার্থ। অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার বিষয়ে অবহেলা করা অতি অকর্তব্য।

বলে। হা! হা! দূত মহাশয়, আপনি যে দেখছি, স্বয়ং চাণক্য অবতার! ভাল মহাশয়, আমি শুনেছি, যে আপনাদের মরুদেশে ভগবতী পৃথিবী নাকি বক্ষা নারীর স্বভাব ধরেন? তা বলুন দেখি, আপনাদের রাজকর্ম্য কিরূপে চলে?

দূত। বীরবর, বক্ষা স্ত্রী লয়ে কি কেউ সংসার করে না?

বলে। হা! হা! বেশ। (ধনদাসের প্রতি) ও গো মহাশয়, আপনাদের অম্বরদেশের বর্ণনটা একবার করুন দেখি শুনি।

ধন। আজ্ঞা, আমার কি সাধ্য, যে তার বর্ণন করি? যদি পঞ্চানন হন, তথাপি অম্বরের সুখসম্পত্তির সূচাক্রুরূপে বর্ণন হয় না।—মহাশয়, আমাদের অম্বর সাক্ষাৎ অম্বরপ্রদেশই বটে! সেখানে অঙ্গনাকুল তারাকুলতুল্য সুন্দর; আর মেঘে যেমন সৌদামিনী আর বারিবিন্দু, রাজভাণ্ডারে তেমন হীরক ও মুক্তা প্রভৃতি, তাতে আবার আমাদের মহারাজ ত স্বয়ং শশধর—

দূত। হাঁ, শশধরের জায় কলঙ্কী বটেন।

বলে। হা! হা! কি বল, ধনদাস?

ধন। আজ্ঞা, ও কথায় আর কি বলবো? পেচক সূর্য্যের আলো ত কখনই সন্ধ্য কতোয় পারে না! আর যদিও ক্ষুধার পীড়নে রাত্রিকালে কোটরের বাহির হয়, তবু সে চন্দের প্রতি কখন প্রকাশিত নয়নে দৃষ্টিপাত করতে পারে না। তেজোময় বস্তুমাত্রই তার চক্ষের বিষ!

বলে। হা! হা! হা! কেমন, দূতবর! এইবার? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি)
ও আবার কি? (নেপথ্যে বাজ।)

সত্য। এই যে মহারাজ রাজসভায় আসছেন। চলুন, আমরা এখন যাই।

(রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষক। (যোড়করে) বীরবর, গণেশগঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে একজন দূত মহারাত্রিপতির শিবির থেকে সিঁহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার কি আজ্ঞা হয়?

বলে। দূত? মহারাত্রিপতির শিবির থেকে? আচ্ছা, তাঁকে রাজসভায় নে যাও; আমি যাচ্ছি। চলুন তবে আমরা সকলেই একবার রাজসভায় যাই।

[সকলের প্রস্থান।]

(মর্দনিকার পুনঃ প্রবেশ।)

মর্দ। (স্বগত) এখন ত আমার কার্য্যাসিদ্ধি হয়েছে; আর এ নগরে বিলম্ব করবার প্রয়োজন কি? আমার কৌশলক্রমে রাজনন্দিনী রাজা মানসিংহের উপর এমন অত্যাচারিণী হয়েছেন, যে তিনি রাজা জগৎসিংহের নাম শুনে একবারে যেন জ্বলে উঠেন; আর আমার পত্র পেয়ে মানসিংহও দূত পাঠিয়েছেন। তবে আর এখানে থেকে কি হবে?—যাব বটে, কিন্তু রাজনন্দিনীকে ছেড়ে যেতে প্রাণটা যেন কেমন করে। আহা! এমন সুশীলা মেয়ে কি আর দুটি আছে! হে পরমেশ্বর, এই যে আমি বনে আগুন লাগিয়ে চললেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে এ সুলোচনা কুরঙ্গিনীকে দগ্ধন করে। প্রভু, তুমিই একে কৃপা করে রক্ষা করো। যাই, আমাকে আবার ধনদাসের আগে জয়পুরে পৌঁছাতে হবে।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজ-উঠান

(তপস্বিনীর প্রবেশ ।)

তপ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! আমি ত্রিপতিতে ভগবান্ গোবিন্দরাজের মন্দিরে কৃষ্ণকুমারীর বিষয়ে যে কুস্বপ্নটা দেখেছিলাম, তা কি যথার্থই হলো ? রাজা মানসিংহ ও রাজা জগৎসিংহ উভয়েই যখন রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ আশায় এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন, তখন এ মাতঙ্গধ্ব্য কি বিনা যুদ্ধে নিরস্ত হবে ? না এদের ভয়ঙ্কর বিগ্রহে বনস্থলীর সামান্য দুর্দশা ঘটবে ? হায়, হায়, কি বিধাতার বিড়ম্বনা ! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দীনবন্ধো, তুমিই সত্য ! কৃষ্ণাৎ দেখছি রাজা মানসিংহের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিনী হয়ে উঠেছে। তা যাই, এ সব কথা রাজমহিষীকে একবার জানান কর্তব্য।

[প্রস্থান।

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ ।)

কৃষ্ণা। (স্বগত) সে দূতীটি পাখী হয়ে উড়ে গেল না কি ? আমি যে তার অঘেষণে কত স্থানে লোক পাঠিয়েছি, তার আর সংখ্যা নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) কি আশ্চর্য্য ! এ যে কি মায়াবলে আমাকে এত উতলা করে গেল, আমি ত তার কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। হা রে, অবোধ মনঃ ! কেন বুধা এত চঞ্চল হোস্ ? নিশার স্বপ্ন কি কখন সফল হয় ? এ দূতীটি কি আমাকে ছলনা করে গেল ? তাই বা কেমন করে বলি ? ওদের রাজার দূত পর্য্যন্ত এসেচে। (চিন্তা করিয়া) ভগবতী কপালকুণ্ডলাকে আমার মনের কথাগুলি বলে কি ভাল করেছে ?—তা একরূপ রহস্য কি মনে গোপন করে রাখা যায় ? যেমন কীট ফুলের মুকুল কেটে নির্গত হয়, এও তাই করে। ঐ যে ভগবতী মার সঙ্গে কথা কইতে কইতে এই দিকে আসছেন। বুঝি আমার কথাই হচ্ছে ! ও মা, ছি ! ছি ! কি লজ্জা ! মা শুনলে বলবেন কি ? আমি মাকে এ মুখ আর কেমন করে দেখাবো ? বিধাতা যে এ অদৃষ্টে কি লিখেছেন, কিছুই বলা যায় না। যাই, এখন সজীতশালায় পালাই।

[প্রস্থান।

(অহল্যাদেবীর সহিত তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ ।)

অহ। বলেন কি, ভগবতি ? আপনি কি এ কথা কৃষ্ণার মুখে শুনেছেন ?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ। সেই আপনিই বলেছে।

অহ। কি আশ্চর্য্য।—

তপ। মহিষি, লজ্জা যুবতীর হৃদয়মন্দিরে দৌবারিক স্বরূপ। তার পরাভব করা কি সহজ কর্ম ? আমি যে কত কৌশলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছি, তা আপনাকে আর কি বলবো ?

অহ। আহা ! এই জন্তেই বুঝি মেয়েটিকে এত বিরসবদন দেখতে পাই ! ভাল, ভগবতি, কৃষ্ণা যে রাজা মানসিংহের উপর এত অমুরাগিনী হলো, এর কারণ কিছু বুঝতে পেরেছেন ?

তপ। মহিষি, ও সকল দৈব ঘটনা ! ঐ যে সূর্য্যমুখী ফুলটি দেখছেন, ওটি ফুটলেই সূর্য্যদেবের পানে চেয়ে থাকে ; কিন্তু কেন যে চায়, তা কেউ বলতে পারে না !

অহ। সূর্য্যদেবের উজ্জ্বল কান্তি দেখে সূর্য্যমুখী তাঁর অধীন হয় ; আমার কৃষ্ণা ত আর রাজা মানসিংহকে দেখে নাই—

তপ। দেবি, মনচক্ষু দিয়ে লোকে কি না দেখতে পায় ? বিশেষ ভগবান্ কন্দর্পের যে কি লীলাখেলা তা কি আপনি জানেন না ? দময়ন্তী শুভা কি রাজা নলকে আপন চর্ম্মচক্রে দেখে তাঁর প্রতি অমুরাগিনী হয়েছিলেন ? (সচকিতে) আহা, কি মনোহর সৌরভ ! দেবি, দেখুন দেখি, এই যে সুগন্ধটি গন্ধবহের সহকারে আকাশে ভাসছে, এর যে কোন্ ফুলে জন্ম, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হচ্চো, যে সে ফুলটি অতীব সুন্দর। এ যেন নীরবে আমাদের কাছে আপন জন্মদাতা কুসুমের স্ফুটকৃত ব্যাখ্যা কচ্চো। দেবি, যশঃস্বরূপ সৌরভেরও, জানবেন, এই রীতি। মরুদেশের অধিপতি মানসিংহ রায় ত এক জন যশোহীন পুরুষ নন।

অহ। আজ্ঞা, তা সত্য বটে। (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি ।)

তপ। দেখুন মহিষি, রাজনন্দিনীর মনের যা ভাব, তা এখনই প্রকাশ হবে।

নেপথ্যে গীত ।

[ভৈরবী—মধ্যমান]

তারে না হেরে আঁখি বুঝে,

প্রাণ হরে কামশরে জরজরে ।

রজনী দিবসে মানসে নাহি স্মৃথ,

মনোহুথ তোরা বিনে, সই, কহিব কাহারে ।

মলয় পবন দাহন সদা করে,

কোকিলের কুহুরবে তায় হৃদয় বিদরে ॥

তপ । আহা ! ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হলে, কোকিলকে কি কেউ নীরব করে রাখতে পারে ? সে অবশ্যই আপন মনের কথা বনস্থলে দিবারাত্র পঞ্চশ্বরে ব্যক্ত করে । যৌবনকাল এলে মানবজাতির হৃদয়ও সেইরূপ চূপ করে থাকতে পারে না ।

অহ । সে যা হউক । ভগবতি, আপনার কথাটা শুনে যে আমার মন কত উতলা হয়ে উঠলো, তা বলতে পারি না । হায়, হায়, আমার মতন হতভাগিনী জ্ঞী কি আর আছে ? মেয়েটির ভাল করে বিবাহ দেবো, এই সাধটি বড় সাধ ছিল, কিন্তু বিশ্বির বিড়ম্বনায় দেখছি সকলই বিফল হলো । (রোদন ।)

তপ । কেন, মহিষি ? বিফলই হবে কেন ?

অহ । ভগবতি, আপনি কি ভেবেছেন, যে মহারাজ মরুদেশের রাজাকে মেয়ে দেবেন ? একে ত রাজা মানসিংহের সঙ্গে তাঁর বড় সম্ভাব নাই, তাতে আবার জয়পুরের দূত এখানে আগে এসেছে ।

তপ । তা হলই বা ! যে ধীবর প্রথমে ডুব দেয়, তাকেই কি সাগর উৎকৃষ্ট মুক্তাফল দিয়ে থাকেন ? এ কি কথা, মহিষি ? আপনাদের কণ্ঠা, আপনারা যাকে ইচ্ছা হয়, তাকেই দেবেন ; এতে আবার অগ্রপশ্চাৎ কি ?

অহ । (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আমরা কি স্বেচ্ছাধীন ।—আহা ! ভগবতি, একবার এ দিকে চেয়ে দেখুন । (অগ্রসর হইয়া) এসো, মা, এসো—

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ ।)

তোমার আজ এত বিরস বদন দেখছি কেন ?

কৃষ্ণা । না, মা, বিরসবদন হবো কেন ?

অহ। ও কি ও? তুমি কাঁদচো কেন মা?

কৃষ্ণ। (নিরন্তরে রাগীর গলা ধরিয়া রোদন।)

অহ। ছি মা, ছি। কেন? তোমার কিসের অভাব, যে তুমি এমন দুঃখিত হলে?

তপ। (স্বগত) আহা, এ ব্রতে নূতন ব্রতী কি না! সুতরাং ব্রতের উদ্দেশ্য দেবতাকে না পেলে কি এ আর স্থির হতে পারে।

অহ। ছি! ছি! ও কি, মা?

কৃষ্ণ। মা, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তোমরা আমাকে জলে ভাসিয়ে দিতে উদ্বৃত হয়েছো? (রোদন।)

অহ। বালাই! কেন মা? তোমাকে জলে ভাসিয়ে দেবো কেন? মেয়েরা কি চিরকাল বাপের ঘরে থাকে, মা? (রোদন।)

তপ। বৎসে, পক্ষিষাবক কি চিরকাল জন্মনীড়ে থেকে কালাতিপাত করে? এই যে তোমার মা, ইনি কেমন করে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পতির গৃহে বাস কচোন? তুমিও তো তাই করবে; তাতে আর ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণ। ভগবতি,—(রোদন।)

অহ। স্থির হও, মা স্থির হও। ছি, মা, কেঁদো না। (রোদন।)

কৃষ্ণ। মা, আমাকে এত দিন প্রতিপালন করে কি অবশেষে বনশাস দেবে? (রোদন।)

তপ। মহিষি, এই যে মহারাজ এই দিকে আসছেন! উনি আপনাদের দুজনকে এ দশায় দেখলে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। তা আপনি এক কর্ণ করুন, রাজনন্দিনীকে লয়ে একটু সরে যান।

অহ। আয়, মা, আমরা এখন যাই।

[অহল্যাদেবী ও কৃষ্ণার প্রস্থান।]

তপ। (স্বগত) আমি ভেবেছিলাম, যে অনিষ্টা, নিরাহার, কঠোর তপস্বী —এ সকল সংসারমায়ামুখল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ? আমি যে সে মুক্তি লাভ করেছি, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আহা! এঁদের দুজনের শোক দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতা, এই মানব-হৃদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয়সকলের বীজ রোপণ করেছ, তাদের নিষ্পূল করা কি মল্লম্ভের সাধ্য? বিলাপধ্বনি শুনে যোগীশ্বরেরও মন চঞ্চল হয়ে উঠে।

(রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ ।)

রাজা । ভগবতি, মহিষী না এখানে ছিলেন ?

তপ । আজ্ঞা, হাঁ ! তিনি এই ছিলেন ; বোধ হয়, আবার এখনি এলেন বলে ।

রাজা । তাঁর সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা আছে । (পরিক্রমণ করিয়া) বোধ হয়, আপনিও শুনে থাকবেন, মল্লদেশের অধিপতি রাজা মানসিংহ রায়ও কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ইচ্ছায় আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন ।

তপ । আজ্ঞা, হাঁ, শুনেছি বটে ।

রাজা । (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ সব কেবল আমার কপালপ্তনে ঘটে !

তপ । আজ্ঞা, সে কি, মহারাজ ? এমত ত সর্বত্রই হচে ।

রাজা । ভগবতি, আপনি চিরতপস্বিনী, সুতরাং এ দেশের লোকের চরিত্র বিশেষরূপে জানেন না । এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে ?

(অহল্যা দেবীর পুনঃ প্রবেশ ।)

প্রায়সি, তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না ।

অহ । সে কি, নাথ ?

রাজা । আর বলবো কি বল ? এ বিষয়ে মহারাজের অধিপতি আবার রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়ে, আমাকে অল্পরোধ কচোন যে—

তপ । নরনাথ, তবে রাজনন্দিনীকে রাজা মানসিংহকেই প্রদান করুন না কেন ? তিনিও ত একজন সামান্য রাজা নন—

অহ । জীবিতেশ্বর, এ দাসীরও এই প্রার্থনা ।

রাজা । বল কি, দেবি ? রাজা জগৎসিংহ আমার এক জন পরম আত্মীয় ; তাতে আবার তাঁর দূতই আগে এসেছে ; এখন আমি কি বলে তাঁকে এ বিষয়ে নিরাশ করি ? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, তুমি এই যে প্রমাদ-অগ্নির সূত্র কল্যে, এ কি রক্তশ্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতে নির্বাণ হবে ?

অহ। প্রাণেশ্বর, মহারাত্রিপতি যে এতে হাত দেন, এর কারণ কি? তিনি না স্বদেশে ফিরে যেতে উদ্ভত ছিলেন?

রাজা। দেবি, তুমি সে নরাধমের চরিত্র ত ভাল করে জ্ঞান না। সে ত এই চায়। একটা ছল ছুতা পেলে হয়।

তপ। ভাল, মহারাজ, তুমি যদি এ বিষয়ে সম্মত না হও, তা হলে মহারাত্রিপতি কি করবেন?

রাজা। তা হলে তার দস্যুদল আবার দেশ লুট কতে আরম্ভ করবে। হায়! হায়! তাতে কি আর দেশে কিছু থাকবে? ভগবতি, আমার কি আর এখন সে অবস্থা আছে, যে আমি এমন প্রবল শত্রুকে নিরস্ত করি?

তপ। মহারাজ, মা কমলার প্রসাদে আপনার কিসের অভাব?

অহ। (রাজার হস্ত ধারণ করিয়া) নাথ, এতে এত উতলা হইও না। বোধ হচ্ছে, ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে এ উদ্বেগ অতি দ্বারায়ই শাস্ত হবে।

রাজা। মহিষি, তুমি ত রাজপুত্রী। তুমি কি জ্ঞান না, যে এ বিবাহে আমি যাকে নিরাশ করবো, সেই তৎক্ষণাৎ অসিকোষ দূরে নিক্ষেপ করবে? প্রিয়ে, তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মতন আপন পিতার সর্বনাশ কতে এসেছে? হায়, আমি বিধাতার নিকট এমন কি পাপ করেছি, যে তিনি আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন! আমার এমন অমূল্য রত্নটিও কি অনল হয়ে আমাকে দগ্ধ কতে লাগলো! আমার হৃদয়নিধি হতে যে আমার সর্বনাশের সূচনা হবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

অহ। (নিরুত্তরে রোদন।)

তপ। ও কি? মহিষি, আপনি কি করেন?

অহ। ভগবতি, শমন কি আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন? (রোদন।)

তপ। বালাই! তিনি আপনার শত্রুকে স্মরণ করুন। মহারাজ, আত্মা হয় ত, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই।

অহ। নাথ, আমার কৃষ্ণার এতে দোষ কি, বলুন দেখি? বাছা ত আমার ভাল মন্দ কিছুই জানে না। মহারাজ, তাকে এমন করে বল্যে কি মায়ের প্রাণে সন্ম?—বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল!—
(রোদন।)

কৃষ্ণকুমারী নাটক



রাজা। (হস্ত ধরিয়া) দেবি, আমার এ অপরাধ মার্জনা কর। হায় docn
হায়! আমি কি নরাধম! আমার মতন ভাগ্যহীন পুরুষ, বোধ করি আর নাই।
এমন অমৃতও আমার পক্ষে বিষ হলো! তা চল, প্রিয়ে, এখন অন্তঃপুরে যাই।
সূর্য্যদেবও অস্তাচলে চললেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে দিননাথ,
তোমাকে যে লোকে এই রাজকুলের নিদান বলে; তা তুমিও কি এর দ্বঃখে মলিন
হলে!

[সকলের প্রস্থান।]

(কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ।)

কৃষ্ণা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা! সে এক সময় আর এ এক
সময়! আমি কেন বৃথা আবার এখানে এলেম? এ সকল কি আমার আর
ভাল লাগে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! আমি এই মল্লিকা
ফুলটিকে আদর করে বনবিনোদিনী নাম দিয়েছিলাম। এই সুচারু শমীবৃক্ষটিকে
সখী বলে বরণ করেছিলাম। (সচকিতে) ও কি? আহা! সখি, তুমি কি এ
হতভাগিনীর দ্বঃখ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়চো? কেন? তুমি ত চিরসুখিনী;
তোমার খেদের বিষয় কি? মলয়সমীরণ তোমার একান্ত অল্পগত, সর্বদাই
তোমার সঙ্গে মধুর স্বরে প্রেমালপ কচে, তা তুমি কি পরের দ্বঃখ বুঝতে পার?
কি আশ্চর্য্য! (চিন্তা করিয়া) হায়, হায়! এ মায়াবিনী যে কি কুলয়ে
এ দেশে এসেছিল, তা বলা যায় না। কি আশ্চর্য্য! আমি যাকে কখন দেখি নাই;
যাঁর নাম কখন শুনি নাই; যাঁর সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই; তাঁর জ্ঞে
আমার প্রাণ অস্থির হয় কেন? কেবল সেই দূতীর কুহকেই আমার মন এত
চঞ্চল হলো? আহা! আমি কেনই বা সে চিত্রপট দেখেছিলাম? কেনই বা
সে মনোহর মূর্তি আমার হৃদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন? লোকে বলে, যে সে
মরুদেশ অতি বদ্য স্থল; সেখানে বসুমতী না কি সর্বদা বিধবাবেশ ধরে থাকেন;
কুসুমাদিক্রপ কোন অলঙ্কার পরেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার মনে সে
দেশ যেন নন্দনকানন বোধ হচে! আমি তাঁর বিষয় যে কত মনে করি, তা আমার
মনই জানে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) একবার যাই, দেখিগে, সে
দূতীর কোন অঘেষণ পাওয়া গেল কি না! (পরিক্রমণ করিয়া সচকিতে)
এ কি? এ উজ্জান হঠাৎ এমন পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ হলো কেন? (সভয়ে) কি

আশ্চর্য্য! আমি যে গতিহীন হলেম! আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন সহসা সিহরে উঠলো। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কি? ও! ও! ও! ও! (মূচ্ছাপ্রাপ্তি; আকাশে কোমল বাত।)

(বেগে তপস্বিনীর প্রবেশ।)

তপ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) এ কি এ? সর্ব্বনাশ! ভাগ্যে আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলাম! উঠ, মা, উঠ! এমন কেন হলো?

কৃষ্ণা। (সুপ্তভাবে) দেবি, আপনি ঐ মিষ্ট কথাগুলিন আবার বলুন। আমি ভাল করে শুনি। কি বললেন? আহা! “যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না।” আহা! এ অভাগিনীর কপালে কি এমন সুখ আছে?

তপ। সে কি মা? ও কি বলচো? (স্বগত) হায়, হায়, দেখ দেখি, বিধাতার কি বিড়ম্বনা! একে ত এ রাক্ষসী বেলা, তাতে আবার কৃষ্ণার নবযৌবন; কে জানে কার দৃষ্টি—

কৃষ্ণা। (উঠিয়া সসজ্জমে) ভগবতি, আপনি আবার এখানে কোথেকে এলেন?

তপ। কেন, মা, সে কি?

কৃষ্ণা। (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম, তা শুনলে আপনি একেবারে অবাক্ হবেন।

তপ। কি স্বপ্ন, মা?

কৃষ্ণা। বোধ হলো, যেন আমি কোন সুবর্ণমন্দিরে একখানি কমল-আসনে বসে রয়েছি, এমন সময়ে একটি পরম সুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন,—বাহা, তুমি আমাকে প্রণাম কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই।

তপ। তার পর?

কৃষ্ণা। আমি প্রণাম কল্যেম। তার পর তিনি বললেন,—দেখ, বাহা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা

নাই! আমি এই কুলেরই বধু ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কৰ্ম কর, তা হলে আমারই মতন যশস্বিনী হবে!

তপ। তার পর, তার পর?

কৃষ্ণা। উঃ, ভগবতি, আপনি আমাকে একবার ধরুন। আমার সর্বশরীর কাঁপচে।

তপ। কি সর্বনাশ! চল, মা, তুমি অন্তঃপুরে চল। এখানে আর কাজ নাই। দেখ, মা, আমাকে যা বললে, এ কথা তুমি আর কাকেও বলো না। (আকাশে কোমল বাত।)

কৃষ্ণা। আহা হা! ভগবতি, ঐ শুনুন!

তপ। কি সর্বনাশ! বৎসে, আমি কি শুনবো?

কৃষ্ণা। সে কি, ভগবতি? শুনলেন না, কেমন সুমধুর ধ্বনি! আহা, হা!

তপ। চল, মা, এখানে আর থেকে কাজ নাই। তুমি শীঘ্র করে এখান থেকে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—নগরতোরণ।

(বালেন্দ্রসিংহ এবং কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ।)

বলে। রঘুবরসিংহ।—

প্রথ। (ঘোড়করে) কি আজ্ঞা, বীরবর?

বলে। দেখ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থেকো। আজ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কত্যা দিও না।

প্রথ। যে আজ্ঞা! আপনার বিনা অনুমতিতে, কার সাধ্য, এ নগরে প্রবেশ করে।

বলে। আর দেখ, যদি মহারাত্রিপতির শিবিরে কোন গোলযোগ শুনতে পাও, তবে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও।

প্রথ। যে আজ্ঞা!

বলে। (অবলোকন করিয়া স্বগত) এই মহারাত্রের শৃগালটা কি সামান্য ধূর্ত! এমন অর্থলোভী, অহিতকারী নরাধম দম্ভ্য কি আর ছুটি আছে? কিন্তু

মানসিংহের সহিত এর যে সহসা এত সৌহার্দ হলো, এর কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই। (চিন্তা করিয়া) কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে। তা নৈলে ও এমন পাত্র নয়, যে বুধা ক্লেশ স্বীকার করে। কৃত্যকে যে বিবাহ করুক না কেন, ওর তাতে বয়ে গেল কি ?

[প্রস্থান ।

(নেপথ্যে) রণবাছা ।—

দ্বিতী। ভাল, রঘুবরসিংহ—

প্রথ। কি হে ?

দ্বিতী। তোমাকে, ভাই, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ; তুমি না কি সর্বদাই আমাদের সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের নিকট থাকো ; রাজসংসারের বৃত্তান্ত তুমি যত জান, এত আর কেউ জানে না ।

প্রথ। হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে। তা কি জিজ্ঞাসা করবে, বলই না শুনি।

দ্বিতী। দেখ, ভাই, আমি শুনেছিলাম, যে এই মহারাত্রিপতির সঙ্গে আমাদের মহারাজের সন্ধি হয়েছিল ; তা উনি যে আবার এসে থান দিয়ে বসলেন, এর কারণ ?

প্রথ। সে কি ? তুমি কি এর কিছুই শোন নাট ?

দ্বিতী। না, ভাই !

তৃতী। কৈ ? আমরা ত এর কিছুই জানি না।

প্রথ। মরুদেশের রাজা মানসিংহ, আর জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহ, উভয়েই আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ করবার আশায় দূত পাঠিয়েছেন।

তৃতী। হাঁ ! তা ত জানি। বলি, এ বিষয়ে মহারাত্রির রাজা হাত দেন কেন ?

প্রথ। আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যে মেয়েটি জগৎসিংহকে দেন ; কিন্তু এ রাজার সঙ্গে জগৎসিংহের চিরকাল বিবাদ ; এঁর ইচ্ছা, যে মহারাজ রাজকুমারীকে মানসিংহকে প্রদান করেন !

দ্বিতী। ভাল, ভাই, ইনি যদি বিবাহের ঘটকালি কতই এসেছেন, তবে আবার সঙ্গে এত সৈন্য সামন্তের প্রয়োজন কি ?

প্রথ। হা ! হা ! এও বুঝতে পারো না, ভাই ! এর মত ভিষারী ত আর

ছুটি নাই। এ ত এমনি পোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ হলেই, হলে হোক, বলে হোক, এর ভিল্লার বুলি পূর্ণ হয়।

ষিষ্ঠী। তা সত্য বটে। তা আমাদের মহারাজ কি স্থির করেছেন, জান ?

প্রথ। আর কি স্থির করবেন ? জয়পুরের রাজপুত্রকে বিদায় করবার অল্পমতি দিয়েছেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই মহারাজ্ঞিপতির সঙ্গে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে সাক্ষাৎ করবেন। তার পর বিবাহের বিষয় কি হয়, বলা যায় না।

তৃতী। ভাল। তুমি কি বোধ কর, ভাই, যে জয়পুরের রাজা এতে চূপ করে থাকবেন ?

প্রথ। বলা যায় না। শুনেছি, রাজা না কি বড় রণপ্রিয় নন। তবু যা হউক, রাজপুত্র কি না ? এত অপমান কি সহ্য কতো পারবেন ?

তৃতী। ওহে, এ দিকে হুজুন কে আসছে, দেখ দেখি।

প্রথ। সকলে সতর্ক হও হে। যেন মন্ত্রী মহাশয় বোধ হতো।

(সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ ।)

সত্য। রঘুবরসিংহ—

প্রথ। (ঘোড়করে) আজ্ঞা।

সত্য। সব মঙ্গল ত ?

প্রথ। আজ্ঞা, হাঁ !

সত্য। আজ্ঞা। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, একটু এই দিকে আসুন।

ধন। মন্ত্রী মহাশয়, এ কর্ণটা কি ভাল হলো ?

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বলবেন না। মহারাজ যে এতে কি পর্যাস্ত ক্ষণ, তা আপনিই কেন বুঝে দেখুন না ! কিন্তু কি করেন ? এতে ত আর কোন উপায় নাই।

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, এ কথা যথার্থ বটে। কিন্তু আমার, দেখছি, সর্বনাশ হলো ! আমি যে কি কুলায়ে আপনাদের দেশে এসেছিলাম তা বলতে পারিনে।

সত্য। কেন, মহাশয় ?

ধন। আর কেন মহাশয় ? প্রথমতঃ দেখুন, আমার যা কিছু ছিল, সে সব ঐ দস্যুদল লুটে নিলে। তার পর রাজা মানসিংহের দূতের হাতে আমি যে কি পর্যাস্ত অপমান সহ্য করেছি, তা ত আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আবার—

সত্য। মহাশয়, যা হয়েছে ; হয়েছে। ও সব কথা আর মনে করবেন না। এখন অল্পগ্রহ করে এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ করুন। মহারাজ এটি আপনাকে দিতে দিয়েছেন।

ধন। মহারাজের প্রসাদ শিবোধার্য। (অঙ্গুরীয় গ্রহণ।)

সত্য। মহাশয়, আপনি এক জন সুচতুর মনুষ্য। অতএব আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনি মহারাজ জগৎসিংহকে এ বিষয়ে দ্ধান্ত হতে পরামর্শ দেবেন। এ আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়। (চিন্তা করিয়া) দেখুন, আপনি যদি এ কর্ম কতো পারেন, তা হলে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট পরিতুষ্ট করবেন।

ধন। যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টার ক্রটি করবো না। তার পর জগদীশ্বরের হাত।

সত্য। আমি কর্মকারকদের প্রতি রাজ-আদেশ পাঠিয়েছি। আপনার পথে কোন ক্লেশ হবে না।

ধন। তবে আমি এখন বিদায় হই।

সত্য। যে আজ্ঞা, আমুন তবে।

[প্রস্থান।]

ধন। (স্বগত) দেখি দেকি, অঙ্গুরীটি কেমন ? (অবলোকন করিয়া) বাঃ, এটি যে মহারত্ন ! এর মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হবে। হা ! হা ! ধনদাসের ভাগ্য ! মাটি ছুঁলে সোনা হয়। হা হা হা ! যাকে বিধাতা বুদ্ধি দেন, তাকে সকলই দেন। (চিন্তা করিয়া) এ বিবাহে কৃতকার্য হলেম না বলে যদি মহারাজ বিরক্ত হন, হলেনই বা ; না হয়, ওঁর রাজ্য ত্যাগ করে অশ্রুতে গিয়ে বাস করবো। আর কি ! আমার ত এখন আর ধনের অভাব নাই। হা ! হা ! বুদ্ধিবলেই ধনদাস ধনপতি ! তবে ক্লি না, এই একটা বাধা দেখছি ; বিলাসবতীর আশাটা তা হলে একবারে ছাড়তে হয়। যে যুগ লক্ষ্য করে এত দিন বনে বনে পর্যটন কল্যেম, তাকে এখন এক প্রকার আয়ত্ত করে কেমন করে ফেলে যাই। (চিন্তা করিয়া) কেন ? ফেলেই বা যাব কেন, আমি কি আর একটা বেণুকে ভুলাতে পারবো না ! কত কত লোক স্বর্গকন্যাকে বশ করেছে, আর আমি কি একটা সামান্য বারাদনার মনঃচুরি কতো পারবো না ! হা ! হা ! তা দেখি কি হয়।

[প্রস্থান।]

প্রথ। (অগ্রসর হইয়া) ওহে, তোমরা কেউ এ লোকটিকে চেন ?

দ্বিতী। চিনবো না কেন ? ও যে জয়পুরের দূত। আঃ, এক দিন রাতে, তাই, ও যে আমাকে কষ্টটা দিয়েছিল, তা আর কি বলবো ?

তৃতী। কেন? কেন?

দ্বিতী। আমি, ভাই, পুরস্কারের লোভে মদনিকা বলে একটা মেয়েমানুষের
তবে ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সমস্ত রাতটা ঘুরে ঘুরে মলেম, কিছুই হলো না।
শেষ প্রাতঃকালে বাসায় ফিরে যাবার সময় বেটা আমাকে কেবল চারটি গুণ্ডা পয়সা
হাতে দিয়ে বলো কি, যে তুমি মিটাই কিনে খেও। হা! হা! হা!

প্রথ। হা! হা! যেমন কর্ম তেমন ফল! (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত
করিয়া) উঃ, রাত্রি যে প্রভাত হলো।

নেপথ্যে গীত।

[ভৈরব—কাওয়ালী।]

যাইতেছে যামিনী, বিকসিত নলিনী।

প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে

প্রমোদিনী ভাষুভামিনী ;

শশী চলিল তাই হেরে

বিষাদে বিমলিনী কুমুদিনী

অতি দুখিনী।

মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে

বিহঙ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে

প্রমোদ ভরে বিপিনচরে,

নব তৃণাসনে হরষিত মনোহরিনী ॥

তৃতী। ঐ শুনেল ত? চল, আমরা এখান যাই। (নেপথ্যে রণবাত্ত।)

প্রথ। হাঁ—চল—। ঐ যে আর এক দল আসচে।

[সকলের প্রস্থান।]

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাক্ষ

প্রথম গর্ভাক্ষ

জয়পুর—রাজগৃহ ।

(রাজা জগৎসিংহ এবং মন্ত্রী ।)

রাজা । বল কি, মন্ত্রী ? এ সংবাদ তোমাকে কে দিলে ?

মন্ত্রী । মহারাজ, ধনদাস হয় অল্প বৈকালে কি কল্যাণ প্রাপ্তি এসে উপস্থিত হবে । তার মুখে এ সকল কথা শুনেই ত আপনি বিশ্বাস করবেন ?

রাজা । কি আপদ । আমি কি আর তোমার কথায় অবিশ্বাস করছি হে ? আমি জিজ্ঞাসা করছি কি, বলি এ কথা তুমি কার কাছে শুনেছ ?

মন্ত্রী । মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে শুনেছি । সে অতি বিশ্বাসযোগ্য পাত্র ।

রাজা । বটে ? তবে রাজা ভীমসিংহ আমাকে অবহেলা করে মানসিংহকেই কণ্যাপ্রদান করবেন, মানস করেছেন ?

মন্ত্রী । আজ্ঞা, শুনেছি, যে রাজকুলপতি ভীমসিংহের আপনার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ; তিনি কেবল দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন । মহারাজ, আমি ত পূর্বেই এ সকল কথা রাজসম্মুখে নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু আমার দৌর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে সময়ে ধনদাসের পরামর্শই শুনলেন ।

রাজা । আঃ, সে গত বিষয়ের অনুশোচনে ফল কি ?

মন্ত্রী । আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি ? তবে কি না, বিবেচনা করুন, ধনদাসই এই অনর্থের মূল ! সেই কেবল স্বার্থ সাধনের জন্তে এ রাজ্যের সর্বনাশটা কল্যাণ !

রাজা । কেন ? কেন ? তার অপরাধ কি ?

মন্ত্রী । আজ্ঞা, আমি আর কি বলবো ? ধনদাসের চরিত্র ত আপনি বিশেষরূপে জানেন না ।

রাজা । কেন ? কি হয়েছে, বল না ।

মন্ত্রী । আজ্ঞা, এ সকল কথা রাজসম্মুখে কওয়া আমার কোন মতেই উচিত হয় না । কিন্তু—

রাজা । কেন ? ধনদাসের এতে অপরাধটা কি ?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারী কুমার প্রতিমূর্তি যে ও আপনাকে কেন এনে দেখায়, তা কি আপনি এখনও বুঝতে পাচ্ছেন না ?

রাজা। কৈ, না! কি কারণ, বল দেখি শুন।

মন্ত্রী। এই বিবাহের উপলক্ষে একটা গোলযোগ বাধিয়ে আপনার উদর পূর্ণ করবে, এই কারণ, আর কারণ কি ? মহারাজ, ওর মত স্বার্থপর মানুষ কি আর দুটি আছে ?

রাজা। বটে ? তাই ও এ বিষয়ে এত উত্তোষী হয়েছিল ? আমি তখন বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, ও আগে ফিরে আসুক। তা এখন এ বিষয়ে কি কর্তব্য, বল দেখি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই জ্ঞেয়ঃ।

রাজা। (সরোষে) বল কি, মন্ত্রী ? তুমি উদ্ভাদ হলে না কি ? এমন অপমান কি কেউ কোথাও সহ্য কতো পারে ?—কেন, আমার কি অর্থ নাই ?—সৈন্ত নাই ? না কি বল নাই ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলক্ষীর প্রসাদে মহারাজের অভাব কিসের ?

রাজা। তবে আমাকে এতে ক্ষান্ত হতে বলচো কেন ? মান অপেক্ষা কি ধন না জীবন প্রিয়তর ? ছি ! তুমি এমন কথা মুখেও আন ! দেখ, প্রতি দুর্গপতিকে তুমি এখনই গিয়ে পত্র পাঠাও, যে তারা পত্রপাঠমাত্র সৈন্তে এ নগরে এসে উপস্থিত হয়। আর দেখ—

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন—

রাজা। তুমি যে সে দিন ধনকুলসিংহের কথা বলছিলে, তিনি কে, আমাকে ভাল করে বল দেখি।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃত রাজা ভীমসিংহের পুত্র। কিন্তু তাঁর পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায়, কোন কোন লোক বলে যে তিনি বাস্তবিক ভীমসিংহের পুত্র নন।

রাজা। বটে ? মরুদেশের বর্তমান রাজা মানসিংহ ত গোমানসিংহের পুত্র। গোমানসিংহ ধনকুলসিংহের পিতামহ, বীরসিংহের কনিষ্ঠ ছিলেন ; তা ধনকুলসিংহই মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কলিকালে কি আর ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আছে ? যার শক্তি, তারই জয়। কুমার ধনকুলসিংহ কি আর রাজসিংহাসন পাবেন।

রাজা। অবশ্য পাবেন ! আমি তাঁকে মরুদেশের সিংহাসনে বসাবো ! দেখ, মন্ত্রী, তুমি শীঘ্র গিয়ে পত্র লেখ । মানসিংহের এত বড় যোগ্যতা, যে সে আমার বিপক্ষতা করে ! এখন দেখি, সে আপন রাজ্য কি করে রাখে ।

মন্ত্রী। মহারাজ,——

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) আর বুধা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি ? যাও——

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ । এই মহৎকুলের প্রসাদে মনুষ্য লাভ করেছি । আপনার স্বর্গীয় পিতা——

রাজা। আঃ ! কি উৎপাত ! আমি কি আর তোমাকে চিনি না ; মন্ত্রী, তুমি যে আমাকে আপন পরিচয় দিতে আরম্ভ কল্যে ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা নয় । তবে কি না আমার পরামর্শে এ বিষম কাণ্ডে সহসা প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না ।

রাজা। মন্ত্রী, মানবজীবন চিরস্থায়ী নয় ; কিন্তু অপযশঃ চিরস্থায়ী । আমি যদি এ অপমান সহ্য করি, তা হলে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল করবে । বরঞ্চ ধনে প্রাণে মরবো, সেও ভাল, কিন্তু এ কথাটি যেন কেউ না বলে, যে অস্বর-অধিপতি মরুদেশের রাজার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন । হি ! হি ! আমার সে অপযশঃ হতে সহস্রগুণে মরণ ভাল । তা তুমি যাও ।

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যে আজ্ঞা, মহারাজ ! (স্বগত) বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কতো পারে ? হায় ! হায় ! ছুট ধনদাসটাই এই অনর্থ ঘটালে !

[প্রস্থান ।

রাজা। (স্বগত) এই ত আর এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলো ! এত দিন রাজভোগে মত্ত ছিলাম, এখন একটু পরিশ্রমই করে দেখি । তরবার চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাকলে মলিন ও কলঙ্কিত হয় । (চিন্তা করিয়া) যা ইউক, ধনদাসকে এবার বিলক্ষণ দণ্ড দিতে হবে । আমি যত কুরুক্ষ্ম করেছি, সকলেতেই ঐ ছুট আমার গুরু । ওঃ ! বেটার কি চমৎকার বুদ্ধি । তা দেখি, এবারও কি হয় ?

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় পর্ভাঙ্ক

জয়পুর—বিলাসবতীর গৃহ।

(বিলাসবতী এবং মদনিকা ।)

বিলা। বাঃ, তোর, ভাই, কি বুদ্ধি ? ধনু যা হউক।

মদ। (সহাস্ত বদনে) সে বড় মিছা কথা নয়! আমি উদয়পুরে যে সকল কাণ্ড করে এসেছি, তা মনে হলে আপনা আপনি হেসে মতো হয়। হা ! হা ! হা !

বিলা। তাই ত ? কি আশ্চর্য্য ! ভাল, ধনদাস কি তোকে যথার্থই চিনতে পারে নাই ?

মদ। তা পারলে কি ও আমাকে আর এ অঙ্গুরীটি দিত ?

বিলা। ভাল, ভাই, তুই লোকের কাছে কি বলে আপনার পরিচয়টা দিতিস্ ?

মদ। কেন ? উদয়পুরের লোককে বলতেম, আমার জয়পুরে বাড়ী। আর জয়পুরের লোককে বলতেম, আমার উদয়পুরে বাড়ী। আর যেখানে দেখতেম, ছুই দেশেরই লোক আছে, সেখানে আদতে যেতেম না।

বিলা। বাঃ, তোর কি বুদ্ধি ভাই !

মদ। হা ! হা ! রাজমন্ত্রী, রাজা মানসিংহের দূত, রাজকুমারী, আমি কার সঙ্গে না দেখা করেছি ? আর কত বেশ যে ধরতেম, তার আর কি বলবো ?

বিলা। তাই ত ? ভাল, মদনিকে, রাজকুমারী কৃষ্ণা না কি বড় সুন্দরী ?

মদ। আহা ! সুন্দরী বল্যে সুন্দরী ? ও কথা, ভাই, আর জিজ্ঞাসা করো না ? আমি বলি, এমন রূপলাবণ্য পৃথিবীতে আর কোথায়ও নাই ! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ।)

বিলা। ও কি লো ? তুই যে একবারে বিরসবদন হলি ? কেন ? তিনি কি এতই তোর মনঃ ভুলিয়েছেন ? ই ! ই ! অবাক্ কল্যো মা !

মদ। ভাই, বলবো কি ? রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কথা মনে হলে প্রাণ যেন কেঁদে উঠে। আহা ! সে মুখ যে একবার দেখে, সে কি আর ভুলতে পারে।

বিলা। বলিস্ কি লো ? তিনি কি এমন সুন্দরী ? কি আশ্চর্য্য ! আয়, ভাই, আমরা এখানে বসি। তবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা ভাল করে বল দেখি, শুনি।

মদ। কেন ? তাঁর কথা শুনে আর তোমার কি উপকার হবে, বল ?

বিলা। কে জানে, ভাই ? তোর মুখে তাঁর কথা শুনে আমার এমনি ইচ্ছা হচ্চে, যে উদয়পুরে গিয়ে তাঁকে একবার দেখে আসি।

মদ। যে, ভাই, কৃষ্ণকুমারীকে কখন দেখে নাই, বিধাতা তাকে বুঝা চক্ষুঃ দিয়েছেন !—সে যাক মেনে, এখন মহারাজ কদিন এখানে আসেন নাই, বল দেখি।

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্ ? আজ তিন দিন।

মদ। বটে ? তবে তিনি ধনদাসের ঘরে আসবার দিন অবধি আর এখানে আসেন নাই। বোধ কবি, তিনি এ বিবাহের বিষয়ে বড় ক্ষুব্ধ হয়েছেন ! তা হবেনই ত। তাঁর দৃতকে আমি যে জ্ঞতো খাইয়ে এসেছি,—হা ! হা ! ধনদাস, ভাই, আর এ জন্মেও কারো ঘটকালি করবে না। হা ! হা ! হা !

বিলা। হা ! হা ! হা ! বোধ হয় না।

মদ। দেখ, সখি, মহারাজ, বোধ করি, আজ এখানে আসবেন এখন। তা তুমি, ভাই, যদি তাঁকে আজ পায়ে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি আর এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইবো না।

বিলা। ও মা, সে কি লো ? ছি ! ছি ! তাও কি কখন হয় ?

মদ। হবে না কেন ? বুদ্ধি থাকলেই সব হয় ? এই যে এসো না, তোমাকে, না হয়, মানভঙ্গের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দি। (উপবেশন) আমি যেন মানিনী নায়িকা, বসে আছি ; তুমি নায়ক হয়ে এসে আমাকে সাধ। (বদনাবৃত্তকরণ)

বিলা। হা ! হা ! হা ! বেশ লো বেশ ! তুই, ভাই, কত রঙ্গই জানিস্ ? তা আমি এখন কি করবো, বল ?

মদ। (গাত্রোত্থান করিয়া) কি আপদ ! তুমিই না হয়, মান করে বসো। আমি নায়ক হয়ে সাধি।

বিলা। (উপবেশন করিয়া) আচ্ছা—এই আমি বসলেম।

মদ। এখন মান কর।

বিলা। এই কল্যেম। (বদনাবৃত্তকরণ)

মদ। হে সুন্দরি, তোমার বদনশরীকে অভিমানরূপ রাহুগ্রাসে দেখে আজ আমার চিন্তচকোর—

বিলা। হা ! হা ! হা !

মদ। ছি। ছি। ও কি? এ ত সব নষ্ট কল্যে।—এমন সময়ে কি হাসতে হয়?

বিলা।। এই না, মহারাজ এই দিকে আসচেন?

মদ। তাই ত। দেখো, ভাই, মহারাজ এলে যেন এমন করে হেসে উঠ না। আমি এখন যাই। এত দিনের পর আজ ধনদাসের মাথা খাবার যোগাড় হয়েছে।

[প্রস্থান।

(রাজা জগৎসিংহের প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আজ তিন দিন এখানে আসি নাই। আর কেমন করেই বা আসবো? আমার কি আর নিখাস ত্যাগ করবার সাবকাশ ছিল।—এ তিন দিনে প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য এসে এ নগরে একত্র হয়েছে। আর ধনকুলসিংহও প্রায় আট, দশ হাজার লোক সঙ্গে করে আসচেন। শত সহস্র বীর। দেখি, এখন মানসিংহ আপন রাজ্য কেমন করে রক্ষা করে? সে বাক। এ গৃহে ত পুষ্প-ধনুঃ আর পঞ্চ শর ব্যতীত অশ্ব কোন অস্ত্রের কথা নাই। এ ভগবান্ কন্দর্পের রণভূমি! তা কই, বিলাসবতী কোথায়! (প্রকাশে) ওহে, বসন্ত এলে কি কোকিল নাও বে থাকে? (অবলোকন করিয়া) এই যে—কেন প্রিয়ে, তুমি এত বিরসবদন হয়ে বসে রয়েছো কেন? এ কি—এ কয়েক দিন না আসাতে তুমি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ? (নিকটে উপবেশন।) দেখ, ভাই, তুমি কখন এমন ভেবো না, যে আমি সাধ করে তোমার কাছে আসি নাই।—কি আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে কথা কইলে কি, ভাই, তোমার জ্ঞাত যাবে? একটা কথাই কও। এ কি? একবারে নিস্তব্ধ!—তা তুমি যদি ভাই, আমার সঙ্গে একাত্তই কথা না কবে, তবে বল, আমি ফিরে যাই। আমি শত সহস্র কষ্ট ফেলে রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে বসে রইলে।

বিলা।। যাও না কেন; আমি কি তোমাকে বারণ করছি?

রাজা। কেন, ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি আমার উপর আজ এত দয়াহীন হলে?

বিলা।। সে কি, মহারাজ? আপনি হচেন রাজকুল-চূড়ামণি; তাতে আবার রাজা ভীমসিংহের জামাই হবেন;—আমি এক জন—

রাজা। তুমি, দেখছি, ভাই, আমার উপর যথার্থই রেগেছো।—ছি! ও কি? তুমি যে আবার নীরব হলে? দেখ, যে ব্যক্তি এত অম্মুগত, তার উপর কি এত রাগ করা উচিত? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) আহা! এমন স্তম্ভুর ধ্বনি শুনলেও কি তোমার আর রাগ যায় না?

(নেপথ্যে গীত।)

[কালীজংলা—৪৭।]

মনে বুকে দেখ না,

এ মান সহজে যাবে না,

তাঁ কি জ্ঞান না?

যে করে তোমারে যতন অতি,

চাতুরী তাহার প্রতি;

তার প্রতীকার, না হলে আর

কোন কথা কবে না!

যে দোষে তোমার মনোমোহিনী

হয়েছে অভিমানিনী,

সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,

পায়ে ধরে সাধনা!

রাজা। হা! হা! হা! সত্য বটে! দেখ, ভাই, তোমার সখীরা আমাকে বড় সৎপরামর্শ দিচ্ছে। তা এসো, তোমার পায়েই ধরি! এখন তুমি আমার সব দোষ ক্ষমা কর। (পদধারণ।)

বিলা। (ব্যগ্রভাবে) করেন কি, মহারাজ? ছি! ছি! আমি কেবল আপনার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছিলেম বৈ ত নয়। বলি দেখি, মহারাজ নারীর মান রাখেন কি না।

রাজা। আর, ভাই, পরিহাস! ভাগ্যে তোমার রোগের ঔষধ পেলেম, তাই রক্ষা।—যা হউক, এখন ত আমাদের আবার ভাব হলো?

বিলা। কেন, সাথে, আমাদের ত ভাবের অভাব কখনই ছিল না।

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ।)

রাজা। আরে এসো! দেখ, সখি, তোমাকে দেখলে আমার ভয় হয়।

মদ। ও মা!—সে কি, মহারাজ? আপনি কি কথা আজ্ঞা করেন?

রাজা। তুমি, সখি, মদন-কেতু। তুমি যে স্থানে বায়ুচালনা কত্যা থাক, সেখানে কি আর রক্ষা থাকে। অনবরত কামদেবের রণভেরি বাজতে থাকে, প্রমাদ-প্রেমযুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর পক্ষশরের আঘাতে লোকের শ্রাণ বাঁচান ভার হয়ে উঠে।

মদ। আপনার তার নিমিত্তে চিন্তা কি, মহারাজ? আপনি যদি মদনের শেলাঘাতে পড়েন, তার উচিত ঔষধ আপনার কাছেই ত রয়েছে। এমন বিশল্যকরণী থাকতে আপনার ভয় কি?

রাজা। হা! হা! সাবাস্, সখি, ভাল কথা বলেছো। তুমি, ভাই, সরস্বতীর পিতামহী!—যা হউক, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। (স্বর্ণহার প্রদান।)

মদ। (প্রণাম করিয়া) আমি মহারাজের এক জন ক্ষুদ্র দাসী মাত্র।

রাজা। বসো। (মদনিকার উপবেশন।) দেখ, সখি, তুমি ধনদাসের বিষয়ে আমাকে যে সকল কথা বলছিলে, সে কি সত্য?

মদ। মহারাজ, আপনি যদি এ দাসীর কথায় প্রত্যয় না করেন, আমার সখীকে বরং জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা। ধনদাস যে পরম ধূর্ত আর স্বার্থপর, তা আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়েছি; কিন্তু ওর যে এত দূর সাহস, এ, ভাই, আমার কখনই বিশ্বাস হয় না।

মদ। মহারাজ, স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে শুনলে ত আপনার বিশ্বাস হবে?

রাজা। হাঁ! তা হবে না কেন? এর অপেক্ষা আর সাক্ষ্য কি আছে।

মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

বিলা। নরনাথ, তুষ্ট ধনদাসই এ সব অনর্থের মূল।

রাজা। তার সন্দেহ কি? আমার এ বিবাহে কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষতঃ (হস্ত ধরিয়া) বিশেষতঃ, তুমি থাকতে, ভাই, আমি কি আর কাকেও ভাল বাসতে পারি!

বিলা। ঐ তে, মহারাজ, এই সকল মধু-মাখা কথা কয়েই আপনারা-কেবল আমাদের মনঃ চুরি করেন। (নিকটবর্তিনী হইয়া) যথার্থ বলুন দেখি, মহারাজ, এ বিবাহে আপনার এখনও মন আছে কি না?

রাজা। রাম বল! এ বিবাহে আমার কি আবশ্যক? তবে কি না,

ধনদাসের মন্তব্য শুনে আমার, ভাই, অহি-মূষিকের ব্যাপার হয়েছে, মানটা ত রক্ষা করা চাই। সেই জন্তেই এ সব উত্তোগ—

(মদনিকার পুনঃ প্রবেশ ।)

মদ। মহারাজ, আপনি সত্বর এই দিকে একবার পদার্পণ কল্যে ভাল হয়। ধনদাস আসচে। (বিলাসবতীর প্রতি) ভাই, এখন মহারাজকে একবার প্রমাণটা দেখিয়ে দেও। (রাজার প্রতি) আসুন তবে, মহারাজ !

রাজা। (উঠিয়া) আচ্ছা, তবে চল। তুমি যেখানে যেতে বল, সেখানেই যাব। এমন মাজির হাতে নৌকা দেব তার ভয় কি ? (উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি ।)

বিলা। (স্বগত) ধনদাস ধূর্তরাজ, কিন্তু মদনিকা আজ যে ফাঁদ পেতেছে, তা থেকে এ শৃংখল ভায়ার নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

(ধনদাসের প্রবেশ ।)

এসো, এসো, ধনদাস, বসো। তবে, ভাই, ভাল আছ ত ?

ধন। (বসিয়া) আর, ভাই, ভাল ? কেমন করে ভাল থাকবো, বল ? উদয়পুর থেকে ফিরে আসা অবধি, মহারাজ একবারও আমাকে রঞ্জসম্মুখে ডাকেন নাই। আর কত লোকের মুখে যে কত কথা শুনি, তার আর কি বলবো ? তবে তুমি যে আমাকে মনে রেখেছো, এই ভাল।

বিলা। গগন কি, ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত থাকে ?

ধন। না, তা ত থাকে না। তবে কি না তুমি যদি, ভাই, আমার এ মেঘাবৃত গগনের পূর্ণশশী হও, তা হলে আমাকে আর পায় কে ?

মদ। (জনান্তিকে) মহারাজ, শুনছেন।

রাজা। (জনান্তিকে) চুপ—

ধন। (স্বগত) মদনিকা না হবে ত সহস্র বার আমাকে বলেচে, যে বিলাসবতী মনে মনে আমাকেই ভাল বাসে। আর এর ভাব ভঙ্গি দেখলে সে কথাটায় এক প্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে ? আমি যে তোমাকে কত ভাল বাসি, তা কি তুমি জান না ?

বিলা। (ব্রীড়া-সহকারে) তা ভাই, আমি কেমন করে জানবো ?

ধন। সে কি, ভাই ? তুমি কি এও জান না, যে ভেক সর্বদা কমলিনীর

সহিত সহবাস করে বটে, কিন্তু সে ফল যে কি সুধারসের আকর, তা কেবল মধুকরই জানে। তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল রাজাগুলার কর্ম বোকা ? হা ! হা ! হা ! হা !

রাজা। (জনান্তিকে) শুনলে ? শুনলে বেটার স্পর্ধার কথা ? ইচ্ছা হয় যে এ নরাধমের মাথাটা এই মুহূর্তেই কেটে ফেলি। (অসি নিক্ষেপ করণে উত্তত।)

মদ। (জনান্তিকে) ও কি মহারাজ ? আপনি করেন কি ? (হস্ত ধারণ।)

ধন। দেখ, বিলাসবতি,——

বিলা। কি বল, ভাই ?

ধন। আমি ভাই, তোমার নিতান্ত চিহ্নিত দাস, আর আমি এ রাজসংসারে কর্ম করে যা কিছু সংগ্রহ করেছি, সে সকলই তোমার। (স্বগত) এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বজ্রমূল্য রত্ন আছে, তার কাছে সে কোথায় লাগে ? তা একে একবার হাত করবার কি ? এ দেশ থেকে একে একবার নে যেতে পালো হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে ?

বিলা। আমি আর কি বলবো ?

ধন। দেখ, কাল সকালে তো রাজা সৈন্য লয়ে মরুদেশ আক্রমণ কভো যাত্রা করবে। তা সে শস্ত্রবিভায় যত নিপুণ, তা কারই অগোচর নাই ! রণভূমি দেখে মুচ্ছা না গেলে বাঁচি। হা ! হা ! হা ! তা আমি বেশ জানি, এমন ভীত মানুষ তো আর ছুটি নাই।

রাজা। (জনান্তিকে) কি ! বেটা এত বড় কথা আমাকে বলে ? (মারিতে উত্তত।)

মদ। (ধরিয়া জনান্তিকে) করেন কি, মহারাজ ? একটু শান্ত হউন, আরো কি বলে, শুনুন না।

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে, যে হয় এ যুদ্ধে মারা যাবে, নয় মুখে চুণকালি নিয়ে দেশে ফিরে আসবে !——

রাজা। (জনান্তিকে) ভাল, দেখি, কার মুখে চুণ কালি পড়ে। কৃতঘ্ন ! পামর !

ধন। তা তুমি যদি, ভাই, বল, তবে আমি সব প্রস্তুত করি। চল আমরা কাল দুজনে এ দেশ থেকে চলে যাই। ও অধম কাপুরুষের কাছে থাকলে তোমার আর কি উপকার হবে ? বালির বাঁধের ভরসা কি বল ?

রাজা। (অগ্রসর হইয়া সরোষে ধনদাসের গলাদেশ আক্রমণ করিয়া) রে ছুরাচার নরাধম দাসীপুত্র ! এই কি তোর কৃতজ্ঞতা ! তুই যে দেখচি, চির-উপকারী জনের গলায় ছুরি দিতে পারিস্ ।

ধন। (সভয়ে) কি সর্বনাশ ! ইনি যে এখানে ছিলেন তা ত আমি স্বপ্নেও জানিতেন না। কি হবে ? কোথায় যাব ? এই বারে গেলেম, আর কি ? এই ছুস্চারিণী মাগীই আমাকে মজালে ।

রাজা। তোর মুখে যে আর কথাটি নাই ? তুই যে কেমন লোক, তা আমি এত দিনের পর টের পেলেম। তোরা অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা বস্তুমতী এমন ছুরাচার পাষণ্ডের ভার আর সহ্য করবেন না ! (অসি নিক্ষেপ)।

বিলা। (সমভ্রমে রাজার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ, করেন কি ? ক্ষমা দেন। এ ক্ষুদ্র প্রাণীর শোণিতে আপনার অসি কলঙ্কিত হবে মাত্র। সিংহ কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না। তা মহারাজ, আমাকে এর প্রাণটি ভিক্ষা দেন।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার কথার অত্থা কতো পারি না। আচ্ছা, প্রাণদণ্ড করবো না। (অসি কোষস্থ করিয়া) কিন্তু যাতে আমাকে ওর মুখাবলোকন কতো না হয়, এমন দণ্ড বিধান করা আবশ্যক।—রক্ষক ?—

নেপথ্যে। মহারাজ ?

(রক্ষকের প্রবেশ ।)

রাজা। দেখ, এ ছুরাচারকে নগরপালের নিকট এই মুহূর্ত্তে লয়ে যা। আর তাকে বলগে, যে এর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গালে চূণ কালি দিয়ে, একে দেশান্তর করে দেয়। আর এর যা কিছু সম্পত্তি আছে, সব দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করে।

রক্ষ। যে আজ্ঞা, ধর্ম্মাবতার ! (ধনদাসের প্রতি) চল,—

ধন। (করঘোড়ে সজল নয়নে) মহারাজ—

রাজা। চুপ, বেহায়া। আর আমি তোরা কোন কথা শুনেতে চাইনে। নে যা একে ! ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।

রক্ষ। চল।

[ধনদাসকে লইয়া রক্ষকের প্রস্থান ।]

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আহা ! প্রাণটা বেঁচেছে যে, এই রক্ষা ! এখনই ভায়ার লীলা সম্বরণ হয়েছিল আর কি। হা ! হা ! যা হউক, ইত্বর ভায়া সমস্ত রাত্রি চুরি করে করে খেয়ে, শেষ রাজে কাঁদে পড়েছেন। হা ! হা ! হা !

বিলা। এ সব, ভাই, তোরই কৌশলে ঘটলো। যা হউক, মহারাজ যে ওর প্রাণটি দিলেন, এই পরম লাভ। তবে কি না, মহারাজের চোখ দুটি যে এত দিনে খুললো, এও আশ্চর্যের বিষয়।

রাজা। এ দুরাচার আমাকে যে সব কুপথে ফিরিয়েছে, তা মনে হলে লজ্জা হয় ! কিন্তু কি করি, কেবল তোমার অনুরোধে ওটাকে অন্ন দণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিতে হলো।

নেপথ্যে। (রণবাছ) (মহারাজের জয় হউক) (রাজকুমারের জয় হউক)।

রাজা। (সচকিতে) বোধ হয়, কুমার ধনকুলসিংহ এসে উপস্থিত হলেন। প্রিয়ে, এখন আমাকে বিদায় দিতে হবে। আমাকে এখন যেতে হলো।

বিলা। সে কি, মহারাজ ? এত শীঘ্র ? তবে আবার কখন দেখা হবে, বলুন ?

রাজা। তা ভাই, কেমন করে বলবো ? আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা করবো। যদি বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেৎ এ জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো। (হস্ত ধরিয়া) দেখ, ভাই, যদি আমি মরেই যাই, তা হলে আমাকে নিতান্ত ভুল না, একবার মনে করো, আর অধিক কি বলবো।

বিলা। (নিরুত্তরে রোদন)।

মদ। (সজল নয়নে) বালাই, মহারাজ, এমন কথা কি মুখে আনতে আছে !

রাজা। সখি, এ বড় সামান্য ব্যাপার ত নয়। পৃথিবীর ক্ষত্রিয়-কুল এ রণক্ষেত্রে একত্র হবে ! সে যা হউক। এখন এসো, বিলাসবতি, আমাকে হস্তমুখে বিদায় দাও এসে।

মদ। এসো, সখি, মহারাজের সঙ্গে দ্বার পর্যন্ত যাই। আর কাঁদলে কি হবে, ভাই ? এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যে, মহারাজ যেন ভালয় ভালয় স্বরাজ্যে ফিরে আসেন।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্তাঙ্ক

জয়পুর—নগরপ্রান্তে রাজপথ-সম্মুখে দেবালয় । দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে

বিলাসবতী এবং মদনিকা ।

মদ । আর কেন, সখি ? চল, এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্‌গে, বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো । বিশেষ দেবদর্শনের ছলে এখানে এসেছি, আর এখানে থাকলে লোকে বলবে কি ?

নেপথ্যে । (রণবাছা ।)

বিলা । ঐ শোন্‌ লো, শোন্‌ । মহারাজ বৃষ্টি আবার ফিরে আসছেন ।

মদ । তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে ! ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, কে আসচে ?

বিলা । সখি, আমি চক্ষের জলে একবারে যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি । তা কৈ ? আমি ত কাকেও দেখতে পাচ্ছি না ।

মদ । এখন, ভাই, কাদলে আর কি হবে ? ঐ দেখ, মন্ত্রী মহাশয় আসছেন ।

(নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ ।)

মন্ত্রী । বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যা পারে ? হায়, একটা তুচ্ছ অগ্নিকণা এ ঘোরতর দাবানল-হয়ে জ্বলে উঠলো ! আহা, এতে যে কত সুন্দর তরু আর কত পশু পক্ষী পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তার কি আর সংখ্যা আছে । (দীর্ঘ নিশ্বাস) এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা ! এ জলশ্রোতঃ যখন পর্বত থেকে বেরিয়েছে, তখন এর গতি রোধ করা কার সাধ্য ? (নেপথ্যাভিমুখে) এ কি ? অর্জুনসিংহ, তোমার দল যে এখনও এখানে রয়েছে ?

নেপথ্যে । আজ্ঞা, এই আমরা চললেম আর কি ।

মন্ত্রী । কি সর্বনাশ ! তোমার কি কিছুমাত্র ভয় নাই ? এ কি ? এ সব ময়দার গাড়ী এখনও পড়ে রয়েছে ?

নেপথ্যে । মহাশয়, গরু পাওয়া ভার ।

মন্ত্রী । (কর্ণ দিয়া) অ্যা—কি বললে ? গরু পাওয়া ভার । কি সর্বনাশ ! তোমরা তবে কি কত্যা আহ ?

নেপথ্যে। উঠ হে, উঠ, শীঘ্র করে গাড়ী গুলন যুতে কেল।

ঐ। আজ্ঞা, এই হলো আর কি ?

ঐ। ও হে বাস্তবেরা, তোমরা যুযুতে লাগলে না কি ? বাজাও। বাজাও।

ঐ। মহাশয়, অশীর্বাদ করুন, এই আমরা চললেম। বাজাও হে, বাজাও।

ঐ। (রণবাচ্চ) মহারাজের জয় হউক !

মন্ত্রী। (স্বগত) দেখিগে, আর কোন্ দল কোথায় কি কচো ? আঃ, এ সব কি একজন হতে হয়ে উঠে ? ভগবান্ সহস্রলোচন পারেন কি না, সন্দেহ ; আমার ত দুই চক্ষু বৈ নয় !

[প্রস্থান।

বিলা। মদনিকে, চল, ভাই, আমরা ওই ময়দার গাড়ীর পেছনে পেছনে মহারাজের নিকট যাই।

মদ। তুমি, সখি, পাগল হলে না কি ? চল বরং বাড়ী যাই। দেখ, বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হলো। এখন রাজহংসীরা সরোবরে ভেসে গা শীতল কচো। তা আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হয় না।

বিলা। আমার কি আর, ভাই, ঘরে ফিরে যেতে মনঃ আছে ?

মদ। হা! হা! হা! তুমি, ভাই, কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ কল্যে নাকি ? হা! হা! হা! সখি, কৃষ্ণ বিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাঁচে না। হা! হা! হা! ওহে রাধে! এ যমুনা-পুলিনে বসে একলা কাঁদলে আর কি হবে ? তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে কুজা সুন্দরীকে লয়ে কেলি কচোন। হা! হা! হা!

বিলা। ছি ; যাও মেনে, ভাই। ও সব তামাসা এখন আর ভাল লাগে না।

মদ। এ কি ? ধনদাস না ?

(নীচে দরিদ্রবেশে ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! আমি এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ সুখ ভোগ করে, অবশেষে অস্বাভাবে ক্ষুধাতুর কুকুরের জায় আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ফিরতে হলো ? তা তোমারই বা দোষ কি ? আমারই কর্মের দোষ। পাপকর্মের প্রতিফল

এইরূপেই ত হয়ে থাকে। হায়! হায়! লোভমদে মত্ত হলে লোকের কি আর জ্ঞান থাকে? তা না হলে রঘুপতি কি সীতাকে ফেলে দিলেন—মৃগের অঙ্গসরণ কতেন? এই লোভমদে মত্ত হয়ে আমি যে কত কুর্কর্ম করেছি, তার সংখ্যা নাই। (রোদন) প্রভু, আমার অশ্রুজল দিয়া তুমি আমার পাপক্ষে মলিন আত্মাকে ধৌত কর! (রোদন) হায়! হায়! আমার যদি এ জ্ঞান পূর্ব্বে হতো, তবে কি আর আমার এ ছদ্মশা ঘটতো।

মদ। আহা! সখি, স্তনলে ত? দেখ, সখি, ধনদাসের দশা দেখে আমার যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হচ্ছে, তা আর কি বলবো? তুমি ভাই, এখানে একটু থাক, আমি গিয়ে ওর সঙ্গে গোটা দুই কথা কয়ে আসি।

প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) ধনসঙ্কয়ের নিমিত্তে লোকে কি না করে? কিন্তু সে ধন কারো সঙ্গে যায় না। হায়, এ কথাটি যে লোকে কেন না বোঝে, তাই আশ্চর্য্য। এই যে আমি এত করে একগাছি রত্নমালা গেঁথেছিলাম, সে গাছি এখন কোথায় গেলো? কে ভোগ করবে? হাঃ।

(মদনিকার প্রবেশ।)

মদ। ধনদাস যে।

ধন। অ্যা—কেন—কে ও? মদনিকা? (স্বগত) আরো কি যন্ত্রণা বাকি আছে? (প্রকাশে) দেখ, ভাই, আমি যত দূর দণ্ড পেতে হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার—

মদ। না, না, তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আর কোন মন্দ করবো না। তোমার দুঃখে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখী হয়েছি, তা তোমাকে আর কি বলবো? ধনদাস, আমি, ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে—হাজার হউক, পরের দুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়। তা, ভাই, যা হবার হয়েছে, এখন এই নাও, আমি তোমাকে এই অঙ্গুরীটি দিলেম।

ধন। (সচকিতে) আঃ, এ অঙ্গুরীটি, ভাই, তুমি কোথা পেলে?

মদ। কেন? তুমিই যে আমাকে দিয়েছিলে! এখন ভুলে গেলে না কি? উদয়পুরের মদনমোহনকে তোমার মনে পড়ে কি? (ঈষৎ হাস্য।)

ধন। অ্যা—কাকে বললে, ভাই?

মদ। মদনমোহনকে—যে তোমাকে মদনিকাকে দেখাতে চেয়েছিল। আজ তা হলো ত ? এই দেখ—আমিই সেই মদনিকা !

ধন। তুমি কি তবে উদয়পুরে গিয়েছিলে ?

মদ। আর কেমন করে বলবো ? আমি না হলে এ সকল ঘটনা ঘটায় কে ? ধনদাস, তুমি ভেবেছিলেন, যে তোমার চেয়ে ধূর্ত আর নাই ; কিন্তু এখন টের পেলে ত, যে সকলেরই উপর উপর আছে ভেবে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কত বড় ছুট্ট ছিলে ! সে যা হউক, টের হয়েছে। এখন যদি তোমার সে ছুট্ট বুদ্ধি গিয়ে থাকে, তবে আমার সঙ্গে এসো। দেখি, আমি যাকে ভেঙেছি, তাকে আবার গড়তে পারি কি না।

ধন। তোমার কথা শুনে ভাই, আমি অবাক হয়েছি। তুমিই তবে সেই মদনমোহন ? কি আশ্চর্য্য !—আমি কি কিছুমাত্র চিনতে পারি নাই ?

মদ। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ঐ দেখ, বিলাসবতী উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কাছে, ভাই, আর পিরীতের কথার নামও করো না। আর দেখ, এ জন্মে কাকেও মেয়েমানুষ বলে অবহেলা করো না। তার ফল ত দেখলে ? কি বল ? হা ! হা ! হা ! (বিলাসবতীর প্রতি) এসো, সখি, তুমি একবার নেবে এসো। আমার ভারি খিদে পয়েছে। চল হে, ধনদাস, চল।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজগৃহ ।

(রাজা ভীমসিংহ এবং মন্ত্রী প্রবেশ ।)

রাজা । কি সর্বনাশ ! তার পর ?

মন্ত্রী । আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ আসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তিনি সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরকে ভস্মসাৎ করে মহারাজের রাজ্য ছারখার করবেন । রাজা জগৎসিংহেরও এইরূপ পণ ।

রাজা । (ক্ষোভ ও বিরক্তির সহিত) বটে ? এ কলিকালে লোকে একেই কি বীরত্ব বলে থাকে ? (ললাটে করপ্রহার করিয়া) হায় ! হায় ! মৃতদেহে কে না খড়্গা প্রহার কতো পারে ? আমার যদি এমন অবস্থা না হতো, তা হলে কি আর এঁরা এত দর্প কতো পারতেন ? দেখ, আমার ধনা অর্থশূন্য ; সৈন্য বীরশূন্য, সূতরাং আমি অভিমত্ব্যুর মতন এ সপ্ত রথীর মধ্যে যেন নিরস্ত্র হয়ে রয়েছি ; তা আমার সর্বনাশ করা কিছু বিচিত্র কথা নয়।—হে বিধাতঃ, এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহ্য কতো হবে ? শমন আমাকে কত দিনে গ্রাস করবেন ?

মন্ত্রী । মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হলে—

রাজা । (সরোষে) বল কি, সত্যদাস ? এ সকল কথা শুনে স্থির হয়ে থাকা যায় ? মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসন ? আর রাজা জগৎসিংহও যে এখন আত্মবিস্মৃত হলেন, এও বড় আশ্চর্য্য । (পরিক্রমণ)

মন্ত্রী । (স্বগত) হায় ! হায় ! এ কি রাগের সময় ? আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কি এ প্রবল বৈরীদলকে কটুক্তিতে বিরক্ত করা উচিত ? (দীর্ঘনিশ্বাস) হা বিধাতঃ, কুমারী কৃষ্ণাকে লয়ে যে এত বিজ্রাট ঘটেবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর ।

রাজা । (উপবেশন করিয়া) সত্যদাস, বসো ।

মন্ত্রী । যে আজ্ঞা, মহারাজ, (উপবেশন ।)

রাজা। এখন এতে কি কর্তব্য, তা বল দেখি ? আমি ত কোন দিকেই এ বিপদ-সাগরের কূল দেখতে পাচ্ছি না। (দীর্ঘনিশ্বাস) মন্ত্রী, এ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি কত যে সুখভোগ করেছি, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা বিধাতা কি অপরাধ দেখে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন, বল দেখি ! এমন যে মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো ! হায় ! শমন কি আমাকে বিস্মৃত হলেন ! এ কক্ষ আমার গৃহে কেন জন্মেছিল ? হায় !

মন্ত্রী। নরনাথ, এ সূর্য্যবংশীয় রাজারা পূর্বকালে আপন কূল মান রক্ষার্থে যা যা কীর্ত্তি করে গেছেন, তা কি আপনার কিছুই মনে হয় না ?

রাজা। সত্যনাস, তুমি ও সকল কথা আমাকে এখন আর কেন স্মরণ করিয়ে দাও ? আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে, সে অন্ধকার যেন দ্বিগুণ বোধ হয় ; ও সব পূর্বকথা মনে হলে কি আমার আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে—

মন্ত্রী। মহারাজ—

রাজা। হায়, এ শৈলরাজের বংশে আমার মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে ? ব্যাধের ভয়ে শৃগাল গহবরে প্রবেশ করে ; কিন্তু সিংহের কি সে রীতি ?

(বলে প্রসিংহের প্রবেশ ।)

এসো, ভাই, বসো। তুমি এ সকল সংবাদ শুনেছ ত ?

বলে। (উপবেশন করিয়া) আজ্ঞা, হ্যাঁ, মন্ত্রীর নিকট সকলই অবগত হয়েছি। আর আমিও যে কয়েক জন দূত পাঠিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে তিন জন ফিরে এসেছে। যবনপতি আমীর আর মহারাত্রিপতি মাধবজী, উভয়েই রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়েছেন।

রাজা। সে কি ? আমীর না ধনকুলসিংহের দলে ছিলেন ?

বলে। আজ্ঞা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রবঞ্চনায় ধনকুলসিংহের প্রাণ নাশ করে, এখন আবার রাজা মানসিংহের সহায় হয়েছেন।

রাজা। আঁ ! বল কি ? আহা হা ! আমি দেখছি, বিশ্বাসঘাতকতা এ যবনকুলের কুলব্রত !

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ নাই ; ভারতবর্ষে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

রাজা। জয়পুর থেকে, ভাই, কি সংবাদ এসেছে, বল দেখি শুন।

বলে। আজ্ঞা, রাজা জগৎসিংহও প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন ক'চোন। আর অনেক অনেক রাজবীরও তাঁর সহায় হয়েছেন।

মন্ত্রী। হায় ! হায় ! এ সময়ের কথা শুনলে যে কত দুর্ভাগ্য থেকে কত লোক গর্জে উঠবে, তার সংখ্যা নাই। ঝড় আরম্ভ হলে সাগরের তরঙ্গসমূহ কখনই শান্তভাবে থাকে না।

রাজা। না, তা ত থাকেই না। তবে এখন এতে কি কর্তব্য ? তুমি কি বল, বলেশ্বর ?

বলে। আজ্ঞা, আর কি বলবো ? মহারাজের কিয়া স্বদেশের হিতসাধনে, যদি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। তবে কি না, এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মন্ত্রণের অসাধ্য। যা হোক, যে পর্যন্ত আমার কায় প্রাণে বিচ্ছেদ না হয়, আমি যত্নে কখনই বিরত হবো না। এখন দেবতারা—

রাজা। ভাই, এখন কি আর সে কাল আছে, যে দেবতার মানবজাতির দুঃখে দুঃখী হবেন। দুরন্ত কলির প্রতাপে অমরকুলও অস্তহিত হয়েছেন। তবে এখনও যে চন্দ্র সূর্যের উদয় হয়ে থাকে, সে কেবল বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধি বলে।

বলে। যদি আপনি আজ্ঞাকরেন, তা হলে, না হয় একবার দেখি, বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে কি লিখেছেন।

রাজা। (দৌর্ধনিশ্বাস) তা, ভাই, আর দেখতে হবে কেন ? বুঝেই দেখ না, যদি কোন ব্যক্তি 'বিধাতা আমার কপালে কি লিখেছেন, দেখি,' এই বলে কোন উচ্চ পর্বত থেকে লাফ দেয় ; কিংবা জলন্ত অনলে প্রবেশ করে, তা হলে বিধাতা যে তার কপালে কি লিখেছেন, তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়।

বলে। আজ্ঞা, তা যথার্থ বটে। তবে,——

মন্ত্রী। (বলেশ্বরের প্রতি) আপনি একবার এই পত্রখানি পড়ে দেখুন দেখি। (পত্রপ্রদান।)

রাজা। ও কি পত্র, মন্ত্রী ?

মন্ত্রী। মহারাজ, এ পত্রখানি আমি গত রাত্রে পাই। কিন্তু এ যে কৈ কোথ থেকে লিখেছে, আর কে দিয়ে গেছে, তার আমি কোন সন্ধানই পাই না।

বলে। কি সর্বনাশ! রাম, রাম, রাম, রাম।—এমন কথা কি মুখে আনতে আছে!

রাজা। কেন, ভাই, বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি, শুনি?

বলে। আজ্ঞা, এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ কত্যা পারি না, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, পড়ে দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণগোচর করা আমার সাধ্য নয়। (রাজাকে পত্র-প্রদান।)

মন্ত্রী। কথাটা অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিন্তু—

বলে। রাম! রাম! আর ও কথায় প্রয়োজন কি? রাম, রাম! এও কি কথা! ছি, ছি, ছি!

মন্ত্রী। (জনাস্তিকে) তা—বলি—বলি—এ উপায় ভিন্ন আর যদি অন্য কোন উপায় থাকে, তা বরং আপনি বিবেচনা করে দেখুন—

বলে। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করেছি। মহাশয়, এ কি মন্ত্রস্ত্রের কর্ম?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুল মান রক্ষা করা মানবজাতির প্রধান কর্ম। স্থিতিবৃত্ত: ক্ষত্রকুলের যে কি রীতি, তা ত আপনি জানেন।

রাজা। (ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্বক) মন্ত্রী,——

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। এ পত্রখানি তোমাকে কে লিখেছে হে?

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমি বলতে পারি না।

রাজা। দেখ, মন্ত্রী, এ চিকিৎসক অতি কটু ঔষধের ব্যবস্থা দেয় বটে, কিন্তু এ দেখতি, রোগ নিরাকরণ কত্যা সুনিপুণ। (দীর্ঘনিশ্বাস এবং নীরবে অবস্থান।)

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ! আর বোধ হয়, এ রোগের এই ভিন্ন আর কোন ঔষধ নাই।

রাজা। বলন্তু,——

বলে। আজ্ঞা——

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাই, কি হবে?

বলে। আজ্ঞা, এ পত্রখানি আমাকে দেন, আমি ছিঁড়ে ফেলি। এ যে শত্রুর লিপি, তার কোন সম্বন্ধ নাই। কি সর্বনাশ!

রাজা। তুমি কি বল, সত্যদাস?

মন্ত্রী। মহারাজ, বিপদকাল উপস্থিত হলে, লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষ: বিদীর্ণ করেও দেবপূজায় রক্তদান করে থাকে।

রাজা। সত্যদাস, তা যথার্থ বটে। কিন্তু বক্ষ: বিদীর্ণ করে রক্ত দেওয়াতে আর এ কক্ষেতে অনেক পৃথক্।

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা এ যাতনা অধিকতর, কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, এ সময়ে সর্বনাশ হবার সম্ভাবনা; তা সর্বনাশ অপেক্ষা—

রাজা। সত্যদাস, এ কথাটা মনে হলে সর্বশরীর লোমাঞ্চিত হয়, আর চতুর্দিক্ যেন অন্ধকার দেখি। আঃ, কি হলো! হা পরমেশ্বর!—না, না, না,—এও কি হয়?—

মন্ত্রী। মহারাজ, মনে করে দেখুন। কত শত রাজসভা এই বংশের মানরক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে দেহ ত্যাগ করেছেন; বিশেষতঃ যিনি নরপতি, তিনি প্রজাগণের পিতাম্বরূপ, তা এক জনের মায়ায় কি শত সহস্র জনকে ধনে প্রাণে নষ্ট করা উচিত?

রাজা। হাঁ, তা বটে। কিন্তু তা বলে আমি কি এই অদ্বৃত্ত নির্ভর ব্যাপারে সম্মত হতে পারি? আর রাজমহিষী এ কথা শুনলেই বা কি বলবেন? আমাদের পুরুষকুলে জন্ম; স্ত্রতরাং আমরা অনেক সহ্য কত্যা পারি; কিন্তু—

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি এ কথা কেমন করে টের পাবেন?

রাজা। সত্যদাস, এ কথা কি গোপনে থাকবে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা না থাকতে পারে। তবে কি না, এটা একবার চুকে গেলে আর ততো ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাতা হতে শোকের সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেন। অতএব শোক কিছু চিরস্থায়ী নয়।

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই জেয়ঃ!—না, —তাতেই বা কি হবে? কেবল আত্মহত্যার পাপ গ্রহণ করা। বিশেষতঃ, আপন রাজ্যের ও পরিবারের সমূহ বিপদ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না, না,—কৃষ্ণা থাকতে এ বিবাদ যে মেটে, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আর এ বিবাদ ভঞ্জন না হলেও সর্বনাশ। উঃ—না,—না, (গাত্রোথান) তা বলে কি আমি এ কক্ষে সম্মত হতে পারি? সত্যদাস, এমন কর্ম চণ্ডালেও কত্যা পারে না। আর চণ্ডাল ত মল্লভূ, এমন কর্ম পশু পক্ষীরাও কত্যা বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল জন্তুরা মাংসপী, তাম্রাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিপালন করে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, এ ভর্তুকিবতকের বিষয় নয়। আপনি কি বলেন, বীরবর ?

বলে। আমি এতে আর কি বলবো ?

রাজা। বললো, আমি কি, ভাই, ইচ্ছা করে আমার স্নেহপুত্রলিকা কীর প্রাণনাশ কতো সম্ভব হতে পারি ? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হয়, অপজ্ঞাসেই যে কারি নাম, সে তা কখনই জানে না। ভাই, এ কথাটা মনে হলে প্রাণ নে কেমন করে উঠে, তার আর কি বলবো ? উঃ—(বন্ধঃস্থলে হস্তপ্রদান) হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে ? আহা ! এমন সরলা বালা— আমার প্রাণপ্রতিমা নিরপবাধে—আহা ! ও মা কৃষ্ণা—আঃ—(মুচ্ছাপ্রাপ্ত)।

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ !

বলে। হায়, এ কি হলো ?—কি হবে ? এখানে কে আছে রে ?

(ভূত্যের প্রবেশ।)

ভূত্য। কি সর্বনাশ ! এ কি ?—মহারাজ !—এ কি ?

মন্ত্রী। বীরবর, এ দেখছি, বিষম বিপদ উপস্থিত। তা আমুন, আমরা মহারাজকে এখানে থেকে নিয়ে যাই। রামপ্রসাদ, তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈতকে ডেকে আনগে যা।

ভূত্য। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। আপনি মহারাজকে ধরুন।

[রাজাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—একলিঙ্গের মন্দির-সম্মুখে।

(ভূত্যের প্রবেশ।)

ভূত্য। (স্বগত) উঃ, কি অন্ধকার ! আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) কি ভয়ানক স্থান। এখানে যে কত ভূত, কত

জ্যেষ্ঠ, কত শিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা আছে। মহারাজ যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন এলেন, তা ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। (সচকিতে) ও বাবা! ও কি ও? তবে ভাল!—একটা পৈচ। আমার প্রাণটা একবারে উড়ে গেছলো! শুনেছি, পৈচগুলো ভুতুড়ে পাখী। তা হতে পারে। ও মধুর স্বর ভূতের কানে বই আর কার কানে ভাল লাগবে। দূর! দূর! (পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! আজ ক দিন হলো, মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আহা, নিজা, রাজকর্ম, সকলই একবারে পরিত্যাগ করেছেন, আর সর্বদাই “হে বিধাতা, আমার কপালে কি এই ছিল। হা! বৎসে কৃষ্ণা, যে তোমার রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে তোমার ভক্ষক হতে হলো!” কেবল এই সকল কথাই গুর মুখে শুনেতে পাই। (নেপথ্যে পদশব্দ—সচকিতে) ও আবার কি? লম্বা যেন ভালগাছ! ও বাবা! কি সর্বনাশ! এ কি নন্দী না ভূদী, না বীরভদ্র? বুঝি বীরভদ্রই হবে! তা না হলে এমন দীর্ঘ আকার আর কার আছে! উঃ! ও বাবা! এই দিকেই যে আসচে।

(রক্ষকের প্রবেশ।)

কে ও? ও! রঘুবরসিংহ! আঃ! বাঁচলেন। আমি, ভাই, তোমাকে বীরভদ্র ভেবে পলাতে উত্তত হয়েছিলাম। তা তুমিও প্রায় বীরভদ্র ন।

রক্ষ। চুপ কর হে। এত চেষ্টিয়ে কথা কইও না।

ভূত্যা। কেন? কেন? কি হয়েছে?

রক্ষ। মহারাজ, বোধ হয়, অত্যন্ত সঙ্কটে পড়েছেন; বাঁচেন কি না, সন্দেহ।

ভূত্যা। বল কি, রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মূর্ছা যাচ্ছেন। ভগবান্ শম্ভুদাস আর তাঁর প্রধান প্রধান চেলারা অনেক ঔষধপত্র দিচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠে না। আহাঃ, মহারাজের হুঃখ দেখলে বুক কেটে যায়। আর রাজকুমার বলেদ্রও, দেখছি, অত্যন্ত কাতর। দেখ, ভাই, বড় ঘরে ভেয়ে ভেয়ে এমন প্রণয় আমি কোথাও দেখি নাই। দুই জনে যেন এক প্রাণ।

ভূত্যা। তার সন্দেহ কি?

রক্ষ। তুমি ত, ভাই, সর্বদাই মহারাজের কাছে থাক। তা মহারাজের এমন হবার কারণটা কিছু বুঝতে পার?

ভৃত্য। কৈ, না! কেন? তুমিও ত, ভাই, রাজকুমারের ওখানে থাক।
তা তুমি কি কিছু জান না?

রক্ষ। কে জানে, ভাই, কিছুই ত বুঝতে পারি না। তবে অহুমান্বে বোধ
হয়, রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহ বিষয়ই এ বিপদের মূল কারণ; দেখ, এ কয়েক
দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে সর্বদা তাঁরই নাম শুনেতে পাই।

ভৃত্য। বটে? আমিও, ভাই, মহারাজের মুখে তাই শুনি।

(বলেমুদ্রসিংহের প্রবেশ।)

বলে। (স্বগত) কি সর্বনাশ; এ কি আমার কৰ্ম; হস্তী শূকুমার কুমুমকে
দলন করে ফেলে বটে? তা সে পশু বৈ ত নয়। রূপ লাভ্য গুণবিষয়ে তার চক্ষু:
অন্ধ। কিন্তু মনুষ্য কি কখন পশুর কাজ কত্যা পারে? না, না, এ আমার
কৰ্ম নয়। আমার এখন এ স্থান হতে প্রস্থান করাই কর্তব্য। (প্রকাশে)
রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। কি আজ্ঞা, বীরপতি!

বলে। জীজ্ঞ আমার ঘোড়া আনতে বলে।

রক্ষ। যে আজ্ঞা! (ভৃত্যের প্রতি) ওহে, বড় অন্ধকারটা হয়েছে; এসো
না, ভাই, আমরা দু'জনেই যাই।

ভৃত্য। আচ্ছা, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, রক্ষা করুন, আর কি বলবো? আপনি
এত বিরক্ত হলে সর্বনাশ হয়! আসুন, মহারাজ আপনাকে আবার ডাকছেন।

বলে। (হস্ত ছাড়াইয়া) তুমি বল কি, মন্ত্রী? আমি কি চণ্ডাল? না
পাশু? এ কি আমার কৰ্ম? এ কলঙ্কমাগরে মহারাজ আমাকে কেন মগ্ন
কত্যা চান? অ্যা? আমি কি বলে মনকে প্রবোধ দেবো, বল দেখি? কৃষ্ণা
আমার প্রাণপুত্রলিকা। আমি কেমন করে নিরপরাধে তার প্রাণ বিনষ্ট করি?—
ঐহিক সুখের জন্তে লোক পরকাল নষ্ট করে; কেন না, পরকালে যে কি ঘটবে,
তার নিশ্চয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, পাপ কৰ্মের প্রতিফল কি ইহ কালেও
ভোগ কত্যা হয় না?—মন্ত্রী, তুমি এ ঘৃণাম্পদ কৰ্ম কত্যা আমাকে আর
অজ্ঞরোধ করো না।

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, আপনি মন্দিরের ভিতরে আসুন। এ সব কথার যোগ্য স্থল এ নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(চারি জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

সকলে। (মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া) বোম্ ভোলানাথ! (সকলের উপবেশন এবং শিবস্তব গীতান্তে) বোম্ মহাদেব।

প্রথম। গৌসাই জি, আপনি যে বলছিলেন, অত্ন রাত্রে মহারাজের কোন বিপদ হবে, এর কারণ কি? আর আপনিই বা তা কি প্রকারে জানতে পারলেন?

দ্বিতীয়। বাপু, তোমরা আমার চেলা। অতএব তোমাদের নিকট আমার কোন বিষয় গোপন রাখা অতি অকর্তব্য। অত্ন সায়ংকালীন ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়ছে। কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো, যেন সে স্থল হতে একটা রক্তশ্রোতঃ নির্গত হচ্ছে। তৎপরে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী দগ্ধ হচোন, আর সকল দেবগণ হাহাকার কচোন। এ সকলের পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হলো। বাপু, এ সকল কুলক্ষণ। তাতে যেন কোন বিশেষ বিপদ উপস্থিত হবে তার সন্দেহ নাই।

প্রথম। তা আপনি কেন মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করান না।

দ্বিতীয়। বাপু, বিধাতার যা নির্বন্ধ তা অবশ্যই ঘটবে; অতএব মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করালে কেবল তাঁকে উদ্বিগ্ন করা হবে। আর কোন উপকার নাই।

তৃতীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত, আর কি বিপদ ঘটতে পারে?

দ্বিতীয়। তা কেবল ভগবান্ একলিঙ্গই জানেন। আমার অহুমান হয়, যার নিমিত্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত, তার প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘটতে পারে। যা ইউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই! এক্ষণে চল, আমরা এ স্থান হতে প্রস্থান করি। আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, অতি দ্রুত একটা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হবে।

সকলে। বোম্ কেদার! হর-হর-হর! বোম্-বোম্-বোম্।

[সকলের প্রস্থান।]

(বলেঙ্গ এবং মন্ত্রী পুনঃ প্রবেশ ।)

মন্ত্রী। রাজকুমার, পিতৃসত্যাপালনহেতু রঘুপতি রাজভোগ পরিতাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃকুল্য। তা মহারাজের আজ্ঞা অবহেল করা আপনার কোন মতেই উচিত হয় না।

বলে। আর ও সব কথায় আবশ্যক কি ? আমি যখন মহারাজের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, না, তা কেমন করে থাকবে ?

বলে। দেখ, মন্ত্রী, তুমি মহারাজকে সাবধানে রাজপুরে আন। হায় ! হায় ! আমার অদৃষ্টে এমন কেন ঘটলো ? অবশ্য আমার পূর্বজন্মে কোন পাপ ছিল ; তা না হলে—

(নেপথ্যে) বীরবর, আপনার ঘোড়া প্রস্তুত।

বলে। আচ্ছা। আমি চললেম, মন্ত্রী।

[প্রস্থান।]

মন্ত্রী। (স্বগত) রাজকুমার যে এ দুর্ভাগ্য কশ্মে সম্মত হবেন, এমন ত কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যাহা হউক, এখন বহু কষ্টে সম্মত হলেন। আহা ! রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। হায়, হায় ! হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য বিড়ম্বনা।

(রাজার প্রবেশ ।)

রাজা। সত্যদাস, বলেঙ্গ কি গেছে ? হায়, হায় ! হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি তুমি এই লিখেছিলে ? বাছা, আমি কি আর তোমার সে চন্দ্রানন দেখতে পাব না ? হায়, হায় ! ছিঃ, আমি কি পাষণ্ড ! নরাধম—

মন্ত্রী। মহারাজ, এখন চলুন, রাজপুরে চলুন।

রাজা। সত্যদাস, আমি ও মশানে আর কেমন করে প্রবেশ করবো ?

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার,—

রাজা। সত্যদাস, তুমি আমাকে কেন আর ধর্ম্মাবতার বল ? আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। আমি স্বয়ং কলি অবতার।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয়।

(বড় ও আকাশে মেঘগর্জন ।)

রাজা। (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গহিত কর্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন ; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুণ্ডা-রূপে গর্জন কল্যেন। উঃ ! কি ভয়ানক ব্যাপার ! কি কালস্বরূপ অন্ধকার ! হে তমঃ, তুমি কি আমাকে গ্রাস কত্যে উদ্ভত হয়েছেো ? উঃ ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দৌণ্ডিমান্ কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধাধিত কল্যেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ ! এ কি প্রলয়কাল ! তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না ? (উর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) হে কাল, আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র ! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদেবি ! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ ! বিনাশ কর।—কৈ ? এখনও বজ্রাঘাত হলো না ?—কৈ ? বিলম্ব কেন। (হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া) এই - নেও !—এই নেও ! (কিঞ্চিৎ নীরব) কৈ ? বজ্র ভয়ে পলায়ন কল্যেন নাকি ? (বিকট হাস্য ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি বিপদ উপস্থিত ! মহারাজ যে ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন। (প্রকাশে) মহারাজ, আপনি ও কি করেন ? আশুন, এক্ষণে রাজপুরে যাই।

রাজা। (না শুনিয়া) পরমেশ্বর কি কল্যে ?—মৃত্যু হবে না ? কেন হবে না ? কেন ?—কেন ?—অ্যা ! কি হবে ? তবে কি হবে ?—আমার কি হবে ? (রোদন ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি সর্বনাশ ! এখন কি করি ? একে লয়ে যাবার উপায় কি ?

রাজা। এ কি ? ও মা কৃষ্ণা ! কেন, মা ?—এস, এস, একবার তোমার মস্তক চুসন করি। তোমার কি হয়েছে, মা ?—আহা !—আমি যে তোমার দুঃখী পিতা, মা। যাকে তুমি এত ভাল বাসতে।—(রোদন) ও কি ভাই বলেন্স ? ও কি ?—ও কি ?—কি কর ?—কি কর ? এমন কর্ম—ওঃ—(মূচ্ছাপ্রাপ্তি ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি ? এ কি ? এ কি সর্বনাশ !—কি হবে ? এখানে যে কেউ নাই। (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিঁস রে !

(ভৃত্য ও রাক্ষসের প্রবেশ ।)

ভৃত্য। এ কি ?—কি সর্বনাশ ।

মন্ত্রী। ধর, ধর, মহারাজকে লীড় রাজপুরে লয়ে চল ।

[রাজাকে লইয়া প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—কৃষ্ণকুমারীর মন্দির ।

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ ।)

অহ। (চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া) ভগবতি, কৈ, আমার কৃষ্ণা ত এখানে নাই ?

তপ। বোধ করি, তবে রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীতশালা থেকে আসেন নাই । তা আপনি এত উতলা হলেন কেন ?

অহ। (নিরুত্তরে রোদন ।)

তপ। (হস্ত ধরিয়া) ছি, ছি ! ও কি মহিষি ? স্বপ্নও কি কখন সত্য হয় ? তা হলে এ পৃথিবীতে যে কত শত দরিদ্র রাজা হতো ; আর কত শত রাজা দরিদ্র হতেন, তার সীমা নাই । কত লোক যে, কত কি স্বপ্নে দেখে, তা কি সব সত্য হয় ?

অহ। ভগবতি, আমার প্রাণটা কেমন কচ্যে ; আপনি আমার কৃষ্ণাকে ডাকুন । আমি একবার তাঁর চাঁদবদনখানি ভাল করে দেখি । (রোদন ।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না । আপনি এমন কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, বলুন দেখি শুনি ।

অহ। ভগবতি, সে স্বপ্নের কথা মনে হলে, আমার সর্বদাঙ্গ শিহরে উঠে ! (রোদন ।)

তপ। কেন, বৃন্তাস্তটাই কি ?

অহ। আমার বোধ হলো, যেন আমি ঐ ছয়য়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে এক জন ভীমরূপী বীর পুরুষ একখান অসি হস্তে করে এই মন্দিরে প্রবেশ কল্যে—

তপ। কি আশ্চর্য্য ! তার পর ?

অহ। আমার কৃষ্ণা যেন ঐ পালঙ্কের উপর একলা শুয়ে আছে। আর ঐ বীর পুরুষ কল্যে কি, যেন ঐ পালঙ্কের নিকটে এসে তাকে ঝড়গাখাত কতো উত্তত হলো ; আমি ভয়ে অমনি চীৎকার করে উঠলেম, আর নিজাভঙ্গ হয়ে গেল। ভগবতি, আমার কপালে কি হবে, বলতে পারি না। (রোদন।)

তপ। আপনি কি জানেন না, মহিষি, যে স্বপ্নে মন্দ দেখলে ভাল হয়, আর ভাল দেখলে মন্দ হয় ?

অহ। সে যা হোক, ভগবতি, আমি আজ রাত্রে আমার কৃষ্ণাকে কখনই এ মন্দিরে শুতে দেবো না।

তপ। (সহাস্ত্র বদনে) কেন মহিষি, তাতে দোষ কি ? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ঐ শুভ্রন ! আমি বলেছিলাম কি না, যে রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় আছেন। তা চলুন, আমরা সেখানেই যাই। মহিষি, আপনি কৃষ্ণার সম্মুখে কোন মতেই এত উতলা হবেন না। মেয়েটি ভ্রাপনাকে এ অবস্থায় দেখলে অত্যন্ত বিষন্ন হবে। তা তাকে আর কেন বৃথা মনঃপীড়া দেবেন ? আর বিবেচনা করে দেখুন না কেন, স্বপ্ন নিজাদেবীর ইচ্ছাজাল বৈ ত নয়। চলুন, আমরা এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(খড়্গহস্তে বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।)

বলে। (স্বগত) আমি যে কত শত বার এই মন্দিরে প্রবেশ করেছি, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু আজ প্রবেশ কতো যেন আমার পা আর উঠতে চায় না। তা হবেই ত। চোরের মতন সিঁদ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকা কি বীর পুরুষের ধর্ম ? হায় ! মহারাজ কেন আমাকে এ বিষম বন্ধ্যটে ফেললেন ? এ নিদারুণ কর্ম কি অশ্রু কারো দ্বারা হতে পারতো না ? ইচ্ছা করে যে কৃষ্ণাকে না মেরে আপনিই মরি ! (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু তাতে ত কোন ফল দর্শাবে না ? (শয্যার নিকটবর্তী হইয়া) কৈ ? কৃষ্ণা ত এখানে নাই। বোধ হয়, এখনও শুতে আসে নাই। তা এখন কি করি ? (পরিক্রমণ।) (নেপথ্যে গীত।) (স্বগত) আহা ! হে বিধাতঃ, আমি কি এমন কোকিলাকে চিরকালের জন্তে নীরব কতো এলেম ? এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ? এই যে কৃষ্ণা এ দিকে আসছেন ! হায়, হায় ! হে বিধাতঃ, তুমি কি নিমিত্ত এ রাজবংশের প্রতি এত প্রতিকূল হলে ! এমন নিধি দিয়ে কি আবার তাকে অপহরণ করবে ! হায়, হায় ! বৎসে, তুমি কেন এ নির্ভুর ব্যাঘ্রের প্রাসে পড়তে আসচো ! (অস্তুরালে অবস্থিতি।)

(কৃষ্ণার সহিত তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ ।)

তপ। বাছা, এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি গান বাজতে মত্ত থাকতে হয় ? যাও, রাজমহিষী যে শয়নমন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন করগে, আর বিলম্ব করো না।

কৃষ্ণা। ভাল, ভগবতি, মাকে আজ এত উতলা দেখলেম কেন, বলুন দেখি ?
উনি আমাকে আজ রাত্রে এ মন্দিরে স্তুতে মানা কবছিলেন কেন ?

তপ। রাজনন্দিনি, একে ত মায়ের প্রাণ ; তাতে আবার তুমি তাঁর একটি মাত্র মেয়ে ! আর এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে উঠেছে——

কৃষ্ণা। (সহাস্ত বদনে) তবে মা কি ভাবেন, যে আমাকে কেউ এ মন্দির থেকে চুরি করে নে যাবে ?

তপ। বৎসে, তাও কি কখন হয় ! চন্দ্রলোক থেকে অমৃত অপহরণ করা কি যার তার সাধ্য।

কৃষ্ণা। (গবাক্ষ খুলিয়া) উঃ, ভগবতি, দেখুন, কি অঙ্ককার রাত্রি। নিশানাথের বিরহে রজনী দেবী যেন বেশভূষা পরিত্যাগ করে দুঃখমাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছেন।

তপ। (সহাস্ত বদনে) বাছা, তুমি আবার এ সব কথা কোত্থেকে শিখলে !
যাও, শয়ন করগে। আমিও এখন কুটারে যাই। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হলো।

কৃষ্ণা। যে আজ্ঞা।

তপ। তবে আমি এখন আসিগে।

[প্রস্থান।]

কৃষ্ণা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ একবার যুদ্ধে হেরেছিলেন বটে, কিন্তু শুনেছি, যে তিনি নাকি আবার অনেক সৈন্যসামন্ত লয়ে জয়পুরের রাজাকে আক্রমণ করবার উত্তোগে আছেন ;—তা দেখি, বিধাতা আমার কপালে কি করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস) সুভদ্রার জন্তে অর্জুন যেমন যত্নকুলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিলেন, এও বুঝি সেইরূপ হয়ে উঠলো। (গবাক্ষ খুলিয়া) ইঃ, কি ভয়ানক বিদ্যুৎ। যেন প্রলয়কালের বিক্ষুব্ধ পাপাত্মার অঘেষণে পৃথিবী পর্য্যটন কচে। আর মেঘের গর্জন শুনেলে মহামহাবীর পুরুষেরও হৃৎকম্প হয়। উঃ, কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই হচে। আজ এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত ? এ মন্দির পর্ব্বতের স্থায় অটল ; প্রবল ঝড় বইলেও এতে কোন ভয় নাই। কিন্তু যারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে,

না জানি তাদের আজ কত কষ্ট হচ্ছে। আহা! পরমেশ্বর তাদের রক্ষা করুন।
 হে বিধাতঃ, সেই মনুষ্য, সেই বুদ্ধি, সেই আকার, কিন্তু কেউ বা অপূর্ব উচ্চ
 সুবর্ণ অট্টালিকায় ইন্দ্রতুলা ঐশ্বর্য ভোগ কতো, আর কেউ বা আশ্রয়বিহীন
 হয়ে বৃক্ষমূলে অতি কষ্টে কালাতিপাত করে। কিন্তু তাও বলি, অট্টালিকায়
 বাস কল্যেই যে লোকে সুখী হয়, এমন নয়। আমার ত কিছুই অভাব নাই,
 তবে কেন আমি সুখী হই না? মনের সুখই সুখ! (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল,
 আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হলো কেন? পৃথিবীর কোন বস্তুই ভাল
 লাগচে না। আমার মনঃ যেন পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর গায় ব্যাকুল হয়েছে।
 দেখি দেখি, যদি একটু শয়ন করে সুস্থ হতে পারি। তাই যাই। হে মহাদেব,
 এ অধীনীর প্রতি দয়া করে এর মনের চঞ্চলতা দূর কর। প্রভু, এ দাসী তোমার
 নিত্য শরণাগত। (শয়নঃ)

(বলেঙ্গ্রসিংহের পুনঃ প্রবেশ।)

বলে। (স্বগত) হায়! হায়! আমি এমন কৰ্ম কতো এলেম, যে পাছে
 একেবারে রসাতলে প্রবেশ করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে পাদক্ষেপণ কতোও আশঙ্কা
 হচ্ছে। আমার এমনি বোধ হচ্ছে যেন পদে পদে মেদিনী আমাকে গ্রাস কতো
 আসছেন। তা হলেও এক প্রকার ভাল হয়। রজনী দেবি, তুমিই আমার
 সাক্ষী। আমি এ কৰ্ম আপন ইচ্ছায় কচি না। (নিকটবর্তী হইয়া) হায়।
 হায়! আমি এ রাজকুলমণ্ডল থেকে এ প্রফুল্ল কনক-পদ্মটি যথার্থই কি ছিন্ন
 ভিন্ন কতো এলেম। এমন সুবর্ণমন্দিরে সিঁদ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন অপহরণ
 করা অপেক্ষা কি আর পাপ আছে! (চিন্তা করিয়া) তা কি করি? জ্যেষ্ঠ
 ভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার দেখচি মারীচ
 রাক্ষসের দশা ঘটলো, কোন দিকেই পরিত্রাণ নাই। তা জন্মের মতন বাহার
 চন্দ্রবদনখানি একবার দেখে নি! (মুখ দেখিয়া) হে বিধাতঃ, আমি কি রাহু হয়ে
 এমন পূর্ণ শলীকে গ্রাস কতো এলেম? আমি কি প্রলয়ের কালরূপে একে
 চিরকালের নিমিত্তে জলমগ্ন কতো এলেম। (নয়ন মার্জ্জন) আহা মা! আমি
 নিষ্ঠুর চণ্ডাল! নিরপরাধে তোমার প্রাণ নষ্ট কতো এসেছি। আহা! বাহা!
 এখন নিকৃৎগচিন্তে নিজাদেবীর ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচোন; আর বোধ হয়,
 নানাবিধ মনোহর স্বপ্নদ্বারা পরম সুখানুভব কচোন; কিন্তু নিকটে যে পিতৃব্যাক্রূপ

কাল এসে উপস্থিত হয়েছে, তা ভ্রমেও জানেন না। হায়! হায়! যাকে আমি এত প্রাণতুল্য ভালবাসি, যার মমতাগুণে যুদ্ধজীবী জনের কঠিন জন্মে অপার স্নেহরস প্রবাহিত হয়েছে, তাকে কি আমার নষ্ট কতো হলো? বলজের অস্ত্রের কি শেষে এই কীর্তি হলো? ধিক্! ধিক্! (চিন্তা করিয়া) তবে আর কেন?—ওঃ! এ স্নেহনিগড় ভগ্ন করা কি মনুষ্যের কৰ্ম? জ্যোপদীর কস্তুর স্নায় একে যত খোল, ততই বাড়ে! হে পৃথিবি, তুমি সাক্ষী। হে রজনী দেবি, তুমি সাক্ষী। (মারিতে হস্ত উত্তোলন।)

কৃষ্ণা। (সহসা গাত্রোখান করিয়া) আ—আ—কাকা! এ কি? এ কি?

বলে। (অসি ভূতলে নিক্ষেপ।)

কৃষ্ণা। আ—কাকা! এ কি? আপনি যে এমন সময়ে এখানে এসেছেন?

বলে। না, এমন কিছু নয়! কেবল তোমাকে একবার দেখতে এসেছি।

তা বৎসে! তা বৎসে! আমাকে বিদায় দেও। আমি চল্যম।

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি একজন মহাবীর পুরুষ; তা আপনার কি এ দাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা উচিত?

বলে। (বদনাবৃত করিয়া নিরুত্তরে রোদন।)

কৃষ্ণা। (অসি অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি? (অসি বক্ষঃস্থলে গোপন ও প্রকাশে) কাকা, আমি আপনার পায়ে ধচি, আপনি আমাকে সকল বৃত্তান্ত খুলে বলুন।

বলে। বাছা, তুমি এনরাধম নিষ্ঠুরকে আর কাকা বলো না। আমি তোমার কাকা নই, আমি চণ্ডাল, আমি তোমার কাল হয়ে এসেছিলাম। (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি, কাকা?

বলে। হা আমার কুললক্ষ্মী!—হে পৃথিবি, তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান দান কর! (রোদন।)

কৃষ্ণা। (হস্ত ধারণ) কেন, কাকা, আপনি এত চঞ্চল হলেন কেন?

বলে। কৃষ্ণা, আমি তোমার প্রাণ নষ্ট কতো এসেছিলাম।

কৃষ্ণা। কেন, কাকা, আপনার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি?

বলে। বাছা, তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্ণা! তুমি কি অপরাধ কাকে বলে,

তা জান ? (রোদন) মক্কেদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ, উভয়েই এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তোমাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরীকে ভস্মরাশি করে এ রাজ্য লুণ্ঠন করবেন। আমাদের যে এখন কি অবস্থা তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। এই জন্তেই——

কৃষ্ণা। কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা, যে ——

বলে। মা, আমি আর কি বলবো ? তাঁর অন্তিম ভিন্ন আমি কি এমন চণ্ডালের কর্ম কতো প্রবৃত্ত হই ?

কৃষ্ণা। বটে ? তা এর নিমিত্তে আপনি এত কাতর হচোন কেন ? আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আনুন গে। আমি তাঁর পাদপদ্মে জন্মের মতন বিদায় হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী ! রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীরকেশরী। আপনার ভাইঝি। আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি ? (আকাশে কোমল বাত) ঐ শুভুন ! কাকা, একবার ঐ ছুয়ারের দিকে চেয়ে দেখুন। আহা ! কি অপক্লপ রূপ-লাবণ্য ! উনিই পদ্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে আর একবার দেখা দিয়েছিলেন ; জননি, তোমার দাসী এলো বলে। দেখ, কাকা, এ মন্দির সহসা নন্দনকাননের সৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আহা ! আমার কি সৌভাগ্য !

নেপ। (পদশব্দ)

বলে। এ কি ? এ কি ?

(রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রী প্রবেশ ।)

রাজা। (ক্ষিপ্তপ্রায় ইতস্ততঃ অবলোকন ।)

মন্ত্রী। (কৃষ্ণাকে দেখিয়া স্বগত) এই যে, তবে এখনও হয় নাই। আঃ ! রক্ষা হউক ! (অগ্রসর হইয়া বলেক্সের প্রতি জনান্তিকে) রাজকুমার, আর দেখেন কি ? সর্বনাশ উপস্থিত ! মহারাজ হঠাৎ উন্মাদপ্রায় হয়েছেন।

বলে। সে কি ? সর্বনাশ ! (রাজার নিরাসনে উপবেশন ।) হায়, হায় ! কি হলো ! তা মন্ত্রী, তুমি ওঁকে এখানে আনলে কেন ?

মন্ত্রী। কি করি ? উনি আপনিই এই দিকে এলেন। সুতরাং, আমাকে ওঁর সঙ্গে আসতে হলো। কি জ্ঞানি, যদি অশু কোথাও যান। আর একটা ভাবলেম, যে মহারাজের যখন এ অবস্থা হলো, তখন আর এ গুরুতর পাপকর্মে

প্রয়োজন কি ? তাই অপনাকে নিবেদন কত্যা এলেম । এর পর আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে।—হায়, হায়, রাজকুমার——

রাজা। বলন্ত ! ছি ভাই ! এমন কৰ্ম্মও করে । (গাত্ৰোত্থান করিতে করিতে) কর কি, কর কি ? না,—না, না, না,—মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ ! হুঃ ! তাকে তো এখনই নষ্ট করবো । আমি এই চল্যাম । (কিঞ্চিৎ গমন) এই যে আমার কৃষ্ণা ! কেন, মা ? কেন ?—মা, একবার বীণাধ্বনি কর ।—মা, একটি গান কর ।—আহা—এ, এ, হা আমার কুললক্ষ্মী ! তুমি কোথা গেলে ! (রোদন ।)

কৃষ্ণা। (রাজার অবস্থাকে শোক জ্ঞান করিয়া) কাকা, পিতা এমন কচোন কেন ? পিতঃ, আপনি এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন ? জীব মাত্রেই শমনের অধীন । তা এতে দুঃখ কল্যে আর কি হবে ? জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয় । যে আজ না মরে, সে কাল মরবে । কুলমান রক্ষার জন্তে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকৰ্ম্ম আছে ? (আকাশে কোমল বাত) ঐ শুভ্র ! রাজসভা পদ্মিনী আমাকে ডাকছেন ! উনি এর আগে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, যে “কুলমান রক্ষার জন্তে যে যুবতী আপন প্রাণ দান করে, স্মরণলোকে তার আদরের সীমা নাই ।” পিতঃ, আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন ! এই অন্তকালে যে মায়ের পা দুখানি দেখতে পেলেম না, এই একটা বড় দুঃখ মনে রইল ! (রোদন ।)

বলে। ছি, মা, ছি ! তুমি ও সকল কথা আর মুখে এনো না ! তোমার শত্রুর অন্তকাল উপস্থিত হউক ।

কৃষ্ণা। কাকা, এমন জীব নাই, যে বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লেখেন নাই । কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না । অনেক তরুকে লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে ; কিন্তু আবার কোন কোন তরুর কাঠে দেবপ্রতিমা নির্মাণ হয় । কুলমান রক্ষার্থে কিছা পরের উপকারের জন্তে যে মরে, সে চিরস্মরণীয় হয় ।

বলে। তুমি, মা, আর ও সব কথা কইও না । তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব ! তোমার অপেক্ষা কি এ রাজপদ প্রিয়তর ?

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন না । আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি প্রাণতুল্য ভাল বাসেন, তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ মার্জনা করে আমাকে বিদায় দেন ! পিতঃ, আপনি নরপতি ; বিধাতা আপনাকে

কত শত সহস্র প্রাণীর প্রতিপালন কভো এই রাজপদে নিযুক্ত করেছেন ; তা আপনার তাদের সুখ দুঃখ বিস্মৃত হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন। আপনি নীরব হলেন কেন ? আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আর আমার সঙ্গে কথা কবেন না ? পিতঃ, আপনার এত আদরের মেয়েকে এইবার শেষ আলীকাদ করুন, যেন এ ভবভ্রাণা হতে মুক্ত হয়ে স্বরপুরীতে যেতে পারি। (চরণে পতন ।)

রাজা। এ না মানসিংহের দূত ?—এত বড় স্পর্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে ?

কৃষ্ণা। (উঠিয়া) কেন, পিতঃ, আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করেছি ?

রাজা। কি অপরাধ ?—আমার নিকটে ছলনা ? দূর হঃ, দূর হঃ !

মন্ত্রী। এ কি সর্বনাশ !—

কৃষ্ণা। হা বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল ? এ সময়ে পিতাও কি বিমুখ হলেন ? কাকা, আমি পিতার নিকটে কি অপরাধ করেছি, যে উনি আমার প্রতি বিরক্ত হলেন ? (আকাশে কোমল বাত) আঃ, আমি এই যাই।—কাকা, আপনার চরণে ধরি (চরণে পতন ।) আপনিই আমাকে বিদায় দেন।

বলে। উঠ মা, উঠ ! ছি, মা, ছি ! (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন) তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বশ ! তোমাকে বিদায়—(আকাশে কোমল বাত ।)

কৃষ্ণা। জননি, এই আমি এলেম। (সহসা খড়গাঘাত ও ব্যোমপরি পতন ।)

সকলে। এ কি ! এ কি সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনাশ !

বলে। হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল ! হে পরমেশ্বর, আমাদের কি করলে ! বৎসে, তুমি কি আমাদের যথার্থই ত্যাগ করলে ! হায়, হায় ! (রোদন ।)

(তপস্বিনীর প্রবেশ ।)

তপ। এ কি ? (অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ ! এ রাজকুললক্ষ্মী এ অবস্থায় কেন ? হায়, হায় ! এ রক্তদীপ কে নির্ব্বাণ কল্যে ?—হায়, হায় ! (রোদন ।)

বলে। আর ভগবতি, আমাদের কি হবে ! এ দিকে এই, আবার ও দিকে মহারাজের দশা দেখেচেন ? আহা হা ! নাদা, তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল ! ভগবতি—

তপ। কেন, কেন? মহারাজের কি হয়েছে? উনি এমন ক'চোন কেন?
কলে। আর ভগবতি, সকলই আমার অদৃষ্টে করে। মহারাজ হঠাৎ মহা
উদ্ভাদ হয়ে উঠেছেন।

তপ। কেন? কারণ কি?

(অহল্যাদেবীর বেগে প্রবেশ।)

অহ। (নেপথ্য হইতে) কৈ? কৈ? আমার কৃষ্ণা কোথায়? (অবলোকন
করিয়া) এ কি? আমার কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে কেন?—অ্যা!—এ যে
রক্ত!—মহারাজ, এমন কে করলে?

তপ। মহিষি, মহারাজকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা ক'চোন? ওঁতে কি
আর উনি আছেন?

অহ। তবে বুঝি উনিই এ কণ্ঠ করেছেন! ও মা, আমার কি সর্বনাশ
হলো! (কৃষ্ণার মুখাবলোকন করিয়া রোদন) আহা! বাছা আমার সুবর্ণলতার
শ্রায় পড়ে আছেন। ও মা কৃষ্ণা, আমি তোমার অভাগিনী মা এসে ডাকছি যে।
ও মা, তুমি আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চল্যে, মা? উঠ, মা, উঠ। ও মা, ও মা,
তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো? (রোদন।)

কৃষ্ণা। (মুহূর্ত্তে) মা—এসেছো?—আমাকে পায়ের ধূল দেও। মা,—
পিতা আমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন,—তুমি ওঁকে আমার সকল দোষ ক্ষমা
করুত্বে বলো। মা, আমি তোমার নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি, সে
সকল ক্ষমা করে আমাকে এ জন্মের মতন বিদায় দেও। মা, তোমার এ দুঃখিনী
মেয়েকে এর পর এক এক বার মনে করো (মৃত্যু—আকাশে কোমল বাত।)

অহ। ও মা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, মা! (রোদন) এ কি? আবার
যে মা আমার চূপ করলেন? ও মা, কৃষ্ণা! ও মা! ও মা! ও মা! (মুচ্ছা।)

তপ। এ আবার কি হলো?—রাজমহিষী যে হঠাৎ অজ্ঞান হলেন। মহিষি,
উঠুন, মহিষি, উঠুন, হায়, হায়! একবারে কি সব ছারখার হলো?

অহ। (চেতন পাইয়া) ভগবতি, আমি কি স্বপ্ন—মহারাজ, এ কণ্ঠ কে
করলে? ঠাকুরপো, তুমিই বল না কেন?—ও কি? (উঠিয়া) তোমরা যে
সকলেই চূপ করে রৈলে?

রাজা। আঃ! (অগ্রসর হইয়া) মহিষী যে? (হস্ত ধরিয়া) দেখ, তুমি
আমার কৃষ্ণাকে দেখেচো? কৈ?

অহ। মহারাজ, তুমি ও হাত দিয়ে আমাকে ছুঁও না। তোমার হাতে আমার কৃষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জন্মের মতন বিদায় হলেম।

[বেগে প্রস্থান।]

মন্ত্রী। ভগবতি, আপনি একবার যান, মহিষী কোথায় গেলেন দেখুন গে।

[তপস্বিনীর প্রস্থান।]

রাজা। মহিষি, কোথা যাও? কোথা যাও?—গেলে, গেলে, গেলে? তুমিও গেলে। (রোদন) হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! আমি বাই মা, আমি যাই। ভাই বলেছে, কৃষ্ণা!—কৃষ্ণা! আমার কৃষ্ণা। (রোদন।)

মন্ত্রী। রাজকুমার, আমি চিরকাল এই বংশের অধীন, আমাকে কি শেষে এই দেখতে হলো। (রোদন।)

(অন্তঃপুরে রোদনধ্বনি, তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ।)

তপ। হায়! হায়! কি হলো!—রাজকুমার, রাজমহিষীও স্বর্গারোহণ কল্যেন। হায়, হায়! আমি এমন সর্বনাশ কোথাও দেখি নাই। এ কি বিধাতার সামান্য বিড়ম্বনা? হায়, হায়, হায়!

বলে। মন্ত্রী, আর কি? সকলই শেষ হলো। (রোদন) হায়! হায়! হায়! মৃত্যু কি আমাকে ভুলে আছেন।—দাদা, এ দেখুন, আমাদের রাজকুললক্ষ্মী মহানিদ্ৰায় অবশ হয়ে আছেন। আর এ রাজ্যে প্রয়োজন কি? হায়, হায়!

রাজা। বলেছে, ভাই, কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!—আমার কৃষ্ণা।

বলে। আহা! দাদা, তোমার জ্ঞান শূন্য হয়েছে, তুমি এর কিছুই জানতে পাচো না। হায়! হায়! হায়! তা, ভাই, এ তো তোমার সৌভাগ্য বলতে হবে! হায়, এমন সময়ে জ্ঞান থাকা চেয়ে অজ্ঞান হওয়া ভাল! এ যাতনা কি সহ্য করা যায়! (রোদন।)

সত্য। রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা বৃথা। মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাওয়া যাক। আর আশুন, এ বিষয়ে যা কর্তব্য, দেখা যাকগে। এ দিকের তো সকলি শেষ হলো। হায়, হায়! হে বিধাতা, তোমার কি অদ্ভুত লীলা। আশুন রাজকুমার, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি।

(ধ্বনিকা পতন।)

এই সমাপ্ত।